আমাদিগের যেমন শরীর আর মনেতে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, এবং এই সম্বন্ধ জন্য যেমন আমরা দর্শন করি, শ্রবণ করি, বাক্য কহি; পরমেশ্বর তেমন শরীর-মন-মিলিত কোন জীব নহেন, সুতরাং আমাদিগের ন্যায় তিনি চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন না, এবং মুখ দ্বারাও বাক্য কহেন না; তিনি অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক্। তিনি মনোবিহীন, তিনি দেহ-শূন্য মনও নহেন, তাঁহাতে মনের কার্য্য কিছুই নাই। তিনি অসঙ্গ—সাংসারিক সুখ দুঃখে লিপ্ত নহেন। তিনি যদি জড়ও নহেন, এবং মনও নহেন, তবে তিনি কি ছায়া, কি অন্ধকার, কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু হইবেন? না; তিনি ছায়া, কি অন্ধকার, কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু নহেন, তিনি নিত্য সত্য বস্তু; তিনি অনন্ত-স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ; তাঁহার সহিত কাহারও উপমা হয় না। জড় হইতে যেমন মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে তদ্রূপ সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার জ্ঞান সৃষ্ট মানসিক জ্ঞানের ন্যায় নহে; জ্ঞান-ক্রিয়া তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ। কোন বস্তু জানিবার জন্য সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয় আবশ্যক করে না; পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্তেও তাঁহার স্মৃতিশক্তি আবশ্যক হয় না। তিনি এক কালে সমুদয় বস্তু জানিতেছেন। আমাদিগের ন্যায় তাঁহার ক্রোধও নাই, দ্বেষও নাই, ঘৃণাও নাই, শোকও নাই এবং আমাদিগের ন্যায় তাঁহার দয়াও নহে, স্নেহও নহে, প্রেমও নহে, হর্ষও নহে। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ; তাঁহার সেই মঙ্গল ভাবের অন্তর্ভূত স্নেহ, করুণা, প্রীতি তাঁহা হইতে বহমান হইয়া, জগৎকে সিক্ত রাখিয়াছে। তিনি আমাদিগের মানসিক বৃত্তি—ন্যায়, দয়া, স্নেহ, প্রেমকে অনন্তগুণে অতিক্রম করেন, আমাদিগের প্রেম অনন্ত প্রেমের কণা মাত্র।

"তাঁহার শাসনে সূর্য্য, সৌর জগতের মধ্যস্থিত হইয়া, প্রদীপবৎ তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূলোক ও গ্রহাদি অন্যান্য লোককে স্বীয় জ্যোতি দ্বারা প্রকাশ করিতেছে, স্বীয় শক্তি দ্বারা তাহাদিগকে নিজ নিজ পথে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, এবং তেজ বিতরণ দ্বারা পশু পক্ষ্যাদি জন্তু ও বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জের জীবন ধারণ করিতেছে। সকলের রমণীয় সুধাংশু চন্দ্রও তাঁহারই নিয়মে বদ্ধ থাকিয়া, শূন্যপথে বিচরণ করিতেছে। এবং প্রতি রজনীতে নূতন নূতন বেশ ধারণ করিয়া সকলের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল করিতেছে ও স্বীয় মনোহর আলোক প্রদান দ্বারা উদ্ভিজ্জদিগকে সতেজ ও সজীব রাখিতেছে।

"ভূলোক ভিন্ন চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি অন্যান্য যত জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট লোক সমুদায়ের সাধারণ নাম দ্যুলোক। আমাদের পদতলে এই যে ভূলোক, এবং মস্তকের উপরে যে দ্যুলোক,—সকলই সেই মঙ্গল-স্বরূপ বিশ্বপাতার প্রশাসনে নিয়ত স্থিতি করিতেছে। তাঁহাদের এক কণামাত্রও তাঁহার নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না।

"কালে কালে যে সমুদায় ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা তাঁহারই নিয়মে ঘটিতেছে, তাঁহার অনতিক্রমণীয় নিয়মের বহির্ভূত হইয়া, স্বল্পমাত্র ঘটনাও ঘটিতে পারে না।

"পরম মঙ্গল্য পরমেশ্বরের নিয়মে বেগবতী নদী সকল উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত এবং প্রবাহিত হইয়া,

অসংখ্য জীবজন্তুদিগের অতি উপকারিণী ও কল্যাণদায়িনী হইয়াছে। দৃষ্টি-বহির্ভূত কোন অপরিজ্ঞাত পর্ব্বতের কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে যে জলরাশি সঞ্চিত হয়, আমরা তাহা হইতে শত শত যোজন দূরে থাকিয়াও, তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেছি।

"মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে সাক্ষাৎ জানিয়া তাঁহার সহিত প্রীতিভাব নিবদ্ধ করিতে হইবে, জানিয়া শুনিয়া তাঁহার কার্য্যে যোগ দিতে হইবে; তবে তাঁহার সহবাস-জনিত অনন্ত ফললাভ করা যায়। তাঁহাকে না জানিয়া অন্যমনস্ক ও বিষয়াসক্ত হইয়া, বাহ্য আড়ম্বরের সহিত দিবারাত্র তাঁহার উপাসনা করিলেও, বা লোক-রঞ্জন, বৃথা যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়া-কলাপে শরীর ও মনকে নিপাত করিলেও, অথবা মান-মর্য্যাদা, যশঃ কীর্ত্তি প্রাপ্তির আয়াসে আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দিলেও, ঈশ্বরের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা হয় না, সুতরাং তাহার অনন্ত ফললাভ হয় না। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক এবং তাঁহাকে প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাতে ধর্ম্মের সমুদয় লক্ষণ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত পরম প্রার্থনীয় অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন।

"ভূমণ্ডলে যাবতীয় জীব আছে, তন্মধ্যে কেবল মনুষ্যই ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভে অধিকারী। পরাৎপর পরমেশ্বরকে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সমুদায়কে জানিবার অধিকার আছে বলিয়াই মনুষ্য নামের এত গৌরব হইয়াছে; যিনি এই পরমোৎকৃষ্ট মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাকে জানিতে না পারিলেন, তাঁহার অপেক্ষা হতভাগ্য আর কে আছে? পরম প্রীতিভাজন পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়, যিনি তাহার স্বাদ-গ্রহণেও সমর্থ না হইলেন, তাঁহার অপেক্ষা দীন আর কোন্ ব্যক্তি? তিনি কৃপাপাত্র অতি দীন। তাঁহার জন্ম ভার-বাহক পশু জন্ম। আর, যিনি তাঁহাকে জানিয়া এ লোক হইতে প্রস্থান করেন, তিনি পরম ভাগ্যবান্, তিনি মনুষ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই ব্রাহ্মণ।

"আমরা দর্শন শ্রবণ মনন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারি, তাহা তিনি জানিতেছেন; এবং আমরা যাহা না জানিতে পারি, তাহাও তিনি জানিতেছেন; কিন্তু তিনি কাহারও দর্শন-শ্রবণ-মনন-বিজ্ঞানের বিষয় নহেন। তিনি আপনাকে আপনি যেমন জানিতেছেন, তেমন করিয়া তাঁহাকে আর কেহই জানিতে পারে না। অনন্ত স্বরূপকে বুদ্ধি বুঝিয়া অন্ত করিতে পারে না। এই অনন্ত অক্ষয় পুরুষের দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; এমত স্থান নাই, যেখানে এই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর নাই।"

রাধাচরণ ও নন্দকুমার।

(দুইটি প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ।)

১

অনেকেরই বিশ্বাস, ভারতে ইংরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর অবধি অদ্য পর্য্যন্ত যে সকল ব্যক্তির প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, রাজা নন্দকুমার তাহাদের সর্ব্বাগ্রগণ্য। এই বিশ্বাসটি ভুল; ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে রাধাচরণ মিত্র নামে এক ব্যক্তির উপরে সর্ব্বপ্রথম প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। ১৮৭৯ অব্দের এপ্রিল মাসের কলিকাতা রিভিউ নামক ত্রৈমাসিক পত্রের ২৯০ পৃষ্ঠায় মাননীয় রিভারিজ সাহেব পূর্ব্বোক্ত রাধাচরণ মিত্রের মোকদ্দমার কথঞ্চিৎ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। রাধাচরণ বাবু এবং রাজা নন্দকুমার এতদুভয়ের প্রতি ইংরাজ বিচারকেরা যে অভূতপূর্ব্ব অবিচার ও অন্যায় ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহার পূর্ণ ইতিহাস এখনও লিখিতে বাকি আছে। রাজা নন্দকুমার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ নহে; রাধাচরণের ইতিহাস আদৌ লিখিত হয় নাই। আমরা এই প্রস্তাবে সংক্ষেপে অনেক নূতন অথচ সার কথা বলিব, মনে করিয়াছি; প্রথমে রাধাচরণের কথা উল্লেখ করা উচিত, যেহেতু ইনি নন্দকুমারের পূর্ব্ববর্ত্তী। আমাদের এই প্রস্তাবে, অনেক আশ্চর্য্য এবং গূঢ় স্ত্রীচরিত্রও প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

রাধাচরণ মিত্র ভবানীপুর জগুবাবুর বাজারের পার্শ্বস্থিত কোন স্থানে বাস করিতেন। ঢাকা জিলা ইঁহার জন্মস্থান বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি হেষ্টীংস সাহেবের আমলে মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে প্রধান মুন্সীর পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং কার্য্যদক্ষতার জন্য খাজাঞ্চীর ভার প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে প্রভূত ধন উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করেন। কথিত আছে, ইনি তৎকালীয় দেশাচার ও হিন্দুধর্ম্ম-সঙ্গত ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাহেবদিগের সহিত "খানা" খাইতেন এবং কখন কখন সাহেবী পোষাকে অঙ্গাচ্ছাদিত করিতেন। হেষ্টীংস সাহেবের সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। হেষ্টীংস সাহেব বিপদ্‌জাল অতিক্রম করিয়া প্রভুত্ব লাভ করিলে পর একদিন আপন কুঠীতে রাধাচরণ বাবুকে "খানা" খাইবার জন্য অনুরোধ বা নিমন্ত্রণ করেন। এই অবসরে হেষ্টীংস সাহেব রাধাচরণের নিকট ২ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব

করিলে, রাধাচরণ তাহা দিতে স্বীকৃত হয়েন ; কিন্তু (কি কারণ বশতঃ বলিতে পারি না) শেষে তিনি হেষ্টীংসকে ঐ টাকা দেন নাই। সাহেব পুনঃ পুনঃ টাকা চাহিয়া পাঠাইতেন, রাধাচরণও পুনঃ পুনঃ "দিব" "দিব" বলিয়া উত্তর দিতেন। রাধাচরণের প্রতি হেষ্টীংসের এইজন্য সর্ব্বপ্রথম ক্রোধ ও বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। কেহ কেহ বলেন, রাধাচরণ এবং গবর্ণর সাহেব উভয়ে একত্রে রাত্রিতে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বাটীতে বেড়াইতে যাইতেন ; আমরা ইহার বিশেষ প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাই নাই। যাহা হউক, প্রায় এক বৎসর পরে, শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী নামক এক মহাজনের নামে রাধাচরণ ৩ লক্ষ টাকার দাবীতে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন ; সেই মোকদ্দমায় রাধাচরণ বাবু আপনার দাবীর সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য যে রসিদ, খৎ এবং কাগজপত্র প্রদর্শন করেন, তাহা আদালতের বিচারে কৃত্রিম বলিয়া প্রতিপন্ন হয় ; এবং সেই মোকর্দ্দমায় রাধাচরণ জালিয়াৎ বলিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। আমরা দেখাইব, রাধাচরণ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। রাধাচরণের নির্দ্দোষিতার প্রমাণের জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে না ; ইংরাজ লেখকেরা ইহার কি প্রমাণ দেন, দেখা যাউক।

সামুয়েল জনসন সাহেব বিলাতের একজন অত্যুৎকৃষ্ট লেখক, ইহাঁর সহিত হেষ্টীংস সাহেবের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছিল*। ইনি রাজা নন্দকুমারের ফাঁসির পরে ভারতে যে পত্র লেখেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন, "রাধাচরণ হেষ্টীংস সাহেবের অভাবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে হয়ত এই বিচার বিভ্রাট ঘটিত না" ; অন্যত্র লিখিত আছে "বিচারের সময়ে শম্ভু চক্রবর্ত্তীর সহিত একত্রে ভ্রমণ করা হেষ্টীংস সাহেবের পদোচিত কার্য্য হয় নাই, এ কথা আমি স্বীকার করি।" ফলতঃ এই মোকদ্দমায় হেষ্টীংস সাহেব সাক্ষী ছিলেন এবং "তিনিই শম্ভুনাথের উকিলকে পরামর্শ ও পাথেয় দিতেন।"† এখন দেখা যাউক, ঐ কাগজপত্র কৃত্রিম কি না ; এবং যদি বাস্তবিক কৃত্রিম হয়, তাহা হইলে ঐ কৃত্রিমতার জন্য কে দোষী, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী, রাধাচরণ বাবুর প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। অক্টোবর মাস অতিবাহিত হইল, কিন্তু শম্ভুনাথ সমুদয় টাকা দিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিন লক্ষ টাকার মধ্যে এক লক্ষ টাকা শোধ দিয়া শম্ভুনাথ আবার সময় চাহিলেন ;

---

* কলিকাতা রিভিউ, এপ্রেল, ১৮৭৮।

† রাজা নন্দকুমারের উকিল ম্যান্সন সাহেবের বক্তৃতা। ১৭৭৫ অব্দ ; ৯ই জুন। (বর্কের বক্তৃতা ; দ্বিতীয় খণ্ড)।

এ বারে ৯ মাসের মধ্যে সমগ্র টাকা দেওয়া হইবে, এইরূপ কথা স্থির হইল। নবেম্বরের প্রথমে রাধারচণ পশ্চিম যাত্রা করিলেন, যাইবার পূর্ব্বে ব্রজবিলাস কোঁয়ার নামে এক সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধের হস্তে খৎ দিয়া গেলেন। কথা হইল, শম্ভুনাথ সমগ্র টাকা পরিশোধ করিতে চাহিলে, ব্রজবিলাস ঐ টাকা লইয়া শম্ভুনাথকে "খৎ" ফিরাইয়া দিবেন। সময় অতিবাহিত হইল, শম্ভুনাথ টাকা দিলেন না; রাধাচরণও পশ্চিম হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না। ক্রমে রাধাচরণ বিরক্ত হইয়া শম্ভুর নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিবার জন্য আপনার মোক্তারকে পত্র লিখিলেন। ঐ মোক্তারের নাম হরকিশোর। সাবেক হাইকোর্টের (সুপ্রীম কোর্টের) সাবেক সেরেস্তায় ঐ মোক্তারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। মোক্তার আপন প্রভুর আদেশ মত অভিযোগ উপস্থিত করিল; হেষ্টীংস বিবরণটি শুনিলেন। শক্রবর রাধাচরণ এই মোকদ্দমার ফরিয়াদী হইয়াছে শুনিয়া তিনি স্বীয় দুরভিসন্ধি পূর্ণ করণোদ্দেশে সুযোগানুসন্ধানে সযত্ন হইলেন। "যে দিন মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, তাহার এক পক্ষ কাল মধ্যে শম্ভুনাথকে অনেকে তিন চারি বার হেষ্টীংস সাহেবের কুঠীতে যাইতে দেখিয়াছিল।"* কি কারণ বশতঃ বলিতে পারি না, এই সময়ে হরকিশোরের মোক্তারী সনন্দ কাড়িয়া লওয়া হইল; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, হরকিশোর রাধাচরণের কর্ম্মত্যাগ করাতে, সেই সনন্দ আবার তাহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার কিছু কাল পরে ব্রজবিলাস কোঁয়ার রাধাচরণকে পত্র লিখিলেন যে, তাঁহার কাঠের সিন্ধুক হইতে শম্ভুনাথের হাতের লেখা খৎ খানি অপহৃত হইয়াছে। ইহার পর পাঠক, বোধ হয় আর রহস্যোন্মেষ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

(ক্রমশঃ)

তিন বন্ধু !

শুন সবে সাবহিতে যতেক ভগিনী।
'তিন বন্ধু' আখ্যায়িকা পুরাণ কাহিনী॥
প্রজ্ঞা ধর্ম্ম যশ ছিল বন্ধু তিন জনা।
দেশ-পর্য্যটনে কৈল অন্তরে বাসনা॥
ভূতলে দিগন্ত-খ্যাত ভারতের নাম।
পবিত্র পুণ্যদ ভূমি সুরুচি সুঠাম॥
তথা বিচরণ আশা চিত্তে বিচারিয়া।
উত্তরিল সিন্ধু দেশ গিরিবর্ত্ম দিয়া॥
প্রজ্ঞা কহে "ভাবি চিন্তি দেখ বন্ধুগণ।
নব দেশে সবে মাত্র নব পদার্পণ॥

---

* ম্যান সাহেবের বক্তৃতা। ২১ই জুন। ১৭৭৫ অব্দ।

কায়া ছায়া প্রায় মোরা ছিনু তিন ভাই।
বিরহ বিচ্ছেদ ক্ষোভ কভু জানি নাই ॥
দৈব লিপি সুরহস্য কে করিবে ভেদ।
কে বলিবে হবে না যে কদাপি বিচ্ছেদ ॥
সঙ্গচ্যুত হই যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে।
কোন্ স্থানে খুঁজি পুনঃ পাইব কাহাকে ॥
অগ্রেতে করহ সবে বর্ণনা তাহার।
পরে দেশ-পর্য্যটন এই যুক্তি সার ॥"
"ভাল ভাল" বলি ধর্ম্ম যশ দিলা সায়।
ইঙ্গিত পাইয়া প্রজ্ঞা বহে পুনরায় ॥
"কবি গুরু বাল্মীকির পুণ্য তপোবন।
যথা বিরচিলা ঋষি কাব্য রামায়ণ ॥
তথা বিচরিব আমি উদাসীন বেশ।
যদি বা তথায় মম না পাও উদ্দেশ ॥
নৃপেন্দ্র বিক্রমাদিত্য বিক্রমে কেশরী।
লক্ষ্মী যাঁর অঙ্কগতা কণ্ঠে বাগীশ্বরী ॥
নবরত্ন সভা তাঁর মম প্রিয় স্থান।
খুঁজিলে অবশ্য তথা পাইবে সন্ধান ॥
কহিছে দ্বিতীয় বন্ধু "শুন, প্রজ্ঞা যশ।
ধর্ম্ম আমি বহুদিন সাধুতার বশ ॥
রাজসভা তীর্থস্থলী যত দেবালয়।
নিরখিব তন্ন তন্ন করি সমুদয় ॥
প্রবেশিতে নাহি যদি পাই অধিকার।
দরিদ্র কুটীরে পাবে সন্ধান আমার ॥"
প্রজ্ঞা ও ধর্ম্মের বাক্য করি আকর্ণন।
কাতরে কহিলা যশ ব্যাকুলিত মন ॥
দূরে দূরে এমনি তোমরা যদি রবে।
অভাগা যশের ভালে না কি হবে ॥
জনমে নির্জ্জন-বাস কখনো না জানি।
বিদেশে বিপাকে পড়ি খোয়ার পরাণী।
সুভগ সুতপা তাই সুক্ষণে জন্মিলে।
সঙ্গছাড়া হ'য়ে পুনঃ উড়ে যাও মিলে ॥
যশ আমি এক বার হলে সঙ্গহারা।
খুঁজিয়া না পায় দেখা আত্মবন্ধু যারা ॥
তাই বলি ভাই দুটী হোয়ে দয়াশীল।
চক্ষের আড়াল নাহি কর এক তিল ॥"
শ্রী * * * ভণে শুনি যশের বচন।
"মন্দঃ কবি-যশঃ-প্রার্থী আমি এক জন ॥
করুণা-কটাক্ষে যদি মোর পানে চাও।
তিন বন্ধু মিলে আসি বাসনা পুরাও ॥"

করহর বালীর কয়লার খনি।

পচম্বা ভ্রমণ করিতে গিয়া গিরিধি ও পচম্বার মধ্যবর্ত্তী করহর বালী নামক স্থানের কয়লার খনি আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির খাস, ইহার অনতিদূরে শ্রীরামপুর নামক স্থানে এইরূপ খাস আর একটী কয়লার খনি আছে। পূর্ব্বে রাণীগঞ্জের কোল কোম্পানীর নিকট হইতে রেলওয়ের অধ্যক্ষদিগকে কয়লা কিনিতে হইত, কিন্তু এই দুই খনি আবিষ্কৃত হওয়াতে তাঁহারা এত কয়লা পাইতেছেন যে, আপনাদিগের সুদীর্ঘ লাইনের সমুদায় কার্য্য তাহা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, তদ্ভিন্ন তাঁহারা সময় সময়

অন্য রেলওয়েকে কয়লা বেচিয়া থাকেন। কোম্পানি পচম্বার টিকায়েত নামক জমীদারদিগের নিকট ৯ লক্ষ টাকার খনি কিনিয়াছিলেন। সে টাকা কবে উঠিয়া গিয়াছে, এখন তাঁহারা ও তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তগণ এই অক্ষয় ভাণ্ডার কত কাল ভোগ করিবেন, তাহার সীমা কে করিবে?

কয়লার খনির উপরে ৭।৮ হস্ত প্রশস্ত একটী প্রবেশদ্বার আছে, তাহার চারিধারে কয়লার গাড়ী রাখিবার ও কয়লা ফেলিবার যন্ত্র সকল সুসজ্জিত। এক বাল্তী কয়লা উঠিল, অমনি ছোট গাড়ী করিয়া রেলের উপর দিয়া তাহা কতকদূর চলিল; নিম্নে রেলওয়েতে লইয়া যাইবার জন্য বড় গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে, ছোট গাড়ী কয়লা শুদ্ধ কেবল ঠেলিয়া দিতে হয়, সে কয়লা ফেলিয়া খালি হইয়া আপনি পশ্চাতে সরিয়া আসে। প্রবেশ দ্বারের দুইটী ভাগ, এবং দুই ভাগ দিয়া দুই বাল্তী কয়লা উঠিতে পারে। তাহার এমনি ব্যবস্থা, এক দিক্ দিয়া এক বাল্তী কয়লা পূর্ণ হইয়া যখন উঠিল, তখনি অন্য ভাগ দিয়া খালি বাল্তী নামিল, খনির কর্ম্মচারীরা সেই সময় তাহা চড়িয়া নামিয়া যায়। দ্বারের উপর কবাট আছে, যেমন বাল্তী উঠে, সে আপনি ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়, নামিলেই আবার যথাস্থানে গিয়া পড়ে। বাল্তী রাখিবার লোহার দুইটী ঝুলান পিড়ি আছে, তাহা লোহার তারে পাকান মোটা লৌহ কাছি দ্বারা ঝুলান আছে। আমরা ৪ জন এক ঝুলান পিড়ির উপর চাপিলাম, অমনি নিম্নে গভীর অন্ধকারের রাজ্যে অবতরণ করিতে লাগিলাম। আমাদিগের সঙ্গে একটী আলোক ছিল, তথাপি অন্ধকার। এই গহ্বরটী ৪৫০ ফিট গভীর, ঊর্দ্ধাধঃ সরল ভাবে গিয়াছে, নামিতে ১ মিনিটের অধিক সময় লাগিল। গহ্বরের যে যে স্থান আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল, তাহাতে দেখিলাম, চারিদিক প্রস্তরময়; প্রস্তর কাটিয়া এই গহ্বর প্রস্তুত হইয়াছে। সর্ব্ব নিম্নতলে মশাল জ্বালিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিলাম, সেখানে দিক্‌নির্ণয় হয় না, এক দিকে সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া ২০০।৩০০ ফিট চলিলাম। তাহার ভিতর দিব্য বায়ু সঞ্চার হইতেছে, উপরের প্রবেশদ্বার দিয়া বায়ু আসিতেছে, অন্য দিকে খনির উপরে নির্গমদ্বার আছে, তাহা দিয়া বায়ু বহির্গত হইতেছে। বায়ু ইচ্ছামতে কোন দিকে অধিক চালনা করা যায়, তাহার জন্য পাশে পাশে গ্যালারী ও কবাট আছে। ইহার ভিতরে যে অন্ধকার, তাহা বর্ণনীয় নহে। আমরা মশাল একটু সরাইয়া লইতে বলিয়া দেখিলাম, আর কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না, সকলই অন্ধতমসাচ্ছন্ন। খনির যে পথ ধরিয়া আমরা চলিলাম, তাহা কয়লা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া প্রস্তুত হইয়াছে, অনেক স্থানে পাথর কাটিয়া সোজা পথ করিয়া যাইতে হইয়াছে। এই খনিতে ইতিমধ্যে

৭০০ ফিট দীর্ঘ পথ প্রস্তুত হইয়াছে, তবু রীতিমত খনন-কার্য্য ৭।৮ মাসের অধিক হয় নাই। এই সুড়ঙ্গপথে রেল সকল স্থাপিত হইয়াছে। কয়লা কাটিয়া কাটিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া এই পথ দিয়া গহ্বরের নিম্নে লইয়া যাওয়া হয় এবং উপরে উঠাইবার জন্য ঝুলান পিড়ীতে চড়ান হয়। পথের উপরে পাথর ও দুই ধারে পাথর, উপরে অনেক স্থানে পাথরের নীচে কাঠ দেওয়া হইয়াছে, কেননা পাছে উপর হইতে পাথরের চাপ বা অন্য পদার্থ খসিয়া পড়ে। পথের কতক স্থানে সোজা দাঁড়াইয়া চলা যায়, অনেক স্থানে মাথা হেঁট করিয়া ও কোমর ভাঙ্গিয়া চলিতে হয়। পথের ধারে ধারে জল চোঁয়াইয়া চলিয়াছে, উপর হইতেও কোথাও ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতেছে। খনির ভিতর অনেক জল জমে, এক স্থানে দেখিলাম, তাহাতে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী হইয়াছে। পম্প যন্ত্রে করিয়া এই জল ছেঁচিয়া উপরে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। প্রধান পথে যদিও বেশ হাওয়া চলে, কিন্তু শাখা পথে ও সঙ্কীর্ণ পথে বায়ুর অভাবে গ্রীষ্ম বোধ হয়। একটী পথ যেখানে শেষ হইয়াছে, দেখিলাম, সেখানে এক একটী প্রদীপ জ্বালিয়া কুলী সকল কয়লা বা পাথর খুঁড়িতেছে। শাবলের ন্যায় যন্ত্রে তাহারা এই কার্য্য সম্পন্ন করে। কিন্তু কঠিন প্রস্তরে শাবল ভাঙ্গিয়া যায়। শাবল দ্বারা তাহাতে কেবল এক একটি ছিদ্র বা গর্ত্ত করা হয়, পরে তাহার ভিতরে বারুদ জ্বালিয়া দিয়া চারি দিকের পাথর ফাটাইয়া ফেলা হয়।

এই খনিতে তিন তালা কয়লার পথ দেখিলাম। নিম্নতল হইতে দ্বিতীয় তলে উঠিতে স্থানে স্থানে সিড়ী মুখে কাট বাঁধান আছে, তাহা দিয়া উঠিতে কিছু কষ্ট হয়, যেন পাহাড়ে উঠিতেছি। স্থানে স্থানে কয়লার একটী পথের উপরেই আর একটী পথ হইয়াছে। কয়লা যে প্রণালীতে সজ্জিত থাকে, তাহা ধরিয়াই অনেক স্থানে পথ করিতে হয়। কিন্তু নীচে উপরে প্রস্তরের বাঁধন না পাইলে, আবার পথ হয় না। এক এক স্থান খুঁড়িতে খুড়িতে কখন কখন ১০।১৫ ফিট নিম্নতর হইয়া পড়ে তখন সে স্থান ছাড়িয়া অন্য দিক্ দিয়া আবার সুড়ঙ্গ প্রসারিত করিতে হয়।

আমরা দ্বিতীয় তলে একটী স্থানে আসিয়া নির্গমদ্বারের গহ্বর পাইলাম। সেখানে ঝুলান পিড়িতে চাপিলাম। উঠিতে উঠিতে মধ্য পথে তৃতীয় সুড়ঙ্গ দেখিলাম। এবার অনেকটা আলোকের মধ্য দিয়া আসিলাম, কিন্তু তথাপি ১ হইতে ১৬০ গণিতে যত সময় লাগে, গহ্বর দিয়া উঠিতে তত সময় লাগিল। আমরা উর্দ্ধে উঠিয়া দেখি, প্রবেশদ্বার হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি!

অসভ্য জাতির বিবরণ।

সাঁওতাল জাতি।

সাঁওতালেরা অনার্য্য। ইহারা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, মানভূম, রাজমহল, ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করে। পূর্ব্বে ইহারা জঙ্গলে ও পাহাড়ে থাকিত, এবং মৃগয়া প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এখন ইহারা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া গ্রামে বাস করে এবং কৃষি-কার্য্য করিতেও আরম্ভ করিয়াছে। কয়লার খনি খনন, পাথর কাটা এবং অন্যান্য শ্রমজনক কার্য্যে ইহারা অনেকে নিযুক্ত। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সভ্য পরিচ্ছদ ও আহারপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছে, অনেকে আবার হিন্দুদিগের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াও চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে পাঠশালা সকল স্থাপিত হইয়াছে, স্ত্রীশিক্ষারও সূত্রপাত হইয়াছে।

ডাক্তার কোর্টস ছোটনাগপুরের ৭টী বর্ব্বর জাতির ভাষা বিবরণ লিখিয়া যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, প্রধানতঃ তাহা অবলম্বন করিয়া খাস সাঁওতাল জাতির বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইল। সাঁওতালদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবোধক উপাধিও নাই। ইহারা ব্যাঘ্র হইতে ইন্দুর পর্য্যন্ত সকল জন্তুর মাংস খায়। ইহাদিগের নিকট অখাদ্য কিছুই নাই; কুকুর ও শকুনির মাংস ভাল লাগে না বলিয়া ইহারা খায় না। পুষ্টিকর উদ্ভিদ মাত্রই ইহাদের খাদ্য। যে কোন জাতি রন্ধন করিয়া দিলে খাইতে ইহাদের আপত্তি নাই। ইহারা সকল প্রকার মদ্যপান করে এবং তামাক খায়।

সাঁওতালেরা সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিতেই প্রস্তুত। কাঠের বোঝা মাথায় ও কাঁধে করিয়া সমান বহিতে পারে। ইহাদের মধ্যে কামার নাই কিন্তু ইহারা লোহার কাজ করিতে পারে। ইহারা কাপড় বোনে ও পরে, কখনও এককালে উলঙ্গ থাকে না এবং গাছের পাতা বা বল্কলও পরিধান করে না। ইহাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেহ কেহ পিত্তলের গহনা হাতে ও পায় পরিধান করে। কেহ কেহ হাত, গলা ও উরুদেশে উল্‌কি পরে, কিন্তু কেহ উল্‌কী পরিয়া মুখশ্রী নষ্ট করে না। সাঁওতালেরা অত্যন্ত আমোদ-প্রিয়। ইহারা বাঁশী বাজায়, গান করে ও নাচে। সাঁওতালী নাচ অনেকটা ইংরাজদিগের "বল ড্যান্সের" ন্যায়।

সাঁওতালেরা কখনও তীর্থযাত্রা করে না। ইহারা দেবতা ও অপদেবতায় বিশ্বাস করে। ভূত অপদেবতাদিগের রাজা। ইহাদিগের মধ্যে স্বর্গ বা নরক

বলিয়া কোন স্থান নাই। ইহাদিগের উপাস্য দেবতা সিং বা চান্দ বঙ্গ অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্য। ইহারা নক্ষত্রদিগের পূজা করে না। ইহাদের মতে পৃথিবী সূর্য্য ও চন্দ্রের, সুতরাং সূর্য্য চন্দ্রের পূজা করিলে পৃথিবীরও পূজা করা হয়। ইহারা উপাস্য দেবতার নিকট গো, মহিষ, ভেড়া বা মুরগী বলি দেয় না, কেবল পাঁটা বলি দেয়। যখন ছাগ বলি দিয়া পূজা দেয়, পরিবারের স্ত্রীপুরুষ সকলে তাহাতে যোগ দিয়া থাকে। বৎসরান্তে, কখনও দুই বৎসরান্তে এইরূপ পূজার উৎসব হয়। ইহাদিগের মতে ছয়টী অপদেবতা আছে, তাহাদের নামঃ—মারা বুরু, পরগানা, মাঝি হারাম, মোড়িকো, জিহার ইরা ও গোসাঁই ইরা। ইহারা জ্বর আনে, গো মেষ প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলে, ভাল শস্য জন্মিতে দেয় না এবং অন্যান্য অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকে। পুরুষ বা স্ত্রীলোক ডাইন হইতে পারে, ইহা তাহারা বিশ্বাস করে না। ইহারা অপদেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মুরগী বলি দেয়। ইহাদের বিশ্বাস ইহাদের মৃত আত্মীয়গণ ইহাদের বাটীর চতুর্দ্দিকে, মাঠে বা শাল গাছে থাকে। যখন কোন অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা হয়, তখন তাহারা স্বপ্নে বলিয়া দেয় এবং ভূতদিগের পূজা দিতে পরামর্শ দেয়।

ইহাদের পরিবারের যিনি কর্ত্তা, তিনিই পূজা ও বলিদান করেন। দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়, পরিবারের সকলে যেন ভাল থাকে, পীড়ার শান্তি হয়, শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, এবং ধন বৃদ্ধি হয়। পরকালে পাপের কোন শাস্তি হইবে সে বিশ্বাস ইহাদের নাই এবং সেই শাস্তি নিবৃত্তির বা মুক্তির জন্যও ইহারা প্রার্থনা করে না। ইহাদের প্রধান দেবতা ইহাদের সহায় হইলে ভূতদিগের উপদ্রব হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। ইহারা বলি দিবার সময় বাটীর বাহিরে কোন প্রশস্ত স্থানে বা মাঠে প্রাতঃ সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া বলির মুণ্ডচ্ছেদ করে। যেখানে বলি দেয়, সেখানে মুণ্ড পড়িয়া থাকে ও তাহা হইতে রক্তের স্রোত বয়। পরে পক্ষীর পালক বা পাঁটার লোম ঝলসাইয়া লয়, চামড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটে, গাঁট সকল ছাড়াইয়া লয়, নাড়ী ভুঁড়ী বেশ করিয়া ধুইয়া মসলা দিয়া এক পাত্রে রাখে এবং চাউল, তরকারী ও লবণ দিয়া সিদ্ধ করে। বাটীর মধ্যেও মাংস সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু ভোজনের সময় বাহিরে আসিয়া পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া খাইতে হয়। আহারের সময় পরিবারের কর্ত্তা প্রথম গ্রাস লন, তৎপরে আর সকলে খাইতে আরম্ভ করে। ফল, ভাত প্রভৃতি এক সঙ্গে খাওয়া হয়। পূজোপলক্ষে ভোজের সময় দুগ্ধ ও জল পান করে, সুরাপান করে না। আহার শেষ হইলে বন্ধুগণ একত্র মিলিয়া মদ্য পাইলে পান করিতে

পারে, কিন্তু তাহা প্রসাদী দ্রব্য বলিয়া গণ্য হয় না।

ইহারা কখনও সর্পের পূজা বা তাহার নিকট বলিদান করে না। যে সকল পরিবার প্রধান দেবতার পূজোপলক্ষে একত্র প্রসাদী ভক্ষণ করে, তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব দৃঢ় হয়। এরূপ উপলক্ষে সকল পরিবার মিলিত হয় না এবং তাহা না হইলে কোন দোষও বিবেচিত হয় না। তবে যাহারা এইরূপে সম্মিলিত হয়, তাহাদের মধ্যে বাধ্যবাধকতা ও আত্মীয়তা বাড়িয়া থাকে। ভোজের সময়ে কখন মুরগী বলিদান হয় না। পিতা মাতা মরিয়া গেলে তাহাদিগের স্মরণার্থ মোরগ বা মুরগী বলি দেওয়া হয়।

ইহাদিগের প্রধান বার্ষিক উৎসবের নাম বাহা, তাহা প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে হয়। তখন ইহারা মুরগী বলি দেয় এবং তাহা চাউল ও লবণের সহিত সিদ্ধ করিয়া শাল পাতায় রাখিয়া ভোজন করে। তখন যে যত পারে মদ খায় ও মাতাল হয়। সে সময় স্ত্রীলোকেরা বাড়ীতে থাকে, পুরুষেরা শাল বনে নাচ গান ও খেলা করিয়া বেড়ায়। বিবাহাদি উপলক্ষে অন্য প্রকার উৎসব ও ভোজ হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

আশাবতীর উপাখ্যান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ)

ঈশ্বরদর্শন ভিন্ন মন নিঃসংশয় হয় না। কেহ বলে, তিনি সাকার; কেহ বলে নিরাকার, তাহা প্রথমে কিরূপে স্থির করিব?

যোগী। শাস্ত্রে আছে, তিনি নিরাকার, এবং তিনি সাকার। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছুই ছিল না। পরব্রহ্ম স্বীয় শক্তি দ্বারা এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্ট পদার্থ জড় ও চেতন ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই সকল পদার্থ এবং তৎ তৎ যোগে যত কিছু পদার্থ হইয়াছে, সমস্তই জড়। কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইহারা চেতন। সৃষ্টিকর্ত্তা এই উভয়বিধ পদার্থ হইতেই স্বতন্ত্র। তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু নিজে স্বতন্ত্র কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। এজন্য তিনি নিরাকার। নিরাকার বলিতে শূন্য নহে। তিনি সচ্চিদানন্দ! তাঁহার রূপ আছে। সে রূপ নিত্যরূপ। সে রূপ সচ্চিদানন্দময়। জ্ঞানচক্ষু—ভক্তিচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে, পরমেশ্বরের নিত্যরূপ দর্শন করা যায়। যতদিন তাঁহার নিত্যরূপ দর্শন না হয়, ততদিন তাঁহাকে

সাকার নিরাকার বলিয়া যাহা প্রকাশ করিবে, তাহা তোমার কল্পনা, অথবা শোনা কথা। চিরকাল ভক্ত সাধকগণ ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া অপার ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সেই রূপ-মাধুরী যে একবার দেখিয়াছে, সে আর তাহা ভুলিতে পারে না। বাগানের কর্ত্তা বাগানে আসিলে, বাগানের মালী যেমন দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হয়, সেইরূপ দীনবন্ধু প্রভু হৃদয়-উদ্যানে উপস্থিত হইলে, অহঙ্কার-মালী দূরে গিয়া করযোড়ে অবস্থিতি করে। "প্রভো! আমি দাস", মালীর মুখে কেবল এই কথা। প্রভুর আগমনে মালী বন্দনা করিলে শরীরের রোমগুলি ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া প্রভুর স্তব করে, নয়ন তাঁর চরণ ধৌত করে।

আশাবতী। প্রভো! দাসীর প্রতি অনেক কৃপা করিলেন, ধর্ম্মের এ সকল গূঢ় তত্ত্ব কে আমায় দয়া করিয়া উপদেশ করিবেন?

যোগী। মা! ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব তোমাকে আমি বলি নাই। যখন যোগিনী জননী কৃপা করিবেন, তখনই তাহা অবগত হইবে। আমি যাহা বলিলাম, তাহা বিবিধ গ্রন্থে লিখিত আছে। ধর্ম্মকথা নহে, মত নহে, ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ—তাহা সম্ভোগ করা যায়।

আশাবতী। আহা! কত দিনে আমার জীবন ধন্য হইবে।

যোগী। ঐ যে, দূরে পাহাড় দেখিতেছ, উহার নাম প্রেতগয়া। এখান হইতে ৩ ক্রোশ হইবে। ওখানে বিশেষ কিছু নাই। চল অদ্য আকাশ-গঙ্গা আশ্রমে গমন করি।

পরদিন প্রাতঃকালে যোগিবর ও আশাবতী স্নান পূজা করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় কয়েকটী রাখাল আসিয়া বলিল যে, উপরের পাহাড়ে একটী মহাত্মা বসিয়া আছেন। ইহা শ্রবণমাত্র আশাবতী কিছু সেবার বস্তু লইয়া সেই মহাত্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাত্মার দিব্য কান্তি, দিব্য লাবণ্য; এক প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। তদ্দর্শনে আশাবতী মুগ্ধা হইলেন; জ্ঞানহারা হইয়া অজ্ঞাত-ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতা যেরূপ কন্যাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন, মহাত্মা আশাবতীকে সেইরূপে গ্রহণ করিলেন। আশাবতী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় সেই মহাপুরুষের প্রতি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিল। মহাত্মা শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক আশাবতীকে দীক্ষিতা করিলেন। আশাবতীর প্রাণে এক অপূর্ব্ব শক্তি প্রবেশ করিল। মহাপুরুষ আশাবতীকে সাধকপ্রণালী শিক্ষা দিলেন। আশাবতী এই অযাচিত দয়া লাভ করিয়া ভক্তিভাবে গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। আশাবতী প্রণাম করিয়া অজ্ঞান হইয়াছিলেন। উঠিয়া দেখিলেন, মহাপুরুষ প্রস্থান করিয়াছেন। অনেক অন্বেষণ করিলেন। কিছুতেই পাইলেন

মা, নীচে আসিয়া সমস্ত ঘটনা যোগিবরকে জানাইলেন। তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন, আশাবতী! যোগিনী জননী তোমাকে কৃপা করিয়াছেন। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার দর্শনের জন্য চিন্তা করিও না। যখন প্রয়োজন হইবে, তখন তাঁহার দর্শন পাইবে। এই কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে কেহ আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, বারাবার পাহাড়ে এক মহাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। আশাবতীর নিতান্ত ইচ্ছা হইল যে, তিনি সেইখানে গমন করেন। কিছু প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না।

যোগী। মা আশাবতী! বারাবার পাহাড়ে যাইতে বড় ব্যাকুল হইয়াছ, চল তোমাকে সঙ্গে লইয়া আমিও মহাপুরুষ দর্শন করিয়া আসি।

আশাবতী যোগিবরকে প্রণাম করিয়া মহাপুরুষ দর্শনের জন্য প্রস্থান করিলেন।

যোগী। মা! এই বারাবার পাহাড়। ঐ যে মন্দির, ওখানে এক জন ভৈরব থাকেন। চল তাঁহার নিকট গেলে, সকল সংবাদ প্রাপ্ত হইব। মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, ভৈরব সর্ব্ব শরীরে কালী মাখিয়া মুখে সিন্দুর দিয়া ভয়ানক রূপ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। যোগীও আশাবতীকে দেখিবামাত্র প্রস্তর ছুড়িতে লাগিলেন। যোগীরা ভীত না হইয়া ভৈরবের স্তব করিতে করিতে তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন। বলিলেন প্রভো! আমাদিগকে দয়া করুন, আমাদিগকে মহাপুরুষ দর্শন করান। স্তব স্তুতিতে ভৈরবের দয়া হইল।

ভৈরব। তোরা কিছু প্রসাদ পাবি? তোদের ক্ষুধা হয়েছে; কিছু প্রসাদ গ্রহণ কর্।

যোগী। আপনি কৃপা করিয়া যাহা দিবেন, তাহাই প্রসাদ। দয়া করিয়া প্রসাদ দিন।

ভৈরবী প্রসাদ আনিয়া দিলেন।

যোগী। (কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ ভাবে) আজ্ঞা আমরা মৎস্য মাংস ভোজন করি না। বিশেষতঃ নরমাংস!!!

ভৈরব। তবে তোরা অঘোরের আশ্রয়ে এসেছিস্ কেন?

যোগী। প্রভো! দয়া করুন। আমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন না। আমরা সন্তান। পিতা পরীক্ষা করিলে, কি সন্তান রক্ষা পায়?

ভৈরব। চল্ তোরা চল্। মহাপুরুষ, মহাপুরুষ; কত মহাপুরুষ দেখ্‌বি চল্। উভয়কে সঙ্গে লইয়া এক সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া এক প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। সে গৃহের চারি কোণে চারি জন মহাত্মা সমাধি লইয়া বসিয়া আছেন।

দিবা অবসান সময়ে তাঁহাদের সমাধি ভাঙ্গিল। তাঁহারা স্নানাদি কার্য্য সমাপন করিয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভৈরব। ইহাঁরা আপনাদিগকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

মহাপুরুষ। সেবা হইয়াছে?

ভৈরব। মহাপ্রসাদ দিয়াছিলাম, উঁহারা নরমাংস বলিয়া ত্যাগ করিলেন। যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল সেবা করেছেন।

মহাপুরুষ। একি অন্যায়। তোমার ধর্ম্মে নরমাংস ভোজন করে, পীড়ায় কি সকলেই তাহা করিবে। ইহাতে অতিথির অপমান করা হয়।

যোগী। আজ্ঞা, ওরূপ বস্তু ভোজন করা কি ধর্ম্মের অঙ্গ?

মহা। না মহারাজ! ধর্ম্ম এক, গম্য পথও এক, লোকের রুচি অনুসারে নানা মত, নানা পথ। যে, যে পথে গমন করে, সেই পথের অনুরূপ তাহার আহার ব্যবহার। কোন পথে অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি বিবিধ উপাদেয় খাদ্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন পথে মাংস ভিন্ন আর কিছুই মিলে না। গম্য স্থানে উপনীত হইলে আর ভেদ-জ্ঞান থাকে না। দেখ আমরা এই চারি জন পূর্ব্বে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে চলিতাম। একজন রামাত, একজন নানকপন্থি, একজন কপালী, আর আমি অঘোরী। পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে মিল ছিল না। বরং ঘোর বিরোধ ছিল। পথে চলিতে চলিতে যখন আমরা গম্য স্থানে অর্থাৎ সত্য গৃহে উপস্থিত হইলাম, তখন আমরা চারি জনই দেখি যে, আমরা এক স্থানে আসিয়াছি। আমাদের সমস্ত ভিন্নতা চলিয়া গিয়াছে। আমরা একগৃহে এক ভাবে এক বস্তু দেখিতেছি, একরূপ আস্বাদন করিতেছি। ভেদজ্ঞানে হৃদয়ের যে ক্লেশ ভোগ করিতাম; এখন সে ক্লেশ নাই। যত দিন গম্যস্থানে উপনীত না হওয়া যায়, ততদিনই মতভেদ, দলাদলি, সম্প্রদায়। সুতরাং মতভেদের সঙ্গেই আহার বিহার সমস্ত বিষয়েরই ভিন্নতা থাকে।

যোগী। আপনার উপদেশে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হইলাম। এখন অনুমতি করুন আমরা প্রস্থান করি।

যোগিবর আশাবতীকে সঙ্গে লইয়া আকাশগঙ্গা আশ্রমে আগমন করিলেন।

আকাশগঙ্গার পূজনীয় বাবাজী আশাবতীকে বলিলেন, মা! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। এখন একবার তীর্থ ভ্রমণ কর।

আশাবতী। মহারাজ! গুরুদেব আমাকে কৃপা করিয়াছেন, কিন্তু এই অমূল্য রত্ন কি রূপে রক্ষা করিতে হয়, কিছুই জানি না।

বাবাজী। তজ্জন্যই তীর্থ ভ্রমণ করিতে বলিতেছি, এখন তোমাকে স্পর্শমণি স্পর্শ করিয়াছে। যেখানে যাইবে, সেই খানেই মহাপুরুষগণ তোমাকে স্নেহভরে আদর করিয়া গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের নিকট সমস্ত সাধনতত্ত্ব অবগত হইবে। এখন আপনা হইতেই পথ পরিষ্কার হইবে।

আশাবতী। তীর্থভ্রমণে অর্থের প্রয়োজন, সঙ্গীর প্রয়োজন, তাহা কোথায় পাবে?

যোগী। মা! আশাবতী! এখনও কি আমাকে বিশ্বাস করিতে পার না। তোমার সমস্ত ভার আমি লইয়াছি। ভগবান ভরসা, তিনি তোমার আশা ফলবতী করিবেন।

নূতন সংবাদ।

১। ব্রহ্মরাজ থিবের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধের উদ্যোগ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে দুই বারের ব্রহ্মযুদ্ধে ইংরাজের ব্রহ্মরাজ্যের প্রায় অর্দ্ধেক হস্তগত করিয়াছেন, এবার বোধ হয় সর্ব্বগ্রাস হইবে। যুদ্ধের কারণ শুনা যায়, কতকগুলি ইংরাজ বণিক রাজস্ব না দিয়া ব্রহ্মদেশ হইতে অনেক টাকার কাঠ কাটিয়া লইয়া যান, তাহাতে ব্রহ্মরাজ তাহাদিগের জরিমানা করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়াতে, ব্রহ্মরাজ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তাহাদিগের মধ্যস্থতা গ্রাহ্য করেন নাই। ইংরাজ-কোপের ফল এই বার বুঝিবেন।

২। আমরা শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম অমৃতসর আর্য্যসমাজের সাংবৎসরিক অধিবেশনে এক জন হিন্দু মহিলা সমাজ সংস্কার বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিয়াছেন। কার্য্যক্ষেত্র খুলিয়া দিলেই স্ত্রীলোকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩। সঞ্জীবনী পুরাতন জরী নূতন করিবার এক সঙ্কেত লিখিয়াছেনঃ—প্রথমে জরীর উপর ঈষৎ উষ্ণ ইস্ত্রী করিয়া ভাঁজ করিবে, পরে তাহা পরিষ্কার কাপড়ের একটী থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া ২৪ ঘণ্টা বাদামের তৈলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিবে। একটী পাত্রে সাবান গোলা তপ্ত জলে থলিয়াটী ১৫ মিনিট সিদ্ধ করিয়া জরী তুলিয়া লইয়া শীতল জলে ধুইবে, তাহা বাতাসে শুকাইলেই ঠিক্ নূতন জরী হইবে।

৪। ভাদ্র মাসে যে ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে, ময়মনসিংহের কোন কোন স্থানে আজিও তাহার বিরাম হয় নাই।

৫। উড়িষ্যার বন্যাপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্ট ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, বঙ্গদেশেও সাহায্যের চেষ্টা হইতেছে। দুঃখের বিষয়, সুব্যবস্থার অভাবে বিপন্ন লোকে সময়ে সাহায্য পাইতেছে না।

৬। মেক্সিকো উপসাগরে এক মৎস্য ধৃত হইয়াছে, তাহা দীর্ঘে ১৪ ফিট ও প্রস্থে ১৬ ফিট, তাহার মুখ ৪ ফিট, তাহার দুই দিকে শৃঙ্গাকৃতি দুইটী শুঁড় আছে, তাহা দ্বারা আহার শিকার করে।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা ।

১। বরদান—শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস বিরচিত, মূল্য /১০ আনা। আসামে কুলীরমণীর প্রতি সাহেব অত্যাচার উপলক্ষ করিয়াই বোধ হয় ইহা লিখিত হইয়াছে। ইহা দৃশ্যাভিনয় যোগ্য, লেখকের লিপিনৈপুণ্য প্রশংসনীয়।

২। সতী বিলাপ—শ্রীমাধবচন্দ্র মিত্র বিদ্যারত্ন প্রণীত, মূল্য ৷৵০ আনা। কবিতাগুলি অনেক স্থলেই হৃদয়স্পর্শী ও ধর্ম্মভাবোদ্দীপক।

৩। কবিতা পাঠ—শ্রীমহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত, মূল্য ।/০ আনা। বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ সুললিত কবিতা ছন্দে রচিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে লেখকের কবিত্বশক্তিরও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ গ্রন্থবিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার যোগ্য।

বামাগণের রচনা ।

আবার ! আবার ।

১

বিগত রে কতদিন, তথাপি সে সব,
মনে পড়ে প্রাণ ভরা বাল্যের বৈভব।
সেই সে সুমিষ্ট কথা,
সুপবিত্র সরলতা,
ভালবাসা-মাখা মুখ, আজি-রে কোথায় ?
কোথা সেই বাল্য সাথী জীবনের প্রায় ?

২

কোথা সেই দিন, যবে—সকলে মিলিয়া,
ছুটিতাম বাড়ী পানে, কে যাবে বলিয়া ?
'কে আগে এগুতে পারে,
কে বেশী ছুটিতে পারে,'
সেই মধু মাখা কথা, আজি অপ্রকাশ,
সুখের সে দিন নাই বিষাদ নিরাশ !

৩

যবে সেই বিদ্যালয়ে অপূর্ব্ব মিলন,
যবে রে হেরিনু তারে, প্রিয় দরশন,
সে সব এখনো যে-রে,
"হৃদয়ের স্তরে স্তরে,"
আছে আঁকা, মুছিবে না, ভুলিব না আর,
সেই প্রিয় মুখ খানি জীবনে আমার,

৪

বিনোদ ! কি আছে মনে বাল্য সঙ্গিনীরে ?
সে দিন কি কভু তব উদে লো অন্তরে ?
আর কি এ অভাগীরে,
ভুলিয়াও মনে পড়ে,
অতীত সে সুখ যদি বিস্মৃতির নীরে,
দিয়েছ কি বিসর্জ্জন জনমের তরে ?

৫

ভুলেছ কি সেই দিন, যবে লো হাসিয়া,
রাগাইতে 'বসন্তেরে' হাত তালি দিয়া ?
সেই যে সে ভালবাসা,
সঙ্গে সঙ্গে কাঁদা হাসা,

সেই যে সহানুভূতি, বদনে প্রকাশ,
অব্যক্ত মনের ভাব, সুন্দর সহাস।

৬

এখনো চমকে বুক বিনোদ বলিলে,
ভাসিয়ে শৈশব মাখা সুখের সলিলে,
আজো সেই বাড়ীটিরে,
সেই সরসীর তীরে,
চাহিলে ভাঙ্গিয়া যায় হৃদয় আমার,
নিরাশা কি ভয়ানক কেবলি আঁধার।

৭

দেখি নাই কত দিন ব্যতীত স্বপনে,
সেই চাঁদমুখ খানি, প্রীতির নয়নে,
সেই যে বৈকালে সখি,
সর্ব্বাঙ্গে পিটুলি মাখি,
দিতেছিলে আলিপানা সেঁজুতি পূজায়,
মনে পড়ে সেই দিন, আবার! আবার।

৮

বিনোদ! কি আছে মনে সাধের কাল্না,
দেখিতে শৈশব সাথী আছে কি বাসনা?
মনে আছে সেই হাঁসি?
সেই ভাল বাসা বাসি,
সেই গলা ধরা ধরি, গলি পথ দিয়ে,—
যেতেম, ফুটিত কাঁটা, কে দেখিত চেয়ে?

৯

সেই থাকিতাম পথে, অপেক্ষা করিয়া
রৌদ্র বৃষ্টি হেরে যেত বল প্রকাশিয়া,
সেই সু চেহারা খানি,
সেই যে অমিয় বাণী,
ভুলিনি আজিও তাহা, গাঁথা এ অন্তরে,
পাষাণে পড়েছে দাগ বিনোদ অক্ষরে।

১০

আজিও স্মরিলে তোমা, কি যে সে যাতনা,
ভাষাতে মুখেতে ব'লে বুঝাতে পারিনা,
বিনোদ বলিলে সখি,
কেবলি তোমারে দেখি,
শ্রবণে দর্শন অহো, মধুরতা ময়,
হৃদয়ের মূর্ত্তি খানি নয়নে উদয়।

১১

পত্রিকা কাগজে দেখি (বিনোদিনী) নাম,
সেই পূরবের সুখ, সেই সে আরাম।
সেই বাল্য লীলা চয়,
একে একে মনে হয়,
বাল্যের বিনোদ বলি; সহস্র রকমে,
বিঁধে সেই পূর্ব্ব ছবি মরমে মরমে।

১২

কোথা চিন্তা ভয় হীন শৈশব জীবন?
কোথায় সাধের খেলী—বিনোদ এখন?
কোথা মুখ নিরমল,
হৃদি পদ্ম শত দল—
ফুটিত রে একেবারে যে মুখ দেখিয়া,
কোথায় বগলা আজ বিষাদে মথিয়া?

শ্রীহরিমতি দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৫১ সংখ্যা } অগ্রহায়ণ ১২৯২—ডিসেম্বর ১৮৮৫। { ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আশ্চর্য্য বিলাতি বিচার— যে পেলমেল গেজেটের সম্পাদকের অটল উদ্যম, অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও প্রভূত ক্লেশ স্বীকার হেতু ইংলণ্ডের বালিকাগণের রক্ষার জন্য একটী নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তিনিই এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ৩ মাস কারাবাস দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কার্য্যের ইতিবৃত্ত একটী অদ্ভুত উপন্যাস। সম্পাদক আইনটী বিধিবদ্ধ করাইবার জন্য অনেক প্রকারে চেষ্টা পান, কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইয়া অবশেষে এক কৌশল খেলেন—এলিজেবেথ আরমষ্ট্রং নামক একটী ১৩ বৎসরের বালিকাকে কিছু টাকা দিয়া তাহার মাতার নিকট হইতে ভাড়া করিয়া লইয়া মুক্তি ফৌজের সাহায্যে ফ্রান্সদেশে চালান করেন, পরে সেই বৃত্তান্ত নিজে লিখিয়া নিজে ধরা পড়েন। তিনি অতি তেজস্বিতার সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহার কোন কোন কার্য্য আমরা অনুমোদন করিতে না পারিলেও তাঁহার সদভিপ্রায় ও আশ্চর্য্য সাহসিকতাকে ধন্যবাদ দি। তাঁহার চেষ্টায় যে সুফল ফলিয়াছে, তজ্জন্য সমুদায় ইংলণ্ডের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

হিন্দুবিবাহের বিভ্রাট—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর একটী বালিকা স্বামীর ঘর করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে তাহার স্বামী জজ আদালতে নালিস করেন।

জজ বাহাদুর বালিকার পক্ষ সমর্থন করিয়া এই মর্ম্মে রায় দিয়াছেন "কন্যার অসম্মতিতে যে বিবাহ হইয়াছে এবং যে বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইয়া স্বামীর ঘর করিতে কন্যা অসম্মত, তিনি বিধি অনুসারে তাহাতে তাহাকে বাধ্য করিতে পারেন না।" সামাজিক বিষয়ে বিদেশীয় রাজার হস্তক্ষেপ নিতান্ত অপ্রার্থনীয়, কিন্তু দেশবাসিগণ সমাজ সম্বন্ধে দেশকালোচিত উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিলে রাজবিধির কশাঘাত কাজে কাজেই সহ্য করিতে হইবে।

ব্রহ্মযুদ্ধ—ভারতগবর্ণমেণ্টের পত্রের প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মরাজ থিব লিখিয়াছেন, তিনি অন্যান্য ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ না করিয়া শেষ উত্তর দিতে পারিতেছেন না. তজ্জন্য ৩ মাস সময় চাই। উভয় পক্ষেই যুদ্ধের রীতিমত উদ্যোগ হইতেছে।

সন্তান ভাগ্য—ইংলণ্ডে কোন ব্যক্তির এককালে যমজ ৩ সন্তান হইলে মহারাণীর দাতব্য কণ্ড হইতে ১০।১২ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। মার্ক হপকিনসন নামক এক গরিব গাড়োয়ানের এককালে ৪টী পুত্র সন্তান হইয়াছে। এ ব্যক্তির অধিক পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা।

রচনার পারিতোষিক—বাবু ব্রজমোহন দত্তের প্রদত্ত পারিতোষিক রচনায় ৪টী বঙ্গবাসিনী প্রতিযোগিনী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ফরিদপুর জেলার স্বর্ণনাভি গুপ্তের প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তিনি ৪০ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

অভাব উন্নতির প্রসূতি—চিলির সহিত পেরুর যুদ্ধ সময়ে তত্রত্য সমর্থ পুরুষমাত্রকেই সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইতে হয়, সুতরাং ট্রামগাড়ী চালাইবার লোকাভাব হয়। এই সময়ে চিলির যুবতীরা এই কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া তাহা এরূপ সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন যে যুদ্ধের অবসান হইলেও তাঁহাদিগকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত রাখা হইয়াছে। ইহাঁরা সচরাচর ২০।২২ বৎসরের বালিকা।

দয়াশীল ইংরাজ—সারণপুরের মাজিষ্ট্রেট হারিংটন সাহেব হরিদ্বারের গঙ্গাস্নানের মেলায় উপস্থিত ছিলেন, একটী দেশীয় স্ত্রীলোককে গঙ্গার খালে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে ভারতবাসীর বক্তৃতা—পাডিংটন নগরে বাঙ্গালার প্রতিনিধি বাবু মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ, মান্দ্রাজের প্রতিনিধি রামস্বামী মুদেলিয়ার এবং বোম্বাইয়ের প্রতিনিধি চন্দ্র বরকর ওজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা ইংলণ্ডবাসীদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। পার্লেমেণ্টে নূতন সভ্য মনোনীত হইবে, এ সময় ভারতহিতৈষিগণ সভ্য হইতে পারেন, ইহাই তাঁহাদিগের প্রধান চেষ্টা।

কারোসিন তৈলের খনি—কাস্পীয় হ্রদের নিকট বাকু নামক স্থানে

অপরিমেয় তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তথা হইতে কৃষ্ণসাগরের তীরে ৫৩০ মাইল নীচে হেলানে সুড়ঙ্গ করিয়া তৈল স্রোত প্রবাহিত করা হইবে এবং পরে তাহা জাহাজযোগে নানাস্থানে প্রেরিত হইবে এইরূপ কল্পনা হইতেছে।

হিন্দুরমণীর পারিবারিক জীবন।

"অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ"॥—(মহাভারত)

যদি কেহ এদেশের সম্ভ্রান্তা হিন্দুরমণীর পারিবারিক জীবনের একখানি সম্পূর্ণ চিত্র আঁকিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা পাঠকপাঠিকাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারি যে, নিজের জীবনকে ভুলিয়া—আপনার স্বার্থকে ভুলিয়া—গার্হস্থ্য সুখ স্বচ্ছন্দতাকে বিসর্জ্জন দিয়া—পরের সেবা, পরের শুশ্রূষা এবং পরের মঙ্গল সাধন করাই, পবিত্রা হিন্দু-রমণীর পবিত্র জীবনের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য এবং একমাত্র পরম সাধনা। এই জন্যই বোধ হয় ভারতে, ভারতে কেন সমগ্র জগতে, স্ত্রীজাতি লক্ষ্মীস্বরূপা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন। গ্রীশ, রোম, মিসর, ভারত প্রভৃতি সভ্য জনপদ-সমূহের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, জানিতে পারিবে, স্ত্রী-জাতি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর সম্মান, সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা এবং প্রীতির পাত্রী স্বরূপে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যবস্থাকর্ত্তা মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, "যে গৃহে রমণীর আদর নাই, সে গৃহে সাধুরা যেন ভ্রমেও পাদবিক্ষেপ না করেন।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "যে গৃহের অধিকর্ত্তা রমণীকে গৃহলক্ষ্মী বলিয়া সম্মাননা করিতে স্বীকৃত নহেন, সে গৃহে পুত্র বা কন্যার বিবাহ দেওয়া কিম্বা সে গৃহে ভোজনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করা দেবতাদিগের অনভিপ্রেত; বিপ্র ও ক্ষত্রিয়েরা এই উপদেশটি যেন সতত স্মরণ করিয়া রাখেন।" ফলতঃ, জগতের "আদ্যাশক্তি" স্বরূপা এবং সমগ্র সংসার ক্ষেত্রের সন্তোষ ও শান্তির উৎস-স্বরূপা স্ত্রীজাতির গুণাবলী পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসেই নিরপেক্ষভাবে বিবৃত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশাচারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারি। ভারতের ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—লক্ষ্মী; জ্ঞানভাণ্ডারের অধিনেত্রী—সরস্বতী; সন্তানাদির সুখ স্বচ্ছন্দতার কর্ত্রী—ষষ্ঠী; হিন্দু পরিবারের সর্ব্বপ্রধান ব্রতের অধীশ্বরী—সাবিত্রী; প্রাতঃশয্যার উপাসনার প্রধানা পাত্রী—অহল্যা প্রভৃতি

পঞ্চকন্যা; শাক্ত ও ভক্তের উপাসনার দেবী—শ্যামা, এবং বঙ্গের, ভারতের, প্রধান পূজার অধিকর্ত্রী—আশ্বিনের অম্বিকা। এখন বল দেখি, হিন্দু পরিবার রমণী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, রমণীর অসম্মাননা করিয়া, এক মূহূর্ত্তও কি তিষ্ঠিতে পারে? গৃহপ্রাঙ্গণস্থ আগন্তুক অতিথির সৎকার, দুগ্ধপোষ্য শিশুর জীবন রক্ষার ভার, গৃহধর্ম্মের ও গৃহের যাবদীয় কর্ম্মের স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন এবং পরিবার-ভুক্ত সমগ্র জনগণের শান্তি সংরক্ষণ করিতে, স্ত্রীলোক ভিন্ন আর আমাদের কে আছে? এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই বলিতে হয়, অপরের মঙ্গল সাধনই হিন্দুরমণীর পবিত্র জীবনের চরমোদ্দেশ্য।

বিধবা হিন্দুরমণীর জীবন আরও সম্পূর্ণ, আরও পবিত্র এবং আরও মধুর। আমরা এক জন চৈতন্য, এক জন ম্যাট্‌শিনি, একজন মাত্র প্রতাপসিংহ অথবা একজন হাওয়ার্ডের স্বার্থত্যাগ এবং পরোপকারের কথা পাঠ করিয়া বিমোহিত হইয়া পড়ি, কিন্তু হিন্দু পরিবারের প্রতিগৃহে পবিত্রচেতা বিধবা-কুলের মধ্যে কত সহস্র সহস্র নারী-চৈতন্য বা নারী-হাওয়ার্ড বাস করিতেছেন, এবং ইতিহাস বা সংবাদপত্রের দুন্দুভিনাদকে তুচ্ছ করিয়া, গোপনে গোপনে প্রতিমুহূর্ত্তে জগতের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিতেছেন, তাহা কি কেহ কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? একটি বালবিধবা রমণী, অষ্টাদশ বা ষোড়শ বর্ষ বয়সে প্রবৃত্তি-মার্গকে অবরুদ্ধ করিয়া, জগতের সমগ্র সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সামান্য অশন—সামান্য বসন—সামান্য শয্যায় জীবন রক্ষা করিয়া, পবিত্র মনে দিবানিশি হরিগুণ গান, অতিথি সৎকার, মাতা পিতার সেবা, বালক বালিকার শুশ্রূষা, পীড়িতের অশান্তি অপনোদন, পরলোক-গত পতির চরণবন্দনা, গ্রামস্থ নরনারী-বৃন্দের দুঃখমোচন এবং স্বগৃহের সমস্ত কার্য্য সম্পাদনে সতত বিব্রতা থাকে, একথা স্মরণ করিলেও হিন্দুরমণীর পবিত্রতায় চিত্ত অবশ হইয়া যায় এবং মনে হয়, যদি কখন এই জগতে পুরুষ জাতি কর্ত্তৃক প্রকৃতরূপে নারী-পূজার পদ্ধতি প্রচলিত হয় তাহা হইলে সেই পূজা হিন্দু পরিবারের বিধবা রমণীই সর্ব্ব প্রথমে পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যাহাই হউক, হিন্দু বিধবার জীবন বড়ই প্রশংসনীয়। এই জন্যই আমেরিকার খ্যাতনামা পাদ্রী জেরেমি টেলর সাহেব তাঁহার "নারী পূজা" (Worship of Womanhood) নাম্নী পুস্তিকায় লিখিয়াছেন, "হিন্দুস্থানের 'সতী' নাম্নী আর্য্য-বিধবা রমণীর চরিত্র অভ্রান্তরূপে অনুকরণ করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য"।

কিন্তু আজিকালি, এই উনবিংশ শতাব্দীর দিব্য জ্ঞানালোকে, শিক্ষিতাখ্যা-ধারী এক সম্প্রদায় ভদ্র যুবা সংস্কার বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে আর প্রস্তুত

নহেন। তাঁহাদের মত এই যে, প্রকৃতি স্ত্রীজাতিকে যে উপাদানে গড়িয়াছেন, পুরুষকে সে উপাদানে গড়েন নাই; পুরুষের অধিকার অবলার অধিকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং শ্রেষ্ঠ। এই যুক্তিবলে তাঁহারা পুরুষের পদতলে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে চাহেন এবং স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কঠোর বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়া সমগ্ররমণী সমাজকে কুসংস্কার এবং অশিক্ষার অন্ধ-তিমিরে ডুবাইয়া রাখিতে চাহেন। স্ত্রীলোক যে পুরুষের ক্রীত দাসী এবং পুরুষের স্বার্থের জন্যই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস!

(ক্রমশঃ)

আবিয়ার।

কথিত আছে নবম খ্রীষ্টাব্দে মান্দ্রাজ প্রদেশে সাতজন চিরস্মরণীয় মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন। ইহঁাদিগের মধ্যে তিন জন পুরুষ, অবশিষ্ট চারি জন তৎ-প্রদেশস্থ চিরগৌরবান্বিতা বিদুষী স্ত্রীলোক। আবিয়ার এই অবলা কুল-তিলকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা। ভারতের চির কলঙ্ক বশতঃ—চিরস্মরণীয় সাধুদিগের জীবনী লিখিবার প্রথা না থাকাতে—আমরা ইহঁার জীবনবৃত্তান্ত বা তদুপযোগী উপাদানসমূহ প্রাপ্ত হই নাই, যাহা কিছু আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে তাহা অদ্য প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইতেছি। এরূপ কখনও আশা করা যায় না যে, আমাদিগের এই শোচনীয় অভাব কোন না কোন সময়ে পূর্ণ হইবে, কারণ, আবিয়ার অতি প্রাচীন কালের স্ত্রীলোক, পণ্ডিতেরা তাঁহার বিষয় যত দূর পারিয়াছেন প্রকাশ করিয়াছেন, আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার অধিক বোধহয় আর কিছু করিতে পারিবেন না। বলা বাহুল্য যে, যখন আমরা ভুবনবিখ্যাত খনা ও লীলাবতীর সম্যক্ জীবনবৃত্তান্ত অদ্যাবধি পাই নাই, তখন আমরা আবিয়ারের সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত কিরূপে পাইতে পারি? খনা ও লীলাবতী সম্বন্ধে যেমন অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে, তাঁহা-দিগের মান্দ্রাজী ভগিনী সম্বন্ধেও সেই-রূপ। এরূপ কিম্বদন্তী যাহা কিছু আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পাঠিকাগণের কৌতূহল বিনোদনার্থ তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

কেহ কেহ বলেন আবিয়ার দেবতা বিশেষ; পাপাচরণ প্রযুক্ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া নশ্বর দেহ গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণা হন এবং কঠোর তপস্যা ও পাপের সম্যক প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যদবধি

না মুক্তি লাভ করিতে পারেন, তদবধি তিনি ধরাধামে অবস্থিতি করিতে দেবতা-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হন। অপর পক্ষে তাঁহার জন্মঘটিত আশ্চর্য্য প্রবাদ আছে। একদা বেদমলয় নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই ব্রাহ্মণের বাটীর সন্নিকটস্থ একখানি ক্ষুদ্র পল্লীতে কতকগুলি জাতিভ্রষ্ট বা নিম্ন জাতির লোক বাস করিত। বেদমলয় এক দিন রাত্রিকালে ইহাদিগের একটি বাটীতে একটি নক্ষত্র পড়িতে দেখিলেন ও গণনা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, একটী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল এবং তাঁহার পুত্র পুরুবল কালক্রমে ঐ নবপ্রসূতা কুমারীর পাণি গ্রহণ করিবে। বেদমলয় আত্মজের এই বিবাহ বিষয়টি সংগোপন করিয়া ব্রাহ্মণবর্গের নিকট পরদিন ঘোষণা করেন যে, গত রাত্রে যে বালিকাটি ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তৎকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণদিগের অশেষ অপকারের সম্ভাবনা। এই বিষম বার্ত্তা শুনিয়া ত্রস্ত ব্রাহ্মণ-কুল নবপ্রসূত শিশুকে ধ্বংস করিবার জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। হতভাগ্য শিশুর পিতা পাষাণহৃদয় পামর ব্রাহ্মণদিগের অভিপ্রেত কার্য্য করিতে সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন। সকলে একবাক্যে তাহার প্রাণ নাশ করিতে উদ্যত হইলে, অবশেষে শঠ বেদমলয়ের প্রস্তাবানুসারে তাহাকে একটি বাক্সতে বদ্ধ করিয়া পুণ্যসলিলা কাবেরীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ভাসাইবার পূর্ব্বে বেদমলয় তাহার শরীরে কোন প্রকার নিদর্শন আছে কি না, তাহা জানিতে স্বীয় পুত্র পুরুবলকে আদেশ করেন। পিতৃ-আজ্ঞায় কর্ত্তব্যানুরাগী পুরুবল তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, শিশুর উরুদেশে একটী আঁচিল আছে।

এই ঘটনায় অনতিবিলম্বে বেদ-মলয়ের মৃত্যু হয়। ইহার পর দুর্ভাগ্য বালিকার বিষয় আর কিছু শুনা গেল না; তাহার জীবনের দৃশ্যাভি-নয়ের পূর্ব্বেই যবনিকা-পতন হইল। কিন্তু জীবন-অভিনেতা অপার করুণাময় পরমেশ্বর ভুবনসম্মুখে বালিকার অদ্ভুত জীবনের আর একটী অভিনয় দেখাইবার জন্য যেন ক্ষণকালের নিমিত্ত বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। একদিন হঠাৎ একজন ব্রাহ্মণ স্রোতস্বতীতে একটী বাক্স ভাসিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া তাহা ধরিয়া দেখেন যে, তাহাতে অনির্ব্বচনীয় রূপলাবণ্যসম্পন্না এক বালিকা শয়ানা আছেন। ব্রাহ্মণ দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, ও তাহাকে আপনার বাটীতে আনয়ন করিলেন। ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান, সুতরাং বলা বাহুল্য যে, তিনি কন্যাটিকে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে আরম্ভ করিলেন ও তাহাকে যথাসাধ্য শিক্ষাদানে তৎপর হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে পুরুবল নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া তাঁহার পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক দেশ ভ্রমণ করিতে

মনন করেন। বিধাতার কি অনির্ব্বচনীয় কার্য্যকৌশল! পুরুবল একদা ভ্রমণ করিতে করিতে যে ব্রাহ্মণ উল্লিখিত বালিকাকে লালন পালন করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি কন্যাটিকে সুশিক্ষিতা দেখিয়া ব্রাহ্মণের বাটীতে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করাতে সদাশয় ব্রাহ্মণ তাঁহার সেই অভিলাষ সিদ্ধ করেন। পুরুবল ও বালিকা উভয়ে একত্রে ভাই ভগিনীর মত ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করেন। কিছুদিনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগের সঞ্চার হইল। অবশেষে এই অনুরাগ পবিত্র বিবাহে পরিণত হইল। কিয়ৎ-কাল পরে তিনি তাঁহার স্ত্রীর উরুদেশে তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত নিদর্শন দর্শন করিয়া তাঁহাকে নীচকুলোদ্ভবা বোধে তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত জানিতে প্রবৃত্ত হন। স্ত্রীর বিষয় সমুদয় অবগত হইলে তিনি একদিন অজ্ঞাতসারে শ্বশুরালয় হইতে পলায়ন করেন। জামাতার এইরূপ পলায়ন-বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া, শ্বশুর যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহার কন্যারই কোন না কোন দোষে এইরূপ ঘটনা হইয়াছে ইহা মনে মনে স্থির করিয়া নিরপরাধিনী পোষ্যা কন্যাকে তিরস্কার করেন। পতিপ্রাণা ললনার পতিবিরহানল ইহাতে দ্বিগুণ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল;—

বিশেষতঃ তিনি বেশ জানিতেন যে, তিনি কখনও স্বামীর অপ্রিয় কার্য্য সাধন বা স্বামীর প্রতি অপ্রিয় বাক্য উচ্চারণ রূপ পাপে আপনাকে কলুষিত করেন নাই। পরিশেষে তাঁহার কর্ত্তব্যানুরাগী পিতার আদেশমতে সতী পতির অন্বেষণে বাহির হইলেন। সতীর সতীত্ব ধন্য! ইহাতে এমন এক স্বর্গীয় ভাব আছে, যাহা ঐহিক ভাবসমূহকে পাবন করিতে সমর্থ হয়। সতী পত্নীর তপস্যায় কঠিনহৃদয় যমরাজও পরাভব মানিয়াছিলেন। তবে কি আমাদিগের প্রবন্ধোল্লিখিতা আদর্শ রমণীর প্রযত্ন বিধাতা সফল করিবেন না? নিশ্চয়ই করিবেন। দেশ বিদেশ অন্বেষণ করিতে করিতে তিনি পতির উদ্দেশ প্রাপ্ত হইলেন। গললগ্নীকৃতবস্ত্রা হইয়া করপুটে স্বামীর নিকট নিবেদন করিলেন "স্বামিন্! দাসীকে ত্যাগ করিবেন না; যদ্যপি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, নিজগুণে তাহা মার্জ্জনা করিয়া শ্রীচরণে স্থান দান পূর্ব্বক আমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন"। পাঁচ দিন পর্য্যন্ত এই সানুনয় ও সবিনয় প্রার্থনা করিলেন, তথাপি নৃশংস ভর্ত্তার হৃদয়ে অণুমাত্রও দয়ার সঞ্চার হইল না। একদিন নিদ্রিতাবস্থায় তিনি পুনর্ব্বার স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। পরিত্যক্ত হইলেন বটে, কিন্তু পাছে তাঁহার পিতা এই ভাবেন যে, "সে স্বামীর প্রাণ নষ্ট করিয়াছে" এই

আশঙ্কায়, তাঁহার সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিলেন না।

সন্ন্যাসিনী বেশে স্বামীর উদ্দেশে পুনরায় তিনি দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন, অপর এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দয়া করিয়া তাঁহাকে আপনার গৃহে আনয়ন করিলেন। দুঃখিনী দ্বিজবরের নিকট আত্মবৃত্তান্ত সমস্ত বিবৃত করিলেন। তাঁহার মিষ্ট কথায় ও সুন্দর রীতি নীতি দর্শনে এই ব্রাহ্মণের কন্যাগণ বিমুগ্ধা হইয়া সহোদরা বলিয়া তাঁহাকে জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বিপুল বিত্তশালী, তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না। সুতরাং তিনি মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিলে তাঁহার আত্মজারাই তাঁহার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হন;—তাঁহার পালিতা দুহিতাও তাঁহার বিষয়ের কিয়দংশ পাইলেন। ইহাতে তিনিও অনেক ধনসম্পত্তি লাভ করেন। এই অর্থে অনেক দেবালয় নির্ম্মাণ ও নানা প্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্য কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করেন। কি তীর্থযাত্রী, কি ভিখারী, কি পথিক, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহই তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলে তিনি ষোড়শোপচারে তাঁহাদিগের সেবা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। সাধুকার্য্যে ও সদনুষ্ঠানে, মানসিক উন্নতি সাধনে ও সাধুদিগের উপদেশ গ্রহণে এবং তাঁহাদিগের জীবনের পরীক্ষিত সত্য সকল শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতেও তিনি কখনও ঔদাস্য প্রদর্শন করেন নাই।

এই প্রকারে কিছুকাল যায়, অতঃপর তিনি স্বামীরত্ন পুনরায় লাভ করিয়া তাঁহার সেবায় জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। তাঁহার ভর্ত্তা এখন সন্ন্যাসী। তিনি এখন তাঁহার আদরের পাত্রী। পূর্ব্ব রীতি অনুসারে একদিন যেমন তাঁহার স্বামী অপসরণ করিবার উদ্যম করিতেছেন, এমন সময় তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। এ পর্য্যন্ত ঐ সন্ন্যাসী যে তাঁহার স্বামী, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার অবস্থিতির জন্য অনুরোধকালে তিনি নিজে আত্ম-পরিচয় প্রদানে স্ত্রীকে সুখী করিলেন। এখন আর তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না, সঙ্গে লইলেন। সঙ্গে লইয়া দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান সন্ততি জন্মে, কথিত আছে, তাহারা পরে মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও পণ্ডিতা হইয়া উঠেন। ঈশ্বরের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়া বাতাতপে ফেলিয়া রাখিতে স্বামী স্ত্রীকে আদেশ করেন। মায়ের প্রাণ! তা কি কখনও বুঝে? কি করেন স্বামীর আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। পিতা মাতা সন্তানদিগের নিকট বিদায় গ্রহণেচ্ছু হইলে (কথিত আছে) তাহারাও সানন্দ চিত্তে

তাঁহাদিগকে বিদায় দান করিল। জীবনের চির-অভিলষিত তপস্যার নিমিত্ত পিতা মাতা এইরূপে বালক বালিকাগুলিকে ফেলিয়া বাহির হইলে কেহ বা কোন নৃপতি কর্ত্তৃক, কেহ বা কোন রজক কর্ত্তৃক, কেহ বা কোন কবি কর্ত্তৃক, কেহ বা কোন সাধু কর্ত্তৃক, কেহ বা কোন মাদকরস-বিক্রেতা (তাড়ি ওয়ালা) কর্ত্তৃক, কেহ বা কোন কাষ্ঠপাত্রনির্ম্মাতা কর্ত্তৃক, কেহ বা কোন হীনজাত শূদ্র কর্ত্তৃক পালিত হয়। কবি দ্বারা যিনি প্রপোষিতা ও সুশিক্ষিতা হন, তিনিই আমাদিগের আরাধ্যা চিরস্মরণীয়া আবিয়ার।

আবিয়ার নীতিজ্ঞতা ও কবিত্বের জন্য বিখ্যাত হন। রসায়ন ও চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী মধ্যে "অতিশুবি" অর্থাৎ নীতি বিজ্ঞান, "কনবিনিদান" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আর এক খানি নৈতিক বাক্যাবলী এই কয়খানি প্রধান। আমরা বারান্তরে ইঁহার উপদেশের সারাংশ পাঠিকাবৃন্দকে উপঢৌকন দিব।

চুম্বক লৌহ।

বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণের অনেকেই চুম্বক লৌহ দেখিয়া থাকিবেন। চুম্বক লৌহ দুই প্রকার যথা—কৃত্রিম ও অকৃত্রিম। অকৃত্রিম চুম্বক অন্যান্য ধাতুর মত আকরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্বর্ত্তী সুইডেন ও নরওয়ে প্রদেশে এই লৌহের অনেক খনি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অকৃত্রিম চুম্বককে বিভক্ত করিয়া লৌহ ও অম্লজান বাষ্প প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃত্রিম চুম্বকে অম্লজান বাষ্প কিছুমাত্রও থাকে না। কিরূপে কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুত হইয়া থাকে, প্রস্তাবের শেষার্দ্ধে আমরা তাহার বর্ণন করিব। অকৃত্রিম চুম্বক কিরূপে সৃষ্ট হইল, তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে চুম্বক শক্তির প্রভাবে খনিজ লৌহ চুম্বকরূপে পরিণত হইয়া থাকিবে।

চুম্বকের ধর্ম্ম—(১) কৃত্রিমই হউক আর অকৃত্রিমই হউক, চুম্বক লৌহ, ইস্পাত (লৌহকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া হঠাৎ শীতল করিলে ইস্পাত হয়), নিকেল ও কোবল্ট প্রভৃতি কতিপয় ধাতু আকর্ষণ করিয়া থাকে। চুম্বকের সর্ব্ব শরীরে এই শক্তির সমান প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় না, কোথাও অধিক, কোথাও বা অল্প। সচরাচর চুম্বকের দুই প্রান্ত ভাগেই এই আকর্ষণী শক্তির আধিক্য

দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ চুম্বকের এই দুই প্রান্তকে উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্র (North and South poles) নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া যতই মধ্যবর্ত্তী স্থলের (Neutral line) দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই আকর্ষণী শক্তির ন্যূনতা অনুভূত হইয়া থাকে। ঠিক মধ্যস্থলে কিঞ্চিন্মাত্রও আকর্ষণ থাকে না। কোন কোন চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্র ভিন্ন আরও কেন্দ্র স্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় আকর্ষণশক্তি প্রান্তভাগ অপেক্ষা কোন ক্রমেই ন্যূন নহে। চুম্বক এবং আকর্ষণোপযোগী পদার্থের মধ্যে যদি কাগজ কি অন্য কোন পদার্থও রাখিয়া দেওয়া যায়, তথাপি আকর্ষণী শক্তি কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হয় না।

(২) চুম্বকও চুম্বককে আকর্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু লৌহ প্রভৃতি ধাতুগুলি যেমন দুই কেন্দ্রেই আকৃষ্ট হয়, চুম্বক সেইরূপ ভাবে আকৃষ্ট হয় না। এক চুম্বকের উত্তর কেন্দ্র অপর চুম্বকের দক্ষিণ কেন্দ্রকে আকর্ষণ করে এবং এক দিকের কেন্দ্রদ্বয় পরস্পরকে দূরে তাড়াইয়া দেয়, অর্থাৎ এক চুম্বকের উত্তর কেন্দ্র অপরের উত্তর কেন্দ্রকে ও এক চুম্বকের দক্ষিণ কেন্দ্র অপরের দক্ষিণ কেন্দ্রকে দূরে তাড়াইয়া দেয়। লৌহ প্রভৃতি ধাতুগুলি কেন দুই কেন্দ্রেই সমভাবে আকৃষ্ট হয়, তাহার বিশেষ কোন কারণ আজিও প্রকাশিত হয় নাই। তবে কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে আকর্ষণোপযোগী ধাতু মাত্রেই দ্বিবিধ শক্তি মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। যখন চুম্বকের নিকট এই ধাতুর কোন এক খণ্ড ধরা যায়, তখন ঐ দুই শক্তি (Positive and negative magnetisms) ভাব এবং অভাব সূচক তাড়িত শক্তিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তাঁহাদের মতে এই কারণেই এক চুম্বকের শক্তি দ্বারা কতকগুলি অঙ্গুরীয়ক ঝুলাইয়া রাখা যায়। ক চুম্বকের

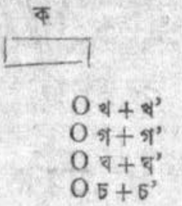

এক কেন্দ্র খ + খ' অঙ্গুরীয়কের খ শক্তিকে আকর্ষণ করিল। খ' স্বতন্ত্র হইয়া নিম্ন দিকে ঝুলিয়া পড়িল। আবার খ', গ + গ' অঙ্গুরীয়কের গকে আকর্ষণ করিল, গ' স্বতন্ত্র হইয়া নিম্নে ঝুলিয়া পড়িল, এইরূপেই অঙ্গুরীয়কগুলি পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া ক চুম্বকে ঝুলিয়া রহিয়াছে।

(৩) চুম্বক পাত হইতে চুম্বক সূচি নামক এক সরু শলাকা (Magnetic needle) তৈয়ার করিয়া লইয়া রেশম সূত্রে ঝুলাইলে, অথবা অন্য কোন শলাকার উপর অবাধে ঘুরিবার উপযুক্ত করিয়া রাখিয়া দিলে উহা উত্তর দক্ষিণ মুখে থাকিবে, অনেকে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। চুম্বকশলাকা

সর্ব্ব স্থলে এক মুখে থাকে না। এমন কি সর্ব্বসময়েও ইহাকে এক ভাবে থাকিতে দেখা যায় না। ইহা অনবরত ঘুরিয়া বেড়ায়। আমাদের পৃথিবীর যেমন আহ্নিক ও বার্ষিক গতি আছে, ইহারও সেইরূপ দুইটী গতি দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক দেশেই ইহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে দিন দুইবার স্থান পরিবর্ত্তন করে অর্থাৎ ক নামক বিন্দু হইতে খ নামক বিন্দুতে যায়, আবার খ নামক বিন্দু হইতে ক নামক বিন্দুতে ফিরিয়া যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন এই গতি লক্ষিত হয় না। এতদ্ভিন্ন দেশ ভেদে ইহা কোথাও উত্তর দিক হইতে ২২° পশ্চিম দিকে সরিয়া আসিতেছে, কোথাও বা পূর্ব্ব দিকে সরিয়া যায়। যাঁহারা কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন কম্পাসের কাঁটার মুখ পরিবর্ত্ত দেখিয়া তাঁহার নাবিকগণ কত ভীত হইয়াছিল। তখন ইহার কারণ কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। কলম্বসের সময় চুম্বকশলাকা ইংলণ্ডে পূর্ব্বদিক্‌গামিনী ছিল, এখন পশ্চিমদিকগামিনী হইয়াছে। কেবল ইহাও নহে, শলাকাকে নিম্ন দিকে মুখাবনত করিবার সুবিধা করিয়া দাও, দেখিবে স্থান ও সময়ভেদে ইহা নিম্নমুখ হইতেছে, কোথাও একেবারে লম্বভাবে দণ্ডায়মান হয়। ইহা ভিন্ন অরোরা নামক আলোক পতাকা আকাশে উদিত হইলে চুম্বক শলাকা অপরিমিতরূপে কম্পিত হইতে থাকে। চুম্বকের এই সমস্ত কাণ্ড কারখানা প্রত্যক্ষ করিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বিশেষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে সূর্য্যমণ্ডলের সহিত এই চুম্বকীয় আলোড়নের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে। চুম্বকশলাকা প্রায়ই ১১ বৎসরে কম্প পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সূর্য্যমণ্ডলস্থ চিহ্নগুলিও (Solar spots) ১১ বৎসরে অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয়। অরোরার উদয় সূর্য্যমণ্ডলীয় কোন পরিবর্ত্তনের ফল মাত্র। এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াই প্রক্টার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উল্লিখিত রূপ অনুমান করিতেছেন।

(৪) কৃত্রিম হউক আর অকৃত্রিম হউক, চুম্বক অধিক দিন ধরে রাখিয়া দিলে তাহার শক্তি ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হয়। এইজন্য এক এক খণ্ড সংরক্ষক লৌহ (Keeper) তাহার প্রান্তভাগে সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়।

চুম্বকের ব্যবহার—যদিও চুম্বকশলাকা কোন নির্দ্দিষ্ট দিকেই চিরস্থায়ী রূপে মুখ ফিরাইয়া থাকে না, তথাপি ইহা এইরূপ ভাবে দিক পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে যে তদ্দ্বারা অনায়াসেই দিক নির্ণয় করা যাইতে পারে। এইজন্য নাবিকগণ অপার সমুদ্র মধ্যে কম্পাস বা দিগ্‌দর্শন নামক যন্ত্রদ্বারা দিক্ ঠিক করিয়া লয়। দিগ্‌দর্শনে একটী চুম্বকশলাকা থাকে, তাহা এইরূপ ভাবে

গতাগতি করে, যে নাবিকগণ অনায়াসে তাহা বুঝিয়া লইতে পারে। সুতরাং ইহা আন্দোলিত হইলেও বড় কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে না।

তাড়িতপ্রবাহযোগে ইস্পাতকে ক্ষণ-স্থায়ী চুম্বকরূপে পরিণত করা যাইতে পারে। এই সত্যটী প্রচারিত হওয়াতে আমাদের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। আমরা যে তাড়িত বার্ত্তাবহ ও শব্দবহ (Telephone) যন্ত্রের জন্য উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, ঐ ক্ষণস্থায়ী চুম্বকই তাহার আদি কারণ। বিশেষতঃ তাড়িতপ্রবাহযোগে ইস্পাতে এত অধিক পরিমাণে আকর্ষণী শক্তি প্রদত্ত হইতে পারে, যে বড় বড় ভারি বোঝা উহাদ্বারা স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে।

কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুত করিবার প্রণালী—প্রথমতঃ কোন লৌহদণ্ড ভূপৃষ্ঠে কথঞ্চিৎ হেলাইয়া রাখিলে তাহা চুম্বকরূপে পরিণত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ তাড়িতপ্রবাহযোগে ইস্পাত চুম্বক হইয়া যায়। তৃতীয়তঃ ইস্পাত চুম্বকে ঘর্ষণ করিলেও চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয়। ত্রিবিধ উপায়ে চুম্বক দ্বারা ইস্পাত ঘর্ষিত হইয়া থাকে। (১) কোন এক চুম্বক দ্বারা এক কঠিন ইস্পাত দণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘর্ষণ করিতে হয়, এইরূপ বার বার ঘর্ষণ করিলেই ইস্পাত চুম্বক হইয়া যায়। এইরূপে চুম্বক প্রস্তুত হইলে তাহাতে দুইয়ের অধিক কেন্দ্র হইতে পারে। (২) দুই চুম্বকের বিপরীত কেন্দ্র দ্বারা ইস্পাতের মধ্যভাগ হইতে বিপরীত দিকে ঘর্ষণ করিতে হয়। (৩) ইস্পাতের মধ্যভাগে দুই চুম্বকের বিপরীত কেন্দ্র রাখিয়া উহাদের মধ্যস্থলে এক কাষ্ঠ খণ্ড রাখিতে হয়। অবশেষে দুই চুম্বকই প্রথমতঃ এক প্রান্তের দিকে চালাইতে হয়। তৎপরে সেই প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে, এইরূপ বার বার করিয়া মধ্যস্থলে আসিয়া থাম কর্ত্তব্য। কিন্তু এইটী বিশেষ মনে রাখা কর্ত্তব্য যেন ইস্পাতের প্রত্যেক বাহুতে সমান সংখ্যক ঘর্ষণ হয়।

ঘণ্টারামের কথকতা।

দ্বিতীয় গল্প।

একটি মৃণ্ময় মূর্ত্তি।

ঘণ্টারাম ঠাকুর তাঁহার মুটেকে লইয়া একবার বর্দ্ধমান যাইতে যাইতে পথি-মধ্যে একটি মাটির মূর্ত্তি দেখিতে পাই-লেন। সুরসিক মুটে পূর্ব্ববৎ প্র

উপস্থিত করিয়া মোট নামাইল। প্রত্যুৎপন্নমতিমান ঠাকুর তখন নিম্নলিখিত রূপে গল্পের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন।

কোন গ্রামে এক ধনাঢ্য জমিদার সন্তান নূতন বাজার স্থাপন করিবার সময় ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "আমার বাজারে যে কোন বিক্রেতার দ্রব্য অবিক্রীত হইয়া পড়িয়া থাকিবে, আমি আমার নিজব্যয়ে তাহা খরিদ করিয়া লইব।" ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইলে পর, দলে দলে দোকানদার আসিয়া বাজার পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। এক দিন একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সন্ধ্যা কাল পর্য্যন্ত বসিয়া আছে, কিন্তু তাহার দ্রব্য কেহই খরিদ করে না। এই সংবাদ জমিদারের নিকট পৌঁছিল; তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন অবিক্রীত পণ্য দ্রব্যটি একটি মৃণ্ময় মূর্ত্তি, তাহার নাম—অলক্ষ্মী !! সকলেই জানেন, অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি ঘরে রাখিলে, লক্ষ্মী-শ্রী থাকে না, সুতরাং কেহই তাহা ক্রয় করে নাই। প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য, অমাত্যবর্গের নিষেধ সত্ত্বেও, জমিদার-সন্তানকে তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইতে হইল। বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কিছু অর্থ পাইল বটে, কিন্তু মূর্ত্তিটি ঘরে ফিরিয়া লইয়া যাইতে স্বীকৃতা হইল না; অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পরে জমিদারসন্তানের গৃহেই অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

জমিদারের বৃদ্ধা জননী সায়াকালে গৃহের দ্বারে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন, এমত সময়ে দেখিলেন, একটি শুক্লবসনা সুন্দরী গৃহ হইতে বিমর্ষবদনে বাহির হইয়া যাইতেছেন। প্রশ্নোত্তরে জানিলেন, তাঁহার নাম সরস্বতী। অল্পক্ষণ পরেই আর একটি রমণী আপনার বেশ-ভূষা ও উপকরণাদি লইয়া নিষ্ক্রান্তা হইলেন, তাঁহার নাম লক্ষ্মী। তদনন্তর রূপ, সুখ, সন্তোষ, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য নামক কয়েকটি যুবাও বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। নিষ্ক্রমণের সময়ে ইহাঁরা সকলেই বলিয়া গেলেন, "এই গৃহে আমরা পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছিলাম, কিন্তু হতভাগিনী অলক্ষ্মীর প্রাদুর্ভাব হওয়ায় আমরা এস্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ নহি; যেস্থলে লক্ষ্মী স্থানভ্রষ্টা হয়েন, সে স্থলে আমাদেরও স্থানাভাব হইয়া থাকে।" জমিদারের বৃদ্ধা মাতা অনেক হাতে পায়ে ধরিলেন, কিন্তু ইহাঁরা অনুরোধ রক্ষা করিলেন না; গৃহের বাহিরে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধা জননী আপনার ছেলেকে মাটির মূর্ত্তি কিনিবার দোষে অনেক গালি দিলেন এবং তাহার গৃহ লক্ষ্মীশূন্য হইয়াছে দেখিয়া কাঁদিতে বসিলেন।

পর দিবস সেই সময়ে বৃদ্ধা দেখিলেন, একটি সুন্দর, বলবান ও বীর সাজে সজ্জিত যুবা ক্রোড়মধ্যে আপনার ভগিনীকে লইয়া সজোরে এবং সত্বর-পদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে-

চেন। জমিদারের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—বাছা! তুমি কে? যুবা বলিলেন—আমার নাম সাহস এবং ক্রোড়স্থিতা ভগীর নাম সহিষ্ণুতা। বৃদ্ধা সেই পুরুষের পদতলে পতিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাছা! সকলে যাউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমরা থাক।" বৃদ্ধার অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া, সাহস এবং সহিষ্ণুতা পুনরায় স্বস্থানে প্রবেশ করিল এবং বলিল "তোমার পুত্র প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে পুনরায় তোমার আশ্রয় অবলম্বন করিলাম।" কিন্তু বিদ্যা, ধন, সুখ, সন্তোষ, রূপ, গাম্ভীর্য্য ইহারা সাহস ও সহিষ্ণুতার অভাবে অন্যত্র থাকিতে পারিল না, সত্বরেই আসিয়া আবার সেই জমিদারের গৃহকে ধন ধান্যে পূর্ণ করিয়া দিল। জমিদার যেমন ছিল, আবার তেমনই হইল। জমিদারের বৃদ্ধা জননী পরলোক গমন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বগ্রামের মাঠে সাহসের একটি মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। ঘণ্টারাম ঠাকুর বলিলেন, এই সেই মূর্ত্তি!! মুটে মোট তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া গেল।

পাঠক পাঠিকারা এই ক্ষুদ্র উপাখ্যানটি পাঠ করিয়া একটি সুন্দর ভাব গ্রহণ করিতে পারেন। সাহসী ও সহিষ্ণু নরনারী কিরূপ উপাদানে গঠিত এবং পরিণামে তাঁহারা কিরূপ সুখভোগ করিতে পারেন, তাহা অনেকেরই জানা আছে। বাস্তবিক সাহস এবং সহিষ্ণুতা মনুষ্যমাত্রেরই অদ্বিতীয় ভূষণ স্বরূপ।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

পুরাণের (ভাগবত) কাল।

৯।—দেবহূতি।

বেদের স্ত্রীগণ যে শ্রেণীর, উপনিষদের স্ত্রীগণ সে শ্রেণীর নহেন। বৈদিক সময়ের নারীরা বেদবাক্য রচনা করিয়াছেন। উপনিষৎ কালের কামিনীকুল যে যে বিষয় প্রণয়ন করেন, তাহা বেদবাক্য-তুল্য প্রমাণ্য বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের লিপি আমরা পাই নাই; অন্যান্য লোকে তাঁহাদের বচন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁরা বৈদিক কালের কামিনীগণ হইতে কোন অংশে হীন ছিলেন বলা যায় না। পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতির সময়ের রমণীরা আবার সাধারণতঃ ভিন্ন প্রকারের। উত্তরোত্তর এবিষয়ের অনুশীলন দ্বারা তাহা সম্যক্ প্রতীতি হইবে।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী

ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশের রাজা স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে ও শতরূপা রাজ্ঞীর গর্ভে দেবহূতি জন্মগ্রহণ করেন। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ* নামক দুই প্রসিদ্ধ রাজা দেবহূতির ভ্রাতা ছিলেন। তিনি দেবর্ষি নারদ-মুখে কর্দ্দম মুনির স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহারাদি বিদিত হইয়া অবধি মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করেন এবং নিজ পিতা মাতা সমভিব্যাহারে ঋষিবরের আশ্রমে গিয়া উপনীত হন। এদিকে ঠিক সেই সময়েই আবার কর্দ্দম, ব্রহ্মচর্য্য-সমাপনান্তে গৃহস্থ-শ্রমে প্রবেশ করিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন। সুতরাং দেবহূতির ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে। তিনি যেমনই রূপবতী, তদনুরূপ বা তদধিক গুণবতী নারী। এটীও তাঁহার বিবাহ কার্য্যের অনুকূল হইল। উভয়ে যথা-নিয়মে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। পরিণয়ের পর হইতেই, তিনি ভর্ত্তার অভিমতানুযায়ী ক্রিয়ায় নিরত রহিলেন। ব্রতোপবাসের কঠোর নিয়ম পরিপালনে ও উৎকট পরিশ্রমে তাঁহার তনু অনুদিন বিবর্ণ ও ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। তখন ঋষিপ্রবর তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সদয় ব্যবহারে তাঁহার সন্তোষ সাধন করিলেন। অতঃপর ক্রমে ক্রমে তাঁহার ৯ নয়টী কন্যা জন্মিল। তদনন্তর তদীয় স্বামী পুনরায় বনপ্রস্থানোদ্যত হইলে, দেবহূতি কহিতে লাগিলেন,—"আপনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গেলে, কে এই কন্যাগণের উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিয়া দিবে? আর আপনার অভাবে কেই বা আমাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবে? আমার তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার্থ কাহাকেও নিযুক্ত না করিলে আমার নানা অনিষ্ট উৎপন্ন হইবে।" ইহাতে মুনিবরের অন্তরে কারুণ্যরসের আবির্ভাব হইল। তিনি সহধর্মীকে ঈশ্বরোপাসনায় চিত্ত সংযম করিতে উপদেশ দিলেন এবং কিছু দিনের জন্য বন গমন স্থগিত রাখিয়া গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি পূর্ব্বক কলা, অনসূয়া, শ্রদ্ধা, হবির্ভূ, গতি, ক্রিয়া, খ্যাতি, অরুন্ধতী, শান্তি নয়টী তনয়ার সহিত ক্রমান্বয়ে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, এবং অথর্ব্ব এই ৯ নয় ঋষির উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। এই দুহিতাদের মধ্যে অরুন্ধতী ও অনসূয়া বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। স্থলান্তরে তাঁহাদের বৃত্তান্ত বর্ণন করা যাইবে। সে যাহা হউক, অতঃপর দেবহূতির গর্ভে কপিলের উৎপত্তি হয়। তখন কর্দ্দম বিজন বিপিনে গমন করেন। কপিল নামে দুই ব্যক্তি ছিলেন। একজন প্রাচীন, অপর ব্যাসদেবের পরবর্ত্তী। প্রথম, সাংখ্য-সূত্রকর্ত্তা। দ্বিতীয়, সগর-রাজের পুত্রগণকে দাহ করেন। তিনিও সাংখ্যদর্শন-শাস্ত্রের বিশেষ প্রচার-পক্ষে অনেক সহায়তা

* ইনিই পুরাণোক্ত ধ্রুবের পিতা। সুতরাং দেবহূতি ধ্রুবের পিসী ছিলেন।

করিয়াছেন,—কেহ কেহ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এস্থলে যাঁহার বৃত্তান্ত চলিতেছে, তিনি দ্বিতীয় কপিল অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন। যাহাহউক, কালক্রমে কপিলদেব বয়ঃপ্রাপ্ত ও প্রজ্ঞাবান্ হইয়া উঠিলেন। তিনি জননীর অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে শাস্ত্রশিক্ষা প্রদানে ব্যাপৃত হইলেন। জননীও অবহিতচিত্তে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কপিল মহর্ষি-প্রদত্ত উপদেশ এ স্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া দেবহূতি বিষয় সমাপ্ত করা যাইতেছে।

কপিল মুনি মাতাকে যেরূপ বলিতে আরম্ভ করেন, এবং দেবহূতিও তদ্বিষয়ে যেমন কথোপকথন করেন, নিম্নে বর্ণিত হইল ;—

কপিল—"আমার মতে যোগই মুক্তি সাধনের প্রধান উপায়। সেই যোগ সাধন মনঃসংযম অর্থাৎ অন্তঃকরণের একাগ্রতা ব্যতিরেকে কস্মিন্‌কালেও সম্পাদিত হইতে পারে না। মনকে যে দিকে চালিত করা যায়, উহা সেই দিকেই প্রধাবিত হইতে থাকে। চিত্তবৃত্তি ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত হইলে, জীবের নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উহা ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, অজ্ঞানতা, পাপ, প্রলোভনাদি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। পরাৎপরে আত্ম-সমর্পণ বিনা যোগিগণের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আর দ্বিতীয় পথ বিদ্যমান নাই। সাধুসঙ্গই ঐ সমুদায়ের মূলীভূত।"

দেবহূতি।—"বৎস! ভগবানকে কিরূপ ভক্তি করা কর্ত্তব্য, অবগত নহি। আমি স্ত্রীজাতি, ঈশ্বরের প্রতি আমাকে কি প্রকার ভক্তি প্রকাশ করিতে হইবে এটী বিশেষ করিয়া বল। ফলতঃ ভক্তিযোগে ঈশ্বর পদ প্রাপ্ত হইতে পারিলেই, আমার জন্ম সার্থক হয়। আমি জ্ঞানহীনা সামান্যা নারী মাত্র; অতএব ঐ দুর্ব্বোধ অথচ উৎকৃষ্ট তত্ত্ব যাহাতে সহজে আমার প্রতীতি হইতে পারে, তাদৃশ সরল প্রণালীতে তাহা কীর্ত্তন কর।"

কপিল।—"বেদোক্ত কর্ম্ম করিলেই ভগবদ্ভক্তির উৎপত্তি হয়। এই ভক্তির প্রভাবেই মোক্ষমার্গ সুগম হইয়া আইসে। কিন্তু জননি! অনেকেই এইরূপ প্রণালীতে পরিতৃপ্ত নহেন। তাঁহারা মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিযোগে পরমেশ্বরানুভব-জনিত অধিকতর আরাম আছে বলিয়া, তাহাতেই লিপ্ত থাকেন।"

(ক্রমশঃ)

অসভ্য জাতির বিবরণ।

সাঁওতাল জাতি।

(গত প্রকাশিতের পর।)

সাঁওতালদিগের গ্রামের মোড়ল বা সর্দ্দারকে মাঝী বলে। সে গ্রামের জজ, মাজিষ্ট্রেট সকলই, আর সকলকে তাহার অধীন থাকিতে হয় ও তাহার অনুগত হইয়া চলিতে হয়। সেও সকলকে আপনার পরিবারের মত দেখে, সকলের মঙ্গল চেষ্টা করে, আপদে বিপদে সকলকে সাধ্যমত সাহায্য করে এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইলে মিটাইয়া দেয়। মাঝী যদি মরিয়া যায় বা স্থানান্তরে গমন করে অথবা স্বীয় কার্য্যের উপযুক্ত না হয়, গ্রামস্থ প্রবীণ লোকে অন্য ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া মাঝী পদে বরণ করে। ইহাদিগের বিচার পঞ্চায়েত দ্বারা হইয়া থাকে। কোন গোলযোগ বা অভিযোগ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করিবার জন্য মাঝী বৃদ্ধ ও সচ্চরিত্র লোকদিগকে আহ্বান করে। তাহারা বাদী প্রতিবাদীর বক্তব্য শুনে এবং সাক্ষ্য লয়, পরে তাহাদিগের বিবেচনায় যে সিদ্ধান্ত হয়, তাহা প্রকাশ করে। সাক্ষ্যদান সময়ে সাক্ষিগণ ব্যাঘ্রচর্ম্ম দুই হাতে ধরিয়া বলে "ঈশ্বরের দোহাই, সত্য বলিতেছি।" বিচারের রায় জারী করা মাঝীর কাজ। সে অর্থদণ্ড করে বা যাহার প্রাপ্য দ্রব্য, তাহাকে দেওয়াইয়া দেয়। ক্ষতিপূরণের বদলে আসামীর উপর কখন কখন ভোজ দিবার হুকুম হয়, মাঝী তাহার ব্যবস্থা করে। নরহত্যা ইহাদিগের মধ্যে এত বিরল যে এরূপ অপরাধের দণ্ড কি, একজন সাঁওতাল সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিতে পারিল না। সতীত্বের প্রতিও ইহাদিগের প্রখর দৃষ্টি। তবে এরূপও দেখা যায়, কেহ অপরের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইলে তাহাকে উক্ত স্ত্রীলোকের স্বামীকে তাহার বিবাহের যৌতুক ফিরাইয়া দিতে হয় এবং গ্রামস্থ লোকদিগকে ভোজন করাইয়া সমন্বয় করিতে হয়।

সাঁওতাল রমণীদিগের প্রসবের সময় ধাত্রীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না। প্রসূতি নিজেই সকল কার্য্য সমাধা করে। কোন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক আসিয়া কেবল নাড়ী কাটিয়া দেয় এবং ঘরের মেজেতে পুঁতিয়া ফেলে। এই বৃদ্ধা প্রসূতির বস্ত্র ধৌত ও তাহার জন্য রন্ধন করে। প্রসূতি সচরাচর ৪।৫ দিনের পর আঁতুড় হইতে বাহির হয়। তখন চাউল, হলুদ ও নিমের পাতা সিদ্ধ করিয়া এক এক ডেলা বন্ধু বান্ধব ও কুটুম্বদিগকে খাইতে দেওয়া হয়, মাতা ও ধাত্রীও তাহা

আহার করে। এই অনুষ্ঠান না হইলে স্বামী গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। এই দিন প্রসূতিকে গরম জলে গাত্র ধৌত করিতে হয় এবং ভোজের পূর্ব্বে গৃহ ও গৃহস্থ বস্ত্র ও পাত্রাদি ধৌত করিতে হয়। হাঁড়ী কুড়ী কিছু ভাঙ্গিতে বা ফেলিয়া দিতে হয় না। বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ৩ হাতী একখান কাপড় এবং ৪টী পয়সা পুরস্কার পায় এবং যে কয়দিন সেবা করে খাইতে পায়।

উপরি-উক্ত ভোজের সময় শিশুর নামকরণ হয়। প্রথমজাত পুত্রের নাম তাহার পিতামহ বা পিতামহ ভ্রাতার নামানুসারে হয় অর্থাৎ ইহাদিগের মধ্যে পরিবারের যিনি শেষ কর্ত্তা, তিনি জীবিত বা মৃতই হউন, তাঁহার নাম গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পুত্রের নাম মাতৃকুলের কর্ত্তার নামানুসারে হয়। প্রথম কন্যার নাম পিতৃকুলের কর্ত্রী এবং দ্বিতীয়া কন্যার নাম মাতৃকুলের কর্ত্রীর নামানুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়।

সাঁওতালদিগের মধ্যে বিবাহে স্বয়ম্বর-প্রথা প্রচলিত অর্থাৎ যুবক ও যুবতীরা প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া আপনাদিগের স্ত্রী ও স্বামী মনোনীত করে। পিতা মাতা কখন কখন সম্পত্তির লোভে পুত্রকন্যাদিগের মত আপনাদিগের মতানুসারে সংগঠন করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু সচরাচর নয়। ভিন্ন পরিবার বা গোত্র হইতে স্ত্রী মনোনীত করিতে হয় এবং সচরাচর এক গ্রামে প্রায় এক পরিবার বসতি করে, সুতরাং ভিন্ন গ্রাম হইতে স্ত্রী গ্রহণ করিতে হয়। কন্যা মনোনীত হইলে বরের আত্মীয়গণ তাহার মত জিজ্ঞাসা করিতে যায়। যাইবার সময় পথে যদি তেলের ভাঁড়, কোদাল বা শৃগাল অথবা কোন মনুষ্যকে কাঠ ভাঙ্গিতে দেখা যায়, তাহা হইলে দুর্লক্ষণ মনে করা হয় এবং বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়। পথে ব্যাঘ্র, সর্প বা কাহারও মাথায় জলের কলস দেখিলে সুলক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং বিবাহ নিশ্চিত হইবে বোধ হয়। বিবাহে পণও আছে। একজন মাঝীর পিতা বিবাহের সময় শ্বশুরকে নগদ ৯ টাকা ও ১০ সলি ধান্য দিয়াছিল। বিবাহ হইলে কন্যার যাহা কিছু পূর্ব্ব সম্পত্তি, পিতার গৃহেই থাকে, স্বামী যে গহনা কিনিয়া দেয়, কেবল তাহাই লইয়া সে স্বামিগৃহে আসে।

বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক্ হইলে বর আত্মীয়গণ ও গ্রামের মাঝীকে সঙ্গে লইয়া কন্যার গৃহে যায়। কন্যার পিতাকে ডাকা হয় এবং তাহার গ্রামস্থ মাঝীর সম্মুখে তাহার কন্যাকে সে বিবাহ দিবেক কি না জিজ্ঞাসা করা হয়। কন্যার পিতা সম্মতি দেয়, ভেট লয়, বাটীর ভিতরে গহনা সকল লইয়া কন্যাকে পরাইয়া দেয়, পরে তাহাকে একটী ঝুড়ীর ভিতর বসাইয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখে। বরের আত্মীয়গণ বাটীর ভিতর গিয়া ঝুড়ী শুদ্ধ কন্যাকে বাহিরে লইয়া আইসে। এই সময় আহার প্রস্তত হয় এবং আম্রের পল্লব দিয়া জলপূর্ণ কলস

বহির্দ্বারে স্থাপন করা হয়। তাহার এক দিকে কন্যাকে রাখা হয়, আর এক দিকে আর একটী ঝুড়ীতে কাপড় ঢাকা দিয়া বরকে রাখা হয়। তৎপরে কন্যার ঢাকা কাপড় তুলিয়া লইয়া বরকন্যার মধ্যে রাখা হয়। তখন বর, কন্যার মস্তকে জল ও আম্রের পল্লব দিতে থাকে, কন্যাও বরের মস্তকে সেইরূপ উপহার দেয়। তৎপরে বর আপনার পাত্র হইতে অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া কন্যার পাত্রে দেয়, কন্যা তাহা মাখিয়া চুখিয়া খায় এবং সেও বরের পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জন দিলে বরও সেইরূপে খায়। অনন্তর বরের ভগিনী আসিয়া বরের বস্ত্রের এক কোণ কন্যার বস্ত্রের এক কোণে বাঁধিয়া দেয় এবং ৪টী পয়সা লইয়া পরে তাহা খুলিয়া দেয়। তখন উপস্থিত সকল ব্যক্তি আশীর্ব্বাদ করে, "তোমাদের প্রচুর অন্ন বস্ত্র ও ধনধান্য হউক, তোমরা সুখী হও ও বংশবৃদ্ধি কর।" অতঃপর বংশী বাজাইয়া নৃত্য গীত বাদ্য, পান ও ভোজন হয়। বিবাহদিনের ব্যয় কন্যা-কর্ত্তাকে দিতে হয়, সুতরাং তাহার অবস্থা-নুসারে ভোজের জাঁক জমক হইয়া থাকে। বিবাহের পর তিন দিন কন্যা পিতৃগৃহে থাকিতে পারে, তৎপরে বাজনাবাদ্য করিয়া তাহাকে শ্বশুরগৃহে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার আত্মীয়গণ সেখানে তিন দিন ভোজন করে, তৎপরে বৈবাহিক অনুষ্ঠান শেষ হয়। একজন মাঝীর শ্বশুরবাড়ীর লোকদিগকে খাওয়াইতে ৪ মণ চাউল, ২ মণ মদ্য, পাঁচ সিকার তৈল, ৷৵০ আনার লবণ এবং ৷০ আনার মসলা খরচ হইয়াছিল।

সাঁওতালদিগের মধ্যে স্ত্রী-পরিত্যাগের নিয়ম নাই। প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে স্বামী তাহার অনুমতি লইয়া দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রথম পুত্র কন্যা প্রথমা স্ত্রীর সন্তান বলিয়া গণ্য হয়। দ্বিতীয়া স্ত্রীর সন্তান না হইলে আর বিবাহের নিয়ম নাই।

মৃত্যুর সময় মুমূর্ষু ব্যক্তির মস্তক দক্ষিণ ও পদদ্বয় উত্তরাভিমুখে রাখিতে হয়। তাহার নিকটসম্পর্কীয় লোক আসিয়া তাহাকে তৈল মাখায়, জল দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করে এবং মরিলে তাহার শব বনে লইয়া গিয়া স্রোতস্বতী কোন নদীর ধারে চিতা সাজাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণ শিয়রে শোয়াইয়া দেয়। স্রোতস্বতী না পাইলে বদ্ধ জলাশয়ের ধারেও সৎকার কার্য্য হইয়া থাকে। পুত্র কিম্বা নিকটসম্পর্কীয় জ্ঞাতি আসিয়া মুখাগ্নি করে, পরে বনে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। শব পুড়িয়া গেলে চিতা জল দিয়া ধোওয়া হয়; এবং দগ্ধাবশিষ্ট তিনখানি হাড় কুড়াইয়া লওয়া হয়। এই অস্থি তিন খানি নেকড়ায় জড়াইয়া মৃত ব্যক্তির ঘরের চালে তিন দিন টাঙ্গাইয়া রাখা হয়, পরে মুখাগ্নিকারী ব্যক্তি তাহা লইয়া দামোদর নদে নিক্ষেপ করে। স্ত্রীলোকদিগের অস্থিও এইরূপে

নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। বালক বালিকা-দিগের অস্থি দগ্ধ করা হয়, কিন্তু পরে শাল বনস্থ কোন স্রোতোজলে নিক্ষেপ করা হয়। হিন্দুদিগের প্রথানুসারে ছোট শিশুদিগের যেমন সমাধি হয়, ইহাদিগেরও সেইরূপ। দামোদর নদ ইহাদিগের নিকট এত পবিত্র যে তাহাতে মৃত আত্মীয়ের অস্থি নিক্ষেপ করিবার জন্য ইহারা ৮।৯ দিনের পথ চলিয়াও গিয়া থাকে। ইহাদের বস্ত্র, আহার বা অলঙ্কার সম্বন্ধে শোক-সূচক কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না।

শবদাহের পর ইহারা স্নান করে ও কাপড় কাচে এবং মৃতের উদ্দেশে একটী মোরগ বা পাঁটা বলি দিয়া বলে "এই তোমার জন্য শেষ ভোজ্য দিলাম।" "পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকটে যাও বা আমাদিগের নিকট আসিও না" এ কথা বলিতে নাই। তাহারা বিশ্বাস করে মৃতের আত্মা বাড়ী, মাঠ বা বনে থাকে, পরিবারদিগকে সুখী দেখিয়া সুখী হয় এবং কোন বিপৎপাতের আশঙ্কা হইলে তাহাদিগকে পূর্ব্বে সাবধান করিয়া দেয়। মৃত ব্যক্তি স্ত্রী বা পুরুষ হউক, তাহার স্মরণার্থ প্রস্তর বা কাষ্ঠখণ্ড সকল কোন সুবিধা মত স্থানে পুতিয়া রাখে এবং তাহা উত্তর দক্ষিণে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া রাখিয়া দেয়।

মরিসস কোয়ারেণ্টিন ষ্টেশন।

(২৪৮ সংখ্যা—১৫৪ পৃষ্ঠার পর)

প্রত্যেক জাতির জাহাজের পতাকা স্বতন্ত্র। ইংরাজী স্বরবর্ণ ব্যতিরেকে প্রায় সমস্ত হলবর্ণ প্রকাশক এক একটা পতাকা প্রতি জাহাজে থাকে। এইরূপ পতাকায় অনেক ভাব সংক্ষেপে নিবিষ্ট করা হইয়াছে। মনে করুন, বি, সি, ডি, জি, এই চারিটী পতাকা পর পর এক রজ্জুতে গ্রথিত হইয়া উড়িতে থাকিলে, বুঝিতে হইবে,—"এই জাহাজ ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছে।" এইরূপ সুবিধা আছে বলিয়া, দূরস্থ দুইখানি জাহাজের অথবা জাহাজস্থ লোকদিগের মধ্যে নীরবে কথোপকথন চলিয়া থাকে।

এই দ্বীপে একটীও সরোবর নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী নদী আছে। সে গুলিতে জল অল্পই থাকে বটে, কিন্তু অতি নির্ম্মল। ইহাদের মধ্যে গ্রাণ্ড নদী (Grand River) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, প্রায় ৫০০ ফিট প্রশস্ত।

মরিসসে পশুপক্ষী অতি বিরল। সিংহ

ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র জন্তু একটীও নাই। সময়ে সময়ে দুই একটী সর্প দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহারা বিষাক্ত নহে। শুনা যায়, ভারতবর্ষ হইতে কতকগুলি বায়স আনিয়া এখানে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। একণে ক্রমে তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। মৎস্য জাতি দেখিতে অতি সুন্দর, নানা বর্ণে চিত্রিত। ইহাদিগকে রাখিতে ইচ্ছা করে, ভক্ষণ করিতে মমতা হয়। কতকগুলি খাইতে অতি সুস্বাদু।

এই দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা কাফ্রি জাতির ন্যায় নিতান্ত অসভ্য ছিল। পরে স্পেনিয়ার্ড, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি ইয়ুরোরোপীয় জাতির অধীন হইয়া কিয়ৎপরিমাণে সভ্য হইয়াছে। এই সকল জাতি হইতে এক মিশ্র বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদিগকে ক্রিয়োল (Creole) বলে। ইহাদের ভাষার নামও ক্রিয়োল। ইহা ফরাসীর অপভ্রংশ। ক্রিয়োলদিগের বলবীর্য্য, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও ইয়ুরেসিয়ানদিগের ন্যায়। এই জাতি ভিন্ন, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মান্দ্রাজ হইতে লোক আসিয়া এখানে বাস করিতেছে। অল্পসংখ্যক কাফ্রিও আছে। অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই ইক্ষুর চাষে নিযুক্ত। কেহ কেহ বা স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। এখানকার ব্যবসায়িগণের মধ্যে অধিকাংশ বোম্বাই আরব। এখানকার ভারতবাসীদিগের বাসগৃহ আমাদের দেশের কুটীরের মত। ক্রিয়োলেরা প্রায় কাষ্ঠ-নির্ম্মিত গৃহে বাস করে। এদেশের ন্যায় অট্টালিকা অল্পই দৃষ্ট হয়। ক্রিয়োলদের আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে ইয়ুরোপীয় জাতিদিগের অপেক্ষা অন্নের ভাগ বড় অধিক। সুরাপান ইয়ুরোপীয়দের ন্যায় একইরূপ। পরিচ্ছদের কোন বিভিন্নতা নাই। এখানে সকল দ্রব্যই মহার্ঘ। ভারতবাসীর সমাগমে এখানে পানের চাষ হইয়াছে। দ্বীপের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সুবিধা মন্দ নহে। রেলপথ দ্বীপের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নশ্রেণীর গাড়ীর ভাড়া প্রতি ক্রোশে দুই আনা। ভাড়াটিয়া গাড়ী দুই প্রকার। এক রকম গাড়ী পশ্চিমে একার ন্যায়, ইহার নাম ক্যারিয়ল। ভাড়া প্রতি ঘণ্টা ৸৹ বার আনা। ২।৩ ঘণ্টার জন্য লইলেও প্রতি ঘণ্টা ঐ হিসাবে পড়ে। সহরের বাহিরের ভাড়া কিঞ্চিৎ অধিক। ইহাতে দুইজন কষ্টে বসিতে পারে। আর এক প্রকার গাড়ী এদেশের ফিটনের মত। ভাড়া প্রতি ঘণ্টায় ১।৷৹ টাকা। পাল্কী এখানে নাই।

মরিসসের কোয়ারেণ্টাইনে নিয়ম বড় কঠিন। বিশেষতঃ যে সকল জাহাজ ভারতবর্ষ হইতে এখানে আসে, তাহাদিগকে নানারূপ কষ্টে পড়িতে হয়। দ্বীপবাসীরা এই সকল জাহাজকে ভয়ের চক্ষে দেখে। মনে করে, ইহারা যেন কত পীড়ার বীজ আনয়ন করিয়াছে।

বাঙ্গালার ন্যায় এখানেও ম্যালেরিয়া বড় প্রবল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এখানে ওলাউঠা রোগ বড় দৃষ্ট হয় না। এখানে হাতুড়িয়া চিকিৎসক নাই। কারণ, তাঁহারা ধৃত হইলে আইনানুসারে শাস্তি পাইয়া থাকেন। সকল ডাক্তারই ইউরোপের উপাধিধারী। ফ্রান্স ও গ্রেটব্রিটনের উপাধিপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সংখ্যাই অধিক। তাঁহাদের ফি দুই টাকা মাত্র। দ্বীপটী এগার জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেক জেলায় একজন গবর্ণমেণ্টের ডাক্তার ও ডাক্তারখানা আছে। রাজধানী পোর্ট লুইয়ে একটী বড় হাঁসপাতাল আছে। ইহা ভিন্ন কুষ্ঠ ও উন্মাদগ্রস্ত রোগীদের জন্য দুইটী স্বতন্ত্র আশ্রম সহরের অনতিদূরে আছে। এক্লাইমেটিজেশন-সোসাইটীর (Acclimatization society) একটী উদ্যান আছে। এখানে ভিন্নদেশীয় পশুপক্ষিগণকে আনাইয়া যত্নে প্রতিপালন করা হয়। একটী ক্ষুদ্র মিউজিয়ম আছে। একটী নাট্যশালাও দৃষ্ট হয়। তথায় সময় সময় ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে থিয়েটর দল আসিয়া কিছুদিন ব্যাপিয়া অভিনয় করে। এখানে একটী বিদ্যালয় আছে। তথায় লণ্ডনের ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রথম দুইটী ছাত্র ইউরোপীয় যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট ৪১৫ বৎসরের ব্যয় যোগান।

রাধাচরণ এবং নন্দকুমার।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ভারতের ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা রাধাচরণের মোকদ্দমার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন নাই। ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রথম সাময়িক ইতিবৃত্ত আমরা পরিস্ফুট ভাবে প্রাপ্ত হই নাই। যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া আমরা তৎসাময়িক রাজনৈতিক বিবৃতি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, তাহা এরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, তন্মধ্য হইতে প্রকৃত বিবরণ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া নিতান্ত সুকঠিন হইয়া পড়ে। নিরপেক্ষ সত্য-প্রিয় এবং সূক্ষ্মদর্শী লেখকের নিকট হইতে রাধাচরণের অদ্ভুত মোকদ্দমার ইতিবৃত্ত আমরা প্রাপ্ত হই নাই; কলিকাতা রিভিউ পত্রে বিভারিজ সাহেব যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না; তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, অপ্রশস্ত এবং অসম্পূর্ণ। আমরা কেটলি সাহেবের সংগৃহীত (Keightley's Notes) দৈনিক বিবরণ নামক পুস্তক হইতে এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, কেটলী সাহেবই সর্ব্বপ্রথমে এ বিষয়ের

বিবরণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন; কেটলীর বিবৃতি সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু অসার নহে।

কাষ্ঠ তোরঙ্গ হইতে রসিদ পত্র অপহৃত হইবার কথা আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। এ স্থলে আর একটী বিবরণের উল্লেখ করা আবশ্যক। রাজা নন্দকুমারের মোকদ্দমার সহিত রাধাচরণের মোকদ্দমার কিছু ভিন্নতা লক্ষিত হয়। রাজা নন্দকুমারের মোকদ্দমায় বাদী এবং প্রতিবাদী ইহারা উভয়েই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু রাধাচরণের মোকদ্দমায় প্রতিবাদী এক জন য়িহুদী!! তাঁহার নাম সলোমন।* পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, শম্ভুনাথ তিন লক্ষ টাকার মধ্যে এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন এবং বাকী দুই লক্ষ টাকা কয়েক মাস পরে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়েন। তদনন্তর তদানুষঙ্গিক যে সকল অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রস্তাবের অপরাংশে নির্দ্দেশ করিয়াছি। কথিত এক লক্ষ টাকা শম্ভুনাথ, সলোমন নামে এক য়িহুদী বণিকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন। এই সলোমনের সহিত হেষ্টীংশ সাহেবের অকৃত্রিম বন্ধুতা ছিল; উভয়ে একত্রে ভ্রমণ, একত্রে উদ্যান পরিদর্শন, এবং একত্রে সময়ে সময়ে আহারাদিও করিতেন। কিছু দিন পরে সলোমন আরও দুই লক্ষ টাকা শম্ভুনাথকে হাওলাত দেন; শম্ভুনাথ ঐ টাকা এবং আরও কিছু টাকা নিজের কোষাগার হইতে রাধাচরণকে দিয়া ঋণভার হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েন। ইহার অব্যবহিত পরে সাময়িক ঘটনার কোন বিবরণই ইতিবৃত্তলেখকেরা আমাদিগকে জানিতে দেন নাই। আমরা এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি যে, সলোমন ফরিয়াদী হইয়া রাধাচরণের নামে "কৃত্রিম রসিদ প্রস্তুত করা, ভয় প্রদর্শন দ্বারা নিরপরাধী ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা আদায় পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করা এবং কৌশল করিয়া ভয় প্রদর্শন করতঃ শম্ভুনাথ ও সলোমনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের কৃত্রিম রসিদ লেখাইয়া লওয়া"—এই কয়েকটি গুরুতর অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করেন। তখন হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্ট ছিল না; সুতরাং মেয়র কোর্টের (Mayor's court) জজদিগের উপরে এই মোকদ্দমার বিচার করিবার ভার ন্যস্ত হইল। দুঃখের বিষয়, এই সময়কার বিবরণ আমরা আদৌ প্রাপ্ত হই নাই। বহুল অনুসন্ধান দ্বারা প্রস্তাবটিকে আমরা আরও প্রশস্ত এবং ইতিহাসমূলক করিতে পারিতাম, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতায় অনুসন্ধেয় গ্রন্থের অভাবে আমরা তাহাতে আপাততঃ ক্ষান্ত রহিলাম।

*কলিকাতা রিভিউ, এপ্রিল, ১৮৭৯। ২৯০ পৃষ্ঠা। (Vide H. Beveridge's "Warren Hastings in Lower Bengal," part I I I.)

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে রাধাচরণের মোকদ্দমার বিচারকার্য্য আরম্ভ হয়, এবং তিন মাস কাল ব্যাপিয়া অনেক গোলযোগের পর ঐ বর্ষের শেষ ভাগে জজেরা তাঁহাকে দোষী স্থির করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। তখন পেনেলকোড ছিল না, সুতরাং জজ সাহেবেরা বিলাতের "কবেণ্ট্র" (Coventry Act) নামক আইন অবলম্বন করিয়া এই মোকদ্দমার বিচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কবেণ্ট্র আইন এদেশের উপযুক্ত কি না, এবং তদনুসারে বিচার করা উচিত কি না, জজেরা তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। যাহাহউক, সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে "কবেণ্ট্র" বিধি এদেশের পক্ষে যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা বিভারিজ সাহেব স্পষ্টতঃ দেখাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু হেষ্টীংশ সাহেবের ষড়যন্ত্রে এ কথা কেহই স্পষ্ট করিয়া তখন বলিতে পারেন নাই। রাধাচরণের উকিলেরা যথোচিত পারিশ্রমিকাভাবে রীতিমত পরিশ্রম করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে রাধাচরণের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে, অনেকে তাঁহার মুক্তির জন্য বিশেষ উদ্যোগ করেন, এবং সহরের প্রধান প্রধান লোকেরা আপনাপন নাম স্বাক্ষর করিয়া আদালতে এক দরখাস্ত দাখিল করেন। ঐ দরখাস্তে মোহন প্রসাদের নাম দেখা যায়; মোহন প্রসাদ নন্দকুমারের মোকদ্দমার একজন প্রধান ষড়যন্ত্রী বলিয়া বিখ্যাত। ইনি হেষ্টীংশ সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, ঐ দরখাস্ত পত্রে নন্দকুমার আপনার নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। আমরা দেখাইতে পারি, নন্দকুমার তাঁহার নাম আদৌ স্বাক্ষর করেন নাই।

ভেরেলষ্ট সাহেব বলেন, রাধাচরণের প্রতি যে দিন প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই দিন বিচারপতিরা বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, ১৭৭৬ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই জজ সাহেবেরা রাধাচরণের মুক্তির আদেশ দেন। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, রাধাচরণ যদি বাস্তবিকই এই সকল "গুরুতর অপরাধে অপরাধী" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন, তবে তাঁহাকে নিরপরাধীর ন্যায় অবশেষে মুক্তি প্রদান করা হইল কেন? সত্যের অত্যুজ্জল চশ্‌মা দিয়া যদি প্রকৃত ঘটনার দিকে দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টতঃই অনুভূত হইবে যে, এই মোকদ্দমায় রাধাচরণ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী এবং হেষ্টীংশ সাহেব এই মোকদ্দমা অভিনয়ের এক মাত্র সূত্রধার।

(ক্রমশঃ)

আসামে হিন্দু মহিলাগণের অবস্থা।

পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই আসাম প্রদেশের নাম অবগত আছেন। পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকদিগের মনে একটী সংস্কার ছিল যে আসাম প্রদেশে গেলে লোক ভেড়া হইয়া যায় *, আর দেশে ফিরিয়া আসিতে পারে না। সেই সংস্কারটী ক্রমে ক্রমে এদেশীয় লোকদিগের মন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আসাম প্রদেশ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট-ভুক্ত হইবার পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থায় ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক উন্নত অবস্থায় আসিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তৎকালে আসামে যাইতে হইলে নৌকা করিয়া কিম্বা স্থলপথে হাঁটিয়া যাইতে হইত। সুতরাং কলিকাতা হইতে আসামের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যাইতে চারি পাঁচ মাস লাগিত। তাহার উপর আবার বর্ষাকালে নৌকা ব্রহ্মপুত্র নদের স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে সাহস করে না এবং স্থলপথে রাস্তা সকল দুর্গম হইয়া পড়ে। পরে আসামে ব্রিটিস রাজ্য স্থাপিত হইলে বড় ষ্টিমারে করিয়া কলিকাতা হইতে দুই মাসে যাতায়াত চলিত। আজ দুই বৎসর হইল আসাম প্রদেশে মেল ষ্টিমারের বন্দোবস্ত হওয়ায় কলিকাতা হইতে অনায়াসেই ছয় দিনে আসামের পূর্ব্বপ্রান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। এক্ষণে কতলোক বৎসর বৎসর কলিকাতা হইতে আসাম গমন করিতেছেন, এবং পুনরায় বৎসরান্তে কর্ম্মাদি শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পুত্র কন্যার মুখাবলোকনে সুখী হইতেছেন। কেহ কেহ বা কর্ম্মস্থানে স্ত্রী পুত্র লইয়া গিয়া সুখে কাল যাপন করিতেছেন, আবার ইচ্ছা হইলেই বাটী আসিবার কালে তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া অনায়াসেই আসিতেছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আসামের ভাষা, আচার, ব্যবহার অথবা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। আমরা কেবল পাঠিকাগণের নিকট তাঁহাদিগের আসামী ভগিনীগণের অবস্থা কিঞ্চিৎ পরিমাণে বর্ণন করিব। তাহাও বোধ হয় একটী মাত্র প্রবন্ধে শেষ করা দুষ্কর হইয়া উঠিবে।

আসামীগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রচলিত আছে। বলা বাহুল্য যে ব্রাহ্মণ জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। কন্যার বয়ঃক্রম নয় দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা ঘোমটা দিয়া থাকে। অপরাপর

* বা, বো, ১৪০ সংখ্যা আসামদেশ ও আসামীয়া নারী দেখ।

জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। প্রায়ই কন্যাগণ বয়স্থা হইলে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে। অপরাপর জাতির মধ্যে ঘোমটার সমাদর তত প্রবল নহে। বাঙ্গালা প্রদেশে শূদ্রগণের মধ্যে যেমন কায়স্থ জাতি সমাজে সমাদর পাইয়া থাকেন, আসামে কলিতা জাতিও তদ্রূপ সম্মান লাভ করেন। কিন্তু কলিতাগণও কোচ,কেওট,আহন প্রভৃতি শূদ্র জাতির মত অধিক বয়সে কন্যার বিবাহ দেন। আসামে স্ত্রীলোকে পুরুষের ন্যায় কঠিন পরিশ্রম করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরাও কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কৃষিক্ষেত্রের অনেক কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়। স্ত্রীলোকেরা জলাশয়, খাল, বিল, ও নদী হইতে মৎস্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে। আসামীরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। প্রত্যেকের গৃহেই গরু মহিষ আছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আসামের অধিবাসিগণ এই সকল গৃহপালিত পশুদিগকে লালন পালন করিতে জানে না। আহারের অযত্নে গাভী সকল দুর্ব্বল-কায় হইয়া পড়ে, সুতরাং অল্প পরিমাণেই দুগ্ধ দিয়া থাকে। গৃহপালিত পশুগণের দুর্দ্দশার জন্য আসামী মহিলাগণ অনেক পরিমাণে দায়ী। তথাকার স্ত্রীলোকগণ যদি পশু-দিগকে যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতেন অথবা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা ও শিক্ষা করিতেন, তাহাহইলে গো মহিষদিগের এরূপ দুরবস্থা কখনই ঘটিত না। পাঠিকাগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে আসামে গাভী সকল সাধারণতঃ দুই বেলায় আধসের, তিন পোয়া দুগ্ধ দিয়া থাকে। কিন্তু আসামী মহিলাগণ কখনই গাত্রে ফুৎকার দিয়া বেড়ায় না, অথবা আলস্যপরবশ হইয়া বৃথা সময় নষ্ট করে না। প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে তন্তুশালা আছে। যখন স্ত্রী-লোকগণের কোন রূপ গৃহকার্য্য না থাকে, তখন তাহারা কাপড় বুনিয়া থাকে। আসামের প্রায় সকল স্ত্রী-লোকই কাপড় বুনিতে পারে। তথা-কার সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রী ও কন্যাগণও অবকাশ পাইলেই বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকেন। প্রায় কেহই কাপড় ক্রয় করিয়া পরিধান করেন না। আসামী মহিলাগণের পরিচ্ছদ বঙ্গমহিলাগণের অপেক্ষা শত গুণে উৎকৃষ্ট। বলিতে কি আমাদের অধিকাংশ পাঠিকাই স্বীকার করিবেন যে বঙ্গের হিন্দু মহিলাগণ তাঁহাদের সখের শান্তি-পুরে, সিমলা, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের উৎকৃষ্ট বস্ত্র সকল পরিধান করিয়া পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের সম্মুখেই বাহির হইতে সঙ্কুচিত হয়েন, কিন্তু আসামের স্ত্রীলোকগণের পরিচ্ছদ এরূপ যে তাঁহারা অনায়াসেই স্ত্রীলোকের গৌরব সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া অপর পুরুষের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতে পারেন। আসামী মহিলাগণ কি বালিকা, কি

যুবতী কি বৃদ্ধা—নির্ধন হইতে ধনবান্ পর্যান্ত সকলেই পুরু কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাতলা বস্ত্র তাঁহাদিগের শরীর স্পর্শ করিতে পায় না। স্ত্রীলোকেরা কটিদেশে মেখলা পরিধান করে—মেখলা খুব পুরু কাপড়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা ঘাগরার মত কুঞ্চিত নহে—কেবল বস্ত্রের দুই পার্শ্ব সেলাই দ্বারা যোজিত অর্থাৎ দেখিতে ঠিক ওয়াড়ের মত এবং পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত লম্বিত। মেখলা কটিদেশে পরিধান করিলে সম্মুখে চারিভাঁজ কাপড় পড়ে। কটিদেশ হইতে গ্রীবা পর্য্যন্ত অপর একখানি বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তাহাকে রিহা বলে। রিহা প্রস্থে তিন পোয়া বা এক হাত, দৈর্ঘে চারি পাঁচ হস্ত। রিহা দ্বারা স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগের শরীরের ঊর্দ্ধভাগ সুন্দররূপে জড়াইয়া রাখে, কেবল তাহাদিগের হাত দুইটী অনাবৃত থাকে। এইরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া স্ত্রীলোকেরা বাটীর ভিতরে থাকে এবং গৃহকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করে। কিন্তু বাটীর বাহির হইতে হইলে অথবা প্রতিবেশী কাহারও বাটী গমন করিতে হইলে তাহারা ইহার উপর একখানি বড় কাপড় ব্যবহার করে। বাঙ্গালা দেশে পুরুষেরা যেমন শীতকালে আলোয়ান বা মোটা চাদর ব্যবহার করিয়া থাকেন, এই বড় কাপড় দীর্ঘে প্রস্থে তদ্রূপ। বড় কাপড় দ্বারা স্ত্রীলোকেরা মস্তক পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত করে। ব্রাহ্মণ কামিনীগণের মস্তকের এই আচ্ছাদন সম্মুখে অধিকতর লম্বমান হইয়া অবগুণ্ঠনের কার্য্য করে। আর শূদ্র নারীগণ মস্তকের কিয়দংশ মাত্র আচ্ছাদিত রাখে। তাহারা ঘোমটার আবশ্যকতা অনুভব করে না।

আসাম প্রদেশে বিদ্যাশিক্ষা বড় অধিক পরিমাণে অদ্যাপিও প্রচলিত হয় নাই। বঙ্গদেশ অপেক্ষা তথায় পুরুষগণ সাধারণতঃ অশিক্ষিত। আসামের স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহাও অধিক পরিমাণে বাঙ্গালীদিগের উৎসাহে। যে যে স্থানে দশ পনর জন সুশিক্ষিত বাঙ্গালী স্ত্রী কন্যা লইয়া আছেন, সেই সেই স্থানে বাঙ্গালীরা নিজ কন্যাগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য শ্বেতকায়দিগের সহায়তায় এবং শিক্ষিত আসামীগণেরও উৎসাহে এক একটি বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সেই সকল বিদ্যালয়ে আসামী বালিকাগণও শিক্ষালাভ করিতেছে। আসামী স্ত্রীলোকদিগের বিবাহপ্রণালীও আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইবার ভয়ে এবার তাহার উল্লেখ করিতে পারিলাম না। পাঠিকাবর্গ তাঁহাদিগের আসামী ভগিনীদের অবস্থা পাঠ করিতে করিতে একটী কথা স্মরণ করিয়া রাখিবেন যে তাঁহাদিগের ভগিনীগণের ভাষা তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারেন না

বটে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সহিত আসামী ভাষার এত সাদৃশ্য যে কোন বঙ্গমহিলা যদি আসামী ভগিনীদের নিকট একত্রে দুই মাস কাল অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রায় সমস্ত চলিত কথা একপ্রকার বুঝিতে সমর্থা হইবেন।

নারী সম্বন্ধে মনুপ্রোক্ত ব্যবস্থানিচয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নয় শত খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মনুর আবির্ভাবকাল বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাকে স্পার্টার ব্যবস্থাপক লাইকার্গাসের সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে এই সিদ্ধান্তটী বিশেষ ভ্রান্তিমূলক হইবেক না। আর মনুসংহিতাপাঠ দ্বারাও এইরূপ উপলব্ধি হয় যে ইহা এক খানি অতি প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ। গ্রন্থকারের সময়ে আর্য্যগণের আবাসস্থান আর্য্যাবর্ত্তেই আবদ্ধ ছিল। তাঁহারা তৎকালে বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনে কৃতার্থতা লাভ করেন নাই। কারণ মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অভিহিত আছে যে—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে
॥ ২ অ, ১৭ শ্লো ॥

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই পবিত্র নদীর মধ্যস্থানে যে সকল পবিত্র দেশ আছে, তাহাদিগকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে।

কুরুক্ষেত্রঞ্চ, মৎস্যাশ্চ পঞ্চালা শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরম্॥
২ অ, ১৯ শ্লো ॥

কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ ও মথুরা এই কয়টী দেশকে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে; উক্ত দেশগুলি ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট।

হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
২ অ, ২১ ॥

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি, পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র এবং পশ্চিমে প্রয়াগ, এই চতুঃসীমান্তর্বর্ত্তী প্রদেশ মধ্যদেশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥
২ অ, ২২ শ্লো ॥

পূর্ব্বে সমুদ্র, পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত, ইহার মধ্যস্থানকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলেন।

এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রাস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্বৃত্তিকর্ষিতঃ॥ ২ ; ২৪ শ্লো ॥

দ্বিজাতিগণ প্রযত্ন সহকারে এই সকল

দেশ আশ্রয় করিবেন। কিন্তু শূদ্রেরা আপন জীবিকার জন্য যে কোন দেশে বসতি করিতে পারে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলি পরিদৃষ্টে এইরূপ প্রতীতি জন্মে, যে সংহিতাকারের জীবনকালে আর্য্যাবর্ত্তেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। সুতরাং এই স্মৃতিগ্রন্থখানি অতীব প্রাচীন। অতএব ঈদৃশ প্রাচীনকাল-সংগৃহীত ব্যবস্থানিচয় যে নব্যসভ্যতালোকে প্রদীপ্ত থাকিবে, তাহা কিরূপে আশা করিতে পারা যায়? তথাপি অতি প্রাচীনকালেই যে আর্য্যগণ সভ্যতার সমুন্নত সোপানে আরূঢ় হইয়াছিলেন, মনুসংহিতাপাঠকালে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন আমাদিগের নয়নগোচর হয়। মনুসঙ্কলিত সংহিতা তৎসাময়িক আচার ব্যবহারের একখানি বিমল দর্পণ স্বরূপ। ইহাতে তৎকালীন আর্য্যগণের শিষ্টাচারপদ্ধতি পরিস্ফুটরূপে প্রতিফলিত আছে। কিন্তু মনুসংহিতা গ্রন্থখানি অতীব বিস্তীর্ণ। এই প্রবন্ধমধ্যে কেবল নারীচরিত-ঘটিত ব্যবস্থাপ্রণালী সন্নিবেশিত হইল।

প্রথমে মনু নারীগণের নামকরণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে—

স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থং
মনোহরম্।
মঙ্গল্যং দীর্ঘবর্ণান্তমাশীর্ব্বাদাভিধানবৎ॥
২ অ; ৩৩ শ্লো॥

যে নাম সুখে উচ্চারণ করিতে পারা যায়, যাহা কোন প্রকার কুটিলতাবোধক নহে, যাহার অনায়াসে অর্থোপলব্ধি হয়, যাহা মনের প্রীতি উৎপাদন করে, যে নাম মঙ্গলবাচক, যাহার অন্তে দীর্ঘস্বর আছে এবং যাহা আশীর্ব্বাদসূচক, রমণীদিগের এইরূপ নাম রাখাই উচিত। যথা—যশোদা দেবী।

মহিলাগণের প্রতি কিরূপ শিষ্টাচার-প্রদর্শন বিধেয়, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থাপক লিখিয়াছেন যে—

পরপত্নী তু যা স্ত্রী স্যাদসম্বন্ধা চ যোনিতঃ।
তাং ব্রূয়াদ্ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি
চ॥ ২ অ; ১২৯ শ্লো॥

যে নারী পরপত্নী ও পিতৃবংশীয়া নহেন, তাঁহাকে "ভবতি!", "সুভগে!", অথবা ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করা কর্ত্তব্য।

মাতৃষ্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূরথ পিতৃষ্বসা।
সংপূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তা গুরুভার্য্যয়া॥
২, ১৩১॥

মাতৃভগিনী, মাতুলপত্নী, শ্বশ্রূ কিম্বা পিতৃভগিনী, ইঁহারা মাতৃতুল্যা; সুতরাং ইঁহাদিগের প্রতি মাতৃসদৃশ সম্মান প্রদর্শন বিধেয়।

ভ্রাতুর্ভার্য্যোপসংগ্রাহ্যা সবর্ণাহন্যহন্যপি।
বিপ্রোষ্য তূপসংগ্রাহ্যা জ্ঞাতিসম্বন্ধি-
যোষিতঃ॥ ২; ১৩২॥

প্রতিদিনই জ্যেষ্ঠা সজাতীয়া ভ্রাতৃপত্নীকে প্রণতভাবে পাদগ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করিবেক। আর প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইলে জ্ঞাতি ও সম্বন্ধীয় ব্যক্তিদিগের পত্নীরও চরণবন্দন করিবেক।

পিতৃভগিন্যাং মাতুশ্চ জ্যায়স্যাঞ্চ স্বসর্য্যপি
মাতৃবদ্বৃত্তিমাতিষ্ঠেৎ মাতা তাভ্যো
গরীয়সী ॥ ২; ১৩৩ ॥

পিতা ও মাতার ভগিনীর প্রতি এবং জ্যেষ্ঠা সহোদরার প্রতি মাতার ন্যায় ব্যবহার করিবেক; কিন্তু জননী সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী।

কামন্তু গুরুপত্নীনাং যুবতীনাং যুবা ভুবি।
বিধিবদ্বন্দনং কুর্য্যাদসাবহমিতি ব্রুবন্ ॥
২; ২১৭ ॥

তরুণবয়স্ক শিষ্য তরুণী গুরুপত্নীর সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া, আমি অমুক আপনাকে নমস্কার করিতেছি বলিয়া অভিবাদন করিবেক; চরণস্পর্শ করিবেক না।

বিপ্রোষ্য পাদগ্রহণমন্বহং চাভিবাদনম্।
গুরুদারেষু কুর্ব্বীত সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥
২; ২১৭ ॥

কিন্তু শিষ্য বিদেশ হইতে সমাগত হইয়া শিষ্টাচার পদ্ধতি অনুসারে প্রথম দিবস গুরুপত্নীর পাদবন্দন করিবেক; এবং তাহার পর প্রতিদিন কেবল অভিবাদন করিবেক।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। কাউন্টেস ডফরিণ ফণ্ডে মহারাণী স্বর্ণময়ী ৮ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহার বঙ্গীয় শাখায় ২০ হাজারের অধিক টাকা উঠিয়াছে।

২। ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ইংরাজ সৈন্য ইতিমধ্যে মিনহালা দুর্গ ও ব্রহ্মরাজের এক খানি বাষ্পীয় পোত অধিকার করিয়াছে এবং ম ন্দালে অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ইংরাজ অধীনে ব্রহ্মদেশ কিরূপে শাসিত হইবে, ইতিমধ্যে তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে।

৩। হিন্দু পল্লীগ্রাম কিরূপ, তাহা দেখিবার জন্য বিলাতের সাহেবেরা লণ্ডন নগরে তাহার এক প্রদর্শনী খুলিতেছেন। ভারতবর্ষ হইতে লোক সকল তথায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

৪। তিব্বৎদেশে একটী রন্ধন পাত্র আছে, তাহাতে একবারে হাজার হাজার লোকের আহার প্রস্তুত হয়। আহার্য্য দ্রব্য উঠাইবার জন্য সিঁড়ী দিয়া তাহার মধ্যে নামিতে ও উঠিতে হয়।

৫। আমেরিকায় টেক্সাস্ দেশে এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছ আছে, তাহার পাতা সকল সময়েই উত্তরাভিমুখে থাকে। ইহা পথিকদিগের নিকট কম্পাসের কার্য্য করে।

৬। আমেরিকায় কৃত্রিম ডিম্ব ও হস্তিদন্ত বৈজ্ঞানিক কৌশলে প্রস্তুত হইতেছিল, আবার তাড়িতযোগে দুগ্ধ হইতে রাশি রাশি মাখন চক্ষুর নিমেষে উৎপন্ন হইতেছে।

৭। গত ২১এ নবেম্বর লণ্ডন

মিসনরী বিদ্যালয়গৃহে তিন চারি শত দেশীয় খৃষ্টীয় মহিলা একত্র হইয়া এক সভা করিয়া সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি করেন, পরে তাঁহাদিগের একটী প্রীতিভোজ হয়।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। পদ্যসার ২য় ভাগ—বাবু ভুবন মোহন ঘোষ প্রণীত, মূল্য ৵১০ আনা মাত্র। কবিতাগুলি বিবিধ বিষয়ে ও সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইতে পারে।

২। ভারত শ্রমজীবী—সচিত্র মাসিক পত্র, বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহিত ॥৵০ মাত্র। ইহার পুনরভ্যুদয়ে আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। নূতন সংখ্যা যেমন উৎকৃষ্ট কাগজে, উৎকৃষ্ট রূপে মুদ্রিত, সেইরূপ বিবিধ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধে পূর্ণ। কাগজ খানি এই নমুনা মত চলিলে সাধারণের আদরণীয় ও উপকারক হইবে সন্দেহ নাই।

বামাগণের রচনা।

উন্নত তরু।

(জনৈক কবিতা লেখক কর্ত্তৃক সংশোধিত)

আহা কিবা চারু রূপ ধরি, তরুবর,
ঊর্দ্ধ শিরে ধীরে ধীরে উঠ শূন্যোপর,
বিস্তারি বিশাল শাখা বিমল প্রদেশে,
উঠিছ আকাশে যেন পরশ উদ্দেশে,
নব পত্র তব গাত্রে ছত্রের মতন,
তপনের তাপ যাতে করে নিবারণ,
ফুল্ল ফুল ফল কত শিরেতে তোমার,
কিবা শোভা দেয় দেহে অতি চমৎকার।
তোমার ছায়ায় বসি শ্রান্ত পান্থ জন,
পরম সুখেতে করে শ্রান্তি নিবারণ,
তোমার সুমিষ্ট ফলে ক্ষুধাতুর নর,
অপার আনন্দে পুরে আপন উদর,
আকাশবিহারী যত বিহগ সকল,
তোমার আশ্রয়ে তারা আনন্দে বিহ্বল,
ধরিয়া মধুর তান মধুর কূজনে,
গায় গীতি দিবা রাতি বসি উচ্চাসনে।
পর উপকারে তরু জনম তোমার,
উন্নত হইয়া হও বিনীত সবার,
প্রকৃত উন্নত জন অবনত ভাবে,
বরণীর উপকার করে ধীর ভাবে।
হায়! ভারতের পূর্ব্ব আর্য্য নর নারী,
তোমার মতন তারা সাধু ইচ্ছা ধরি
পর উপকার ব্রতে আপন জীবন
গেছেন চলিয়া সবে দিয়া বিসর্জ্জন।
আহার আশ্রয় দান—দান ধর্ম্ম যত
আপন বাসনা সবে করিয়া সংযত,
অতিথির প্রতি করি আতিথ্য সৎকার
গেছেন দেখায়ে সবে মহত্ব অপার।
কিন্তু বিপরীত গুণে নরনারী আজ
গিয়াছে ভুলিয়া চির পূর্ব্ব ধর্ম্ম কাজ,
অহঙ্কার অলঙ্কার আজি তাহাদের
কিছুই নাহিক আর পূর্ব্ব সে ভাবের,
নাহি সে বিনীত ভাব দান ধর্ম্ম আর,
উন্নত হইয়া সবে গর্ব্বিত অপার,
আপন বিলাস পূর্ণ অথবা সঞ্চয়
এই রীতি আজিকার—মহা বিপর্য্যয়।
আদর্শ চরিত্র, তরু কিন্তু হে তোমার,
মহত্বের মানচিত্র মহত্ব শিক্ষার।

সুমতি।

মাতৃশোকার্ত্তা দুঃখিনী কন্যার বিলাপ।

কোথা মা প্রফুল্লময়ী কোথায় রহিলে।
আমা সবে ফেলে মাগো কেমনে পালালে॥
কোথায় রহিলে তুমি কোথায় মা গেলে।
আমাদের কি দুর্দ্দশা চক্ষে না দেখিলে॥
নয় দিবসের শিশু কি করে রাখিয়ে।
অকাতরে অনায়াসে পালালে ফেলিয়ে॥
এক দিন না দেখিলে করিতে রোদন।
দুই বর্ষ কি করে মা রয়েছ এখন॥
পূর্ব্বে মা তোমার কথা না করে পালন।
কত রাগ কত হিংসা করেছি তখন॥
তখন ভাবিনি তুমি হবে অন্তর্দ্ধান।
কালান্তক যম এসে লবে তব প্রাণ॥
তুমি সতী পুত্রবতী সুখে চলে গেলে।
নয় দিবসের শিশু প্রতি না চাহিলে॥
চতুর্দ্দশ দিন তারে করিনু পালন।
নিষ্ঠুর হইয়া সেও করিল গমন॥
এখন আমরা ভাই ভগ্নী পঞ্চজন।
অনাথা হইয়া মোরা করি মা রোদন॥
কি করিব,কোথা যাব, ভাবিয়া না পাই।
তোমার বিহনে মাগো সুখ শান্তি নাই॥
অকূল পাথারে মোরা দিতেছি সাঁতার।
তোমা বিনা জননী গো কে করিবে পার॥
যতই হতেছে মোর জ্ঞানের উদয়।
তোমা বিনা দেখি সব অন্ধকারময়॥
যত দিন এ দেহেতে রহিবে মা প্রাণ।
তত দিন শোকানল না হবে নির্ব্বাণ॥
কিছুতে এ ক্ষতি পূর্ণ হইবার নয়।
যখন পড়িবে মনে পুড়িবে হৃদয়॥
এ জগতে কেবা আছে জননী মতন।
যাঁহতে এ অবনীতে হল পদার্পণ॥
এ হেন জননী-রত্ন যেই হারায়েছে।
তার সম অভাগিনী জগতে কে আছে?
কত কষ্ট পেয়ে মাগো গিয়াছ চলিয়া।
সে সব স্মরিয়া মোর বিদরিছে হিয়া॥
তোমার মায়ের তুমি নয়নের মণি।
তাঁহারে ছাড়িয়ে কোথা রয়েছ জননী॥
তোমা ছাড়া হয়ে তিনি পাগলিনীপ্রায়।
কেবল আছেন সদা মৃত্যু প্রতীক্ষায়॥
এ সব দেখিয়ে তুমি কি করিয়া গেলে।
আমাদের প্রতি মুখ তুলে না তাকালে॥
মৃত্যুকালে তুমি মম পিতৃপদধূলি।
বাম হস্তে মস্তকেতে নিলে মাগো তুলি॥
এমন আশ্চর্য্য মৃত্যু দেখিনি কখন।
মৃত্যুর দুমাস অগ্রে বলেছ তখন॥
বলিলে "মা! ইন্দু তুমি শিশুমাত্র অতি।
না জানহ সংসারের কিছু ভাব গতি"॥
তখন জানিনি তুমি সত্যই মা যাবে।
পূর্ব্ব হতে আমাকে মা শিখায়ে রাখিবে॥
দ্বাদশ বৎসর কাল তোমা হারায়েছি।
সংসারের ভাব গতি কিছু না জেনেছি॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ মোর হল মা এখন।
দুই দিন ভিন্ন মাগো! না দিলে দর্শন॥
এত দিন না দেখে মা কাতরহৃদয়া।
কৃপা করি তনয়ারে লও মা ডাকিয়া॥
তোমার চরণে মাগো এই নিবেদন।
অতি শীঘ্র মা তোমারে পাই দরশন॥

কুমারী ইন্দুমতী সিংহ,
মুঙ্গের লালদরজা।

৪৪৫ ৪৪৬

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৫২ সংখ্যা } পৌষ ১২৯২—জানুয়ারী ১৮৮৫। { ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ব্রহ্মজয়—ব্রহ্মযুদ্ধ অতি সত্বরই শেষ হইয়াছে। দুই একটী সামান্য সংগ্রামের পর ব্রহ্মরাজ থিব ইংরাজ-সেনাপতি পেণ্টারগষ্টের হস্তে ধরা দিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের রত্ন-গিরি নামক স্থানে তাঁহার রাজ-কারাগার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার রাজকোষ হইতে ইংরাজেরা প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মদেশ আপাততঃ ইংরাজ-শাসনাধীন রহিল।

পার্লেমেণ্ট সভ্য মনোনয়ন—বিলাতে নূতন পার্লেমেণ্ট গঠন জন্য মনোনয়ন কার্য্য সমাধা হইয়াছে। রক্ষণশীল দলে ২৫২ এবং উদারনৈতিক দলে ৩৩৩ মত সংখ্যা হইয়াছে। এখনও আইরিস মত অনিশ্চিত থাকাতে গবর্ণমেণ্ট কোন্ দলের হস্তে অর্পিত হইবে স্থির হয় নাই। আমাদিগের বহুদিনের আশা নিষ্ফল হইয়াছে। বাবু লালমোহন ঘোষ অনেক ভোট সংগ্রহ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

কাউণ্টেস ডফরিণ ফণ্ড—গত ১০ই ডিসেম্বর টাউনহলে কাউণ্টেস ডফরিণ ফণ্ডের বঙ্গীয় শাখা প্রতিষ্ঠার জন্য এক সভা হইয়াছিল, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর স্বয়ং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই শাখায় ইতিমধ্যে ৩০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

নেপাল গোলযোগ—প্রধান মন্ত্রী রণদীপ

হত হওয়াতে তাঁহার বিধবা পত্নী,মৃত জঙ্গ বাহাদুরের কন্যা, ইংরাজ রেসিডেণ্টের আশ্রয় লইয়াছেন এবং তীব্র শোকোদ্দীপক একখানি আবেদনপত্র ইংলণ্ডেশ্বরীর সমীপে পাঠাইবার জন্য রাজপ্রতিনিধির নিকট পাঠাইয়াছেন। ঘাতকেরা তাঁহার সম্মুখে স্বামীকে গুলি করিয়া মারে, তিনি ন্যায় বিচারের প্রার্থিনী।

বধূশাসন—কলিকাতার কোন ভদ্র গৃহের ১২ বৎসরের একটী পুত্রবধূ একটী সন্দেশ চুরি করিয়া খাইয়াছিল বলিয়া জটিলা শাশুড়ী খুন্তি পোড়াইয়া তাঁহার গাত্রের নানা স্থান দাগাইয়া দেন। সিয়ালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেনের বিচারে এই শাশুড়ীর ৪ মাস কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। শাশুড়ীগণ সতর্ক হউন, সেকালের বৌজ্বালান ধর্ম্মপালন করিবার এ সময় নয়।

স্ত্রী-হাউস সর্জন—কুমারী প্রিডো নাম্নী একটী স্ত্রীলোক ১৯ জন পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভব করিয়া লণ্ডনের এক শিশু হাঁসপাতালের "হাউস সর্জন" পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। লণ্ডনে এরূপ পদে স্ত্রীলোক নিয়োগের এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

হিন্দু বিধবাবিবাহ— গত ৮ই [illegible]শ্রায়ণ নদিয়ার অন্তঃপাতী গয়েশপুর [illegible] রকমের একটী বিধবা- [illegible] বর হরিহরপুর গ্রামের একটী জমীদার, তাঁহার নাম অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বয়স ২৫ বৎসর; কন্যা গয়েশপুরের ৺ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা উমাসুন্দরী দেবী, বয়স ১১ বৎসর মাত্র। বরের এই প্রথম বিবাহ।

ভূপালের দুর্ভাগ্য— ভূপালের বেগম রাজ্যের কর্ত্রী। কিন্তু তাঁহার স্বামী অনেক বিষয়ে প্রভুত্ব প্রকাশ করাতে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজ্যসম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিবার আদেশ করেন। এখন প্রকাশ যে বেগম গোপনে স্বামীর পরামর্শ লইয়া কার্য্য করেন, ইহাও ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অসহ্য। বেগমকে এখন স্বামী বা রাজ্য হইতেই বা বঞ্চিত হইতে হয়।

বিলাতী প্রদর্শনী—আগামী চৈত্র মাসে লণ্ডনে "ইণ্ডিয়ান ও কলোনিয়াল এক্জিবিসন" নামে যে প্রদর্শনী হইবে, তাহাতে এ দেশের নবাব,রাজা রাজড়া ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগের যাইবার সুবিধা করিবার জন্য কুক কোম্পানীর প্রধানাধ্যক্ষ জন, এম, কুক সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাঁহার বোম্বাইয়ের ঠিকানা রাম্পার্চ রো এবং কলিকাতার ঠিকানা ১০॥ নং ওলড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট।

বঙ্গদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য বিলাতী প্রদর্শনীতে যাইবে,ইতিমধ্যে কলিকাতার যাদুঘরে কয়েকদিন তাহার প্রদর্শন হইয়া গিয়াছে। নদের কারীকরদিগের প্রস্তুত

আদর্শ পল্লীগ্রাম ও কুটী বীরভূমের গালার কাজ, ভাগলপুর, মুরসিদাবাদ ও বহরমপুরের তসর ও পাটের কাপড়, ঢাকা ও কলিকাতার সূক্ষ্ম কারুকরা কাপড়, মুঙ্গেরের আবলুশ কাঠ ও হাতির দাঁতের কাজ, সারণের মাটীর বাসন ও পাটনাই গ্লাস, মেদিনীপুরের মছলন্দ প্রভৃতি পদার্থ বিশেষ দর্শনীয়।

পুত্রোৎসর্গ।

যে সকল রমণীর পুত্র হয় না, তাঁহারা পুত্রের জন্য কত কামনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ঈশ্বরের প্রসাদে পুত্রনিধি পাইলে তাহাকে সুসন্তান করিবার জন্য কয় জন যত্ন করেন? পিতা মাতা পুত্রকে সর্ব্বদা আপনাদিগের রুচি, ইচ্ছা ও পার্থিব লাভের উপায় স্বরূপ করিবার জন্যই চেষ্টা করেন। পুত্র যদি বিষয়ী হয়, তাঁহাদিগের আনন্দের সীমা নাই; কিন্তু পুত্র যদি ধর্ম্মানুরাগী, স্বার্থশূন্য ও ঈশ্বরগতপ্রাণ হয়, তাঁহাদিগের কত দুঃখ ও ক্ষোভের উদয় হইয়া থাকে। যাহার ৫টী সন্তান হইয়াছে, সে একটী যমকে দিয়া বরং সন্তুষ্ট হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্যে, দেশের হিতব্রতে, জগতের কল্যাণসাধনে সহজে একটীকে উৎসর্গ করিতে পারে না। ঈশ্বরই দেন, ঈশ্বরই লন, সন্তানের উপর পিতামাতার কি অধিকার আছে? কিন্তু তথাপি মোহের কি আশ্চর্য্য শক্তি, স্বার্থপরতার কি প্রবল আকর্ষণ, মানুষ প্রাণ ধরিয়া ঈশ্বরের কাজে সন্তানকে ছাড়িয়া দিতে পারে না। আমাদিগের দেশে ইতিপূর্ব্বে 'পুত্রোৎসর্গ' প্রথা ছিল, পূর্ব্বকালে এ দেশের রমণীগণ মানত করিতেন, যদি দুইটী পুত্র হয়, প্রথমটীকে গঙ্গাকে দিবেন এবং বস্তুতঃ তাঁহারা পাষাণে বুক বাঁধিয়া যথাসময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিতেন। ইহাতে তাঁহাদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এরূপ কার্য্য নিতান্ত নৃশংস এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারমূলক। ইহা দ্বারা ঈশ্বরের কোন প্রিয় কার্য্য বা জগতের কোন হিত সাধিত হয় না। যাঁহারা সাধুকার্য্যে সন্তানকে নিযুক্ত করিতে পারেন, সন্তান হইতে স্বার্থ সাধনের কোন আশা করেন না, তাঁহারাই যথার্থ পুত্রোৎসর্গ ব্রত পালন করেন। পূর্ব্বকালে রাজপুত ও স্পার্টান বীররমণীগণ যখন স্বদেশ রক্ষার জন্য পুত্রদিগকে রণক্ষেত্রে যাইতে আরতি দিতেন, তখন তাঁহারা পুত্রোৎসর্গ করিতেন। এখন ভারতের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে জননীগণ স্বার্থশূন্য হইয়া দেশের হিতব্রতে সন্তানদিগকে উৎসর্গ না করিলে দেশের উদ্ধারের উপায় নাই।

ভারত বিশ কোটী নীচপ্রকৃতি, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, স্বার্থপর দাসের আবাসভূমি হইয়া কি উপকারে আসিবে? যদি এক শত ভারতবাসীর জীবন দেশের কল্যাণ-ব্রতে উৎসর্গীকৃত হয়, এরূপ এক এক সন্তান দ্বারা

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা পুণ্যবতীচ তেন।"

কুল পবিত্র, জননী ধন্যা এবং পৃথিবী পুণ্যবতী হইবেন।

পুত্রোৎসর্গ বিষয়ে পাঠিকাদিগকে একটী পুরাণ কথা শুনাইব।

প্রাচীনকালে ইহুদীদিগের দেশে এলকানা নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার দুই স্ত্রী হানা ও পেনিন্না। তিনি হানাকে সমধিক ভাল বাসিতেন, কিন্তু সে বন্ধ্যা ছিল। পেনিন্না সন্তানবতী বলিয়া গর্ব্বিতা ছিল এবং সপত্নী হানাকে অনেক বাক্য যন্ত্রণা প্রদান করিত। শিলনামক স্থানে ইহুদীদিগের দেবমন্দির ছিল, এলকানা প্রতি বৎসর তথায় পূজা দিতে যাইতেন। তিনি যে প্রসাদী লইয়া আসিতেন, তাহার অল্প অল্প অংশ বাঁটিয়া পেনিন্না ও তাহার পুত্র কন্যাগণকে দিতেন এবং বেশী ভাগ তাঁহার প্রিয়পত্নী হানাকে দিতেন। ইহাতে পেনিন্না আরও বিরক্ত হইয়া হানার বন্ধ্যাত্ব লইয়া গ্লানি করিত। এক বৎসর এলকানা সপরিবারে দেবমন্দির দর্শনে যান। সেখানে পেনিন্না হানাকে গঞ্জনা প্রদান করাতে সে আর কিছু আহার পান করিল না, কাঁদিতে লাগিল এবং হত্যা দিয়া তথায় পড়িয়া রহিল। সে ঈশ্বরের নিকটে করযোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিল "কৃপাময়! দাসীর প্রতি সদয় হইয়া একটী পুত্র সন্তান দেও। আমার গর্ভে যদি পুত্রসন্তান জন্মে, প্রভু, যাবজ্জীবনের জন্য তাহাকে তোমার দাস করিয়া দিব, তাহার মাথায় ক্ষুর বুলাইতে দিব না।" ইলাই নামে এক ব্যক্তি তৎকালে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত* ছিলেন, তিনি হানার ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহাকে উন্মত্তা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রাণের দুঃখে ঈশ্বরের নিকট কাঁদিতেছে জানিতে পারিয়া বলিলেন "বাছা তুমি এখন যাও, ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।"

এলকানা সপরিবারে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। দৈবঘটনায় অল্প দিন মধ্যে হানা গর্ভবতী হইলেন এবং একটী সুন্দর পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। ইহা ঈশ্বরের দান বলিয়া হানা ইহার নাম সামুয়েল বা দেবদত্ত রাখিলেন। পর বৎসর এলকানা সপরিবারে দেবমন্দির দর্শনে গেলেন, হানা সহযাত্রী হইলেন, কিন্তু মন্দিরে উঠিলেন না। তাঁহার স্বামী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "আমি এ পুত্রটীকে একেবারে ঈশ্বরকে দিব, অঙ্গীকার করিয়াছি; এ যে পর্য্যন্ত মাই-

* এ সময়ে ইহুদীদিগের কেহ রাজা ছিল না, তাহারা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ রাজা বলিয়া বিশ্বাস করিত, এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পুরোহিতের শাসনাধীন থাকিত।

ছাড়া না হয়, সে পর্য্যন্ত দেবতার সম্মুখে যাইব না।” তাঁহার স্বামী বলিলেন “তুমি যাহা ভাল বোধ কর, তাই কর; যে পর্য্যন্ত সন্তান মাইছাড়া না হয়, ইহাকে তোমার কাছে রাখিয়া পোষণ কর।”

দেবদত্ত যখন একটু বড় হইয়া স্তন্যপান ছাড়িল, হানা তখন আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া বলি ও নৈবেদ্য সহ সুকুমার পুত্রকে দেবমন্দিরে লইয়া গেল। পরে মন্দিরের পুরোহিতের চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া আপনার পরিচয় দিল এবং বলিল আমি ঈশ্বরের নিকটে এই পুত্রটীর কামনা করিয়াছিলাম, এবং ইহাকে তাঁহার চরণে স’পিয়া দিব অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তিনি আমার কামনা পূর্ণ করিয়াছেন, এখন ইহাকে যাবজ্জীবন তাঁহার সেবায় উৎসর্গ করিতে আসিয়াছি। পরে হানা এইরূপে ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করিতে লাগিল :—

“প্রভুকে লইয়া আমার হৃদয় আনন্দিত, প্রভুকে লইয়াই আমার গৌরব; প্রভু! আমি তোমার মুক্তিপ্রদ শক্তিতে বিশ্বাস করি, তাই তুমি শত্রুর নিকট আমার মস্তক উন্নত করিয়াছ।

প্রভুর মত পবিত্র কেহ নাই; আমাদের ঈশ্বরের মত অটল আশ্রয় কেহ নাই।

মনুষ্য! অধিক গর্ব্ব করিয়া কোন কথা বলিও না; তোমার মুখ হইতে দম্ভসূচক বাক্য যেন বহির্গত না হয়; কারণ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং তিনি সকল কার্য্যের বিচার করেন।

ধনুর্দ্ধরদিগের ধনু ভগ্ন হইয়া যায়, যাহারা চলৎশক্তিহীন, তাহারা কটি বাঁধিয়া দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হয়।

ধনধান্যে যাহাদের ভাণ্ডার পূর্ণ ছিল, উদরের জ্বালায় তাহারা দাসত্ব করে; যাহারা ক্ষুধায় মরিত, তাহারা সচ্ছন্দে আহার পান করে। বন্ধ্যা সাত পুত্রের মাতা হইয়াছে, বহু পুত্রবতী ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িয়াছে।

ঈশ্বর মারেন, আবার তিনিই স্বহস্তে বাঁচান।

প্রভু ধনীকে দরিদ্র করেন, আবার দরিদ্রকে ধনী করিয়া থাকেন, তিনি উচ্চ মাথা নত করেন, আবার নতকে উন্নত করিয়া থাকেন।

তিনি ধূলা হইতে গরিবকে তুলিয়া এবং জঞ্জাল রাশির মধ্য হইতে ভিখারীকে বাছিয়া লইয়া রাজাদিগের মধ্যে বসাইয়া দেন এবং উচ্চ গৌরবের অধিকারী করেন। কারণ পৃথিবীর অবলম্বন-স্তম্ভ ঈশ্বরেরই এবং তিনি সংসারকে তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

তিনি ধার্ম্মিকদিগের পদ অক্ষত রাখিবেন, দুর্বৃত্ত লোকেরা অন্ধকারের মধ্যে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে, কারণ বলদ্বারা কোন মনুষ্য জয়যুক্ত হইবেক না।”

হানা বিধিমতে ঈশ্বরের পূজা সমাপন

করিয়া পুরোহিতের হস্তে সন্তানটীকে সমর্পণ করিল এবং পরে আপনার গৃহে ফিরিয়া গেল।

দেবদত্ত দেবমন্দিরে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ইলাই পুরোহিত তাহাকে সন্তানবৎ স্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপ্রাণা মাতা প্রতি বৎসর স্বামীর সহিত ঈশ্বরের পূজা দিতে আসিতেন, তখন তিনি দেবদত্তের জন্য এক একটী ছোট জামা প্রস্তুত করিয়া আনিতেন, বালক তাহা পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইত। ঈশ্বরের কৃপায় হানার আর তিন পুত্র ও দুই কন্যা হইল।

এ দিকে ইলাই পুরোহিত বৃদ্ধ হইলেন, হফনি ও ফিনিহাস নামে তাহার দুই পুত্র অত্যন্ত দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিল। তাহারা নানা প্রকার কুকার্য্যে রত হইল, যাত্রীদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল এবং ঈশ্বরের নৈবেদ্যের অগ্রভাগ বলপূর্ব্বক আপনারা লইতে লাগিল। কথিত আছে, পরমেশ্বর ইলাইকে ইহার জন্য অনুযোগ করিয়াছিলেন এবং তাহার বংশ উচ্ছেদ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন। তখন তিনি দেবদত্তকে তাঁহার যাজক বলিয়া মনোনীত করিলেন। এ সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য উপাখ্যান আছে। দেবদত্ত একদিন নিদ্রিত, "সামুয়েল, সামুয়েল" বলিয়া কে তাহাকে ডাকিল। বালক সাড়া দিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ইলাইর নিকট গমন করিল এবং বলিল "আপনি আমাকে কেন ডাকিয়াছেন?" ইলাই বলিলেন "বৎস! আমি তোমাকে ডাকি নাই, যাও, নিদ্রা যাও।" বালক শয়ন করিল। আবার "সামুয়েল, সামুয়েল" আহ্বানধ্বনি হইল, বালক আবার বিনীতভাবে পুরোহিতের নিকটে গিয়া বলিল "আপনি কেন ডাকিয়াছেন?" পুরোহিত আবার তাহাকে শয়ন করিতে বলিলেন। বালক নিদ্রিত হইয়া আবার সেই আহ্বানধ্বনি শুনিয়া পুরোহিতের নিকটে আসিল। তখন ইলাই বুঝিলেন, প্রভু পরমেশ্বর ইহাকে ডাকিয়াছেন। তিনি বলিলেন "বৎস, তুমি ঘুমাও গিয়া, যদি আবার কেহ ডাকেন শুনিতে পাও, বলিও "প্রভু! কি আজ্ঞা হয় বলুন, দাস শুনিতেছে।" পরে ঈশ্বর পুনরায় "সামুয়েল" বলিয়া ডাকিলে বালক বলিল "প্রভু, কি আজ্ঞা হয়, বলুন, দাস শুনিতেছে।" তখন পরমেশ্বর, ইলাই বংশ যেরূপে ধ্বংস করিবেন, বলিলেন। ইলাই পরদিন প্রভাতে দেবদত্তের মুখে ইহা শুনিয়া ভীত হইলেন। কিছুদিন পরে ইলাই ও তাঁহার পুত্রদ্বয় হত হইলেন। তখন দেবদত্ত ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত যাজক হইয়া ইহুদীদিগকে শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবন অতি পবিত্র ও সকলের শ্রদ্ধেয় ছিল, তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ঈশ্বরের ধর্ম্মশাসন ইহুদীদিগের নিকট প্রচার করিয়া পবিত্র ভাবে জীবন অবসান করিলেন।

স্ত্রী-বুদ্ধি।

পারস্য দেশের অন্তর্গত ইস্পাহান নগরে মরিয়ম খিবি নাম্নী এক স্ত্রীলোক বাস করিতেন; তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। কন্যাটি দেখিতে যেমন রূপবতী, শিক্ষা, স্বভাব ইত্যাদিতেও তদ্রূপ গুণবতী হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ কন্যার নাম নেশাই নোবিয়া। পারস্য দেশের অনেক লেখক মহাশয় মরিয়ম-কন্যার রূপ এবং গুণের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। নোবিয়ার অতুল শক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিদ্যাবত্তা এবং সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে পারস্য ইতিহাসে বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুন্দর গল্প আছে; পাঠিকাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা তাহার কয়েকটী অনুবাদ করিয়া দিলাম।

আশ্চর্য্য স্মরণ শক্তির জন্য মরিয়মকন্যার বিশেষ খ্যাতি ছিল। একদা এক চিকিৎসকের সহিত ঔষধের হিসাব লইয়া তাঁহার বিবাদ হয়; চিকিৎসক কিছু অধিক টাকার দাবী করেন। নোবিয়া বলিলেন, "চিকিৎসক মহাশয় তাঁহার পীড়িতাবস্থায় যে সমস্ত ঔষধ দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ আছে, সুতরাং তাঁহার (নোবিয়ার) হিসাব অভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।" চিকিৎসকের মনের সন্দেহ ইহাতেও সম্পূর্ণ ভাবে তিরোহিত হইল না। নোবিয়া বলিলেন, "চিকিৎসক মহাশয়! আপনি আপনার খাতা পত্র লইয়া আসুন; লিখিত হিসাব না দেখিলে বিচার্য্য বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হওয়া সুকঠিন।" চিকিৎসক মহাশয় যথাসময়ে হিসাবপত্র আনয়ন করিলে, নোবিয়া বলিলেন "ভিষগ্‌বর! আপনি আমার সামান্য হিসাবের নির্ভুলতা বিষয়ে সন্দেহ করেন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। আপনি আমার সমস্ত জীবনে আমাকে যে সকল ঔষধ দিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকের নাম, পরিমাণ, প্রয়োগ প্রণালী এবং প্রত্যেক বারের হিসাব আমি বলিয়া দিতে পারি। স্মৃতিশক্তি পরীক্ষার জন্য ভিষগ্‌বর খাতা খুলিলেন, এবং নোবিয়া সুন্দরী অম্লানবদনে বিদ্যালয়ের ছাত্রের ন্যায় দ্বাদশ বৎসরের ঔষধের হিসাব মুখে মুখে বলিয়া দিলেন। ভিষগ্‌বর আশ্চর্য্য হইয়া ঔষধের সমুদয় মূল্য নোবিয়াকে পুরস্কার স্বরূপ দিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। নোবিয়া যদি ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার 'নারী—মেধ্রিয়াবেধি' উপাধি হইত।

এক বার এক বাদসাহের বাটীতে নোবিয়ার নিমন্ত্রণ হয়। বাদসাহের সচিবশ্রেষ্ঠ বলিলেন, নিকটবর্ত্তী যতগুলি অধিপতি আছেন, তাঁহাদের সকলের গৃহে সচরাচর যে সকল উপকরণাদি প্রস্তুত হয়, আমার গৃহে অদ্য যেন তদ-

পেক্ষা অধিক পরিমাণে উপকরণ প্রস্তুত হইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরিত হইবার বন্দোবস্ত করা হয়। নোবিয়া বলিলেন "আমি নিকটস্থ পঞ্চবিংশ জন নরপতির বাটীতে আহার করিয়াছি; তাঁহারা সচরাচর যে প্রকার উপকরণ দিয়া আহার ক্রিয়া সমাপন করেন, তাহা আমি জ্ঞাত আছি।" এই বলিয়া তিনি প্রত্যেক নরপতির আহার্য্য দ্রব্যের তালিকা দিলেন; অনুসন্ধানে তাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

টিহারাণ সহরের কোন লেখক লিখিয়াছেন, এক সময়ে এক রাজপুত্রের সহিত নোবিয়া সুন্দরী "খাদি' ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। "খাদি" খেলা আমাদের দেশের শতরঞ্চ বা দাবা খেলার সহিত তুলনীয় হইতে পারে; "আইন আকবরী" গ্রন্থে ঐ খেলার উল্লেখ আছে। দাবা খেলার যতগুলি উপকরণের বা মূর্ত্তির আবশ্যক হয়, "খাদি" খেলায় তাহার চতুর্গুণ মূর্ত্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্রীড়ার অর্দ্ধাংশ সমাপ্ত হইলে রাজপুত্র কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যবশতঃ উঠিয়া যান, এবং নোবিয়ার স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য যে পর্য্যন্ত খেলা হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত সমগ্র হিসাবটি এক খানি কাগজে লিখিয়া রাখেন। এই ঘটনার ছয় বৎসর কাল পরে ঐ রাজপুত্রের সহিত নোবিয়ার সাক্ষাৎ হয়; তখন আবার পূর্ব্বের খেলা আরম্ভ হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নোবিয়া আনুপূর্ব্বিক পূর্ব্বার্দ্ধ খেলাটির সমস্ত হিসাব প্রদান করিলেন এবং সেই মত মূর্ত্তিগুলি বসাইয়া খেলিতে আরম্ভ করিলেন। রাজপুত্র বিস্মিত ও বিমোহিত হইয়া মেয়েটিকে এক গাছি সুবর্ণ বলয় পুরস্কার দিয়াছিলেন।

নোবিয়ার স্মরণশক্তির আরও অনেক উদাহরণ দৃষ্ট হয়। তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধিরও বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কথিত আছে, তিনি এরূপ বলবতী ছিলেন যে, দুই তিন বার দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়াও প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিলেন। একবার এক জন বলবান দস্যুকে তিনি মুষ্ট্যাঘাতে নিহত করেন। যাহাহউক, নোবিয়ার ধর্ম্ম নিষ্ঠা, সরল বিশ্বাস ও সাধুজীবনের আমরা যথেষ্ট প্রশংসা করি। এই জন্যই তাঁহার এত আদর ও খ্যাতি বাড়িয়াছে। এক জন হিন্দু বণিক এক পৌত্তলিক মূর্ত্তি উপস্থিত করিয়া নোবিয়াকে পূজা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। নোবিয়া তাহা জলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, ইহা আপনার পূজ্য হইতে পারে, কিন্তু "ইহা আমাদের উপাস্য নহে; মাটির মূর্ত্তি কখনই ঈশ্বরের তুল্য শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রাপ্ত হইবার পাত্র হইতে পারে না। বহুপ্রকার প্রলোভনেও নোবিয়া এই উপাসনায় রত হয়েন নাই।" তাঁহার অটল ধর্ম্মবিশ্বাসের আরও অনেক উদাহরণ বর্ণিত আছে।

মিতাক্ষরা মতে দোষীর বিচার ।

আমরা 'ভয় ও মূর্খতার বংশাবলী' প্রস্তাবে মানুষদিগের ভূতযোনিতে কেমন আশ্চর্য্য বিশ্বাস, তাহারি বর্ণনা করিয়াছিলাম। কিন্তু এই কুসংস্কার-মূলক বিশ্বাসে যত অপকার ও অনিষ্ট হয়, মূর্খতাসম্ভূত আইন প্রণালী ও শাস্ত্রবিধি হইতে তদপেক্ষা অনেক অধিক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ভূতের ভয় মন একটু দৃঢ় করিতে পারিলে অথবা দুই একজন লোক সঙ্গে পাইলে এড়ান যায়, কিন্তু কুবিধি ও নিষ্ঠুর আইনের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সহজসাধ্য নহে। জ্ঞানালোকের অভাবে মানুষ যে কত বালকত্বের পরিচয় দিতে পারে এবং অসঙ্কোচে কত অন্যায় ও ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়, নিম্নলিখিত পরীক্ষা প্রণালী গুলিতে তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে।

মিতাক্ষরার মতে দোষ পরীক্ষার ৯টী উপায়;—(১) তুলাদণ্ড পরীক্ষা, (২) অগ্নি পরীক্ষা, (৩) জল পরীক্ষা, (৪) বিষ পরীক্ষা, (৫) কোষ পরীক্ষা, (৬) তণ্ডুল পরীক্ষা, (৭) তৈল পরীক্ষা, (৮) লৌহ-পরীক্ষা, (৯) বিগ্রহ পরীক্ষা।

১। তুলাদণ্ড পরীক্ষা—কোন ব্যক্তির নামে দোষের অভিযোগ হইলে তাহাকে রাজদ্বারে আনয়ন করা হয়। তথায় কড়ীকাঠ, দড়ী ও পাল্লা ঠিক্ করিয়া খাটান হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এক দিন উপবাসী রাখা হয়। একজন পুরোহিতও তাহার সঙ্গে উপবাসী থাকিয়া হোম ও অগ্নিপূজা করেন। পরে আসামীকে নির্দ্দিষ্ট দাঁড়ী পাল্লায় ওজন করিয়া তাহার ভার কত হইল, লিখিয়া লওয়া হয়। এই সময় ব্রাহ্মণ-গণ তুলাদণ্ডের নিকট দণ্ডবৎ প্রণাম করেন এবং শাস্ত্রসম্মত মন্ত্রপাঠ করত অভিযোগের মর্ম্ম একখানি কাগজে লিখিয়া অভিযুক্তের মস্তকে বাঁধিয়া দেন। অল্পক্ষণ পরে পুনরায় তাহাকে ওজন করা হয়। এখন সে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভারী হইলে দোষী, কম ভারী হইলে নির্দ্দোষী বলিয়া গণ্য হয়। যদি পূর্ব্বেও যেমন, এখন তেমনি ভারী হয়, আবার ওজন করা হয়, ভার একটুমাত্রও বেশী কিম্বা কম হইলেই বিচার তদনুরূপ হয়। ওজন করিতে যদি দাঁড়ীপাল্লা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে দোষ নিশ্চয় সপ্রমাণ হয়।

২। অগ্নি পরীক্ষা—৯ হস্ত দীর্ঘ ও ২ হস্ত প্রস্থ একটা চুল্লী খুলিয়া তাহাতে অশ্বত্থ কাষ্ঠের অগ্নি জ্বালা হয়, পরে অগ্নি পূজা হইলে অভিযুক্তকে তাহার উপর রিক্তপদে অর্থাৎ খালি পায়ে যাইতে হয়। পা পুড়িলেই সে দোষী, না পুড়িলেই নির্দ্দোষী।

৩। জল পরীক্ষা—অভিযুক্তকে নদী বা পুষ্করিণীর নাভিদেশ পর্য্যন্ত জলে দাঁড় করান হয়। পরে এক ব্রাহ্মণ লাঠিহস্তে জলে নামিয়া তাহার নিকট দাঁড়ান। এই সময় একজন ধানুকী তীর হইতে ৩টী শর ছোড়ে, অমনি সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী শর কুড়াইয়া আনিবার জন্য একটী লোক ছুটিয়া যায়। সে শর ধরিলে জলের ধার হইতে আর এক ব্যক্তি তাহার নিকট দৌড়িয়া যায়। এই সময় অভিযুক্তকে দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণের পদ বা দণ্ড ধরিয়া জলে ডুব দিতে বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তি শর লইয়া ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে অভিযুক্ত যদি ভাসিয়া উঠে, তবে সে দোষী, নতুবা নির্দ্দোষী। কাশীর নিকট জল পরীক্ষার কিছু সহজ উপায় আছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পা ধরিয়া জলে ডুব দিলে এক ব্যক্তি আস্তে আস্তে ৫০ পা চলিয়া যায়, তাহার চলা শেষ হইবার পূর্ব্বে ভাসিলে দোষ সপ্রমাণ হয়।

৪। বিষ পরীক্ষা—ব্রাহ্মণেরা হোম করিতে থাকেন, সেই সময় অভিযুক্তকে স্নান করিয়া আসিয়া এক ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে ২৷৷ রতি পরিমাণ বিষনাগ নামক বৃক্ষের শিকড় বা ৬৪ রতি পরিমাণ সেঁকো বিষ ঘৃতের সহিত মিশাইয়া খাইতে হয়। বিষের কোন গুণ প্রকাশ না হইলে সে নির্দ্দোষী, প্রকাশ হইলেই দণ্ডনীয় হয়। বিষ পরীক্ষার আর এক প্রণালী আছে। একটী মাটীর ভাণ্ডে কুণ্ডলীকৃত একটী সর্প রাখিয়া দেওয়া হয়, পরে তাহার উপর একটী আংটী ও মোহর বা টাকা ফেলিয়া দেওয়া হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তি অক্ষত অঙ্গুলিতে দ্রব্যগুলি তুলিয়া লইতে পারিলে নির্দ্দোষী, নতুবা দোষী।

৫। কোষা পরীক্ষা—কোষার জলে কোন বিগ্রহ ধুইয়া সেই জল ৩ গণ্ডূষ অভিযুক্তকে পান করিতে দেওয়া হয়। ১৪ দিনের মধ্যে তাহার কোন প্রকার পীড়া প্রকাশ হইলেই দোষ সাব্যস্ত হয়, নতুবা সে নিষ্কৃতি পায়।

৬। তণ্ডুল পরীক্ষা—যখন অনেক ব্যক্তির উপর চুরির সন্দেহ হয়, তখন একটী শালগ্রামের সহিত সমান পরিমাণ চাউল ওজন করা হয়, অথবা এক মুটা চাউল লইয়া তাহার উপর মন্ত্র পড়া হয়। সন্দেহ-ধৃত ব্যক্তিদিগকে এই পড়া চাউল কিছু কিছু চিবাইতে দেওয়া হয় এবং চর্ব্বিত চাউল অশ্বত্থ পাতা বা ভূর্জ-পত্রের উপর ফেলিতে আদেশ করা হয়। যাহার যাহার চর্ব্বিত চাউল শুষ্ক বা রক্তাক্ত দেখা যায়, তাহাদিগকে চোর বলিয়া ধরা হয়, অপর সকলে নিষ্কৃতি পায়।

৭। তৈল পরীক্ষা—ইহা অতি সহজ উপায়। কটাহে তৈল তপ্ত করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহাতে হাত ডুবা-ইতে বলা হয়। যদি হাত পোড়ে, সে দোষী, নতুবা নির্দ্দোষী।

৮। লৌহ পরীক্ষা—লৌহের গোলা বা তরবারের অগ্রভাগ তপ্ত করিয়া লাল করা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাতে হাত দিয়া দগ্ধ হইলেই দোষী বলিয়া দণ্ডনীয় হয়, নতুবা খালাস পায়।

৯। বিগ্রহপরীক্ষা—ধর্ম্মের মূর্ত্তি রূপা এবং অধর্ম্মের মূর্ত্তি লৌহ বা মৃত্তিকাতে গঠিত হইয়া একটী কলসের মধ্যে রাখা হয়। পরে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দুইটী মূর্ত্তির একটী বাহির করিতে বলা হয়। রূপার মূর্ত্তি বাহির করিলে ধর্ম্ম তাহার পক্ষে, নতুবা সে দোষী ও দণ্ডার্হ হয়। মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কখন কখন শাদা ও কাল কাপড়ের উপর ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আকৃতি চিত্রিত হইয়া ঐরূপে ব্যবহৃত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরীক্ষার ভিন্ন ভিন্ন বিধি। ব্রাহ্মণের তুলা, ক্ষত্রিয়ের অগ্নি, বৈশ্যের জল এবং শূদ্রের পক্ষে বিষ পরীক্ষাই প্রশস্ত। মতান্তরে ব্রাহ্মণের পক্ষে বিষ ভিন্ন সকল পরীক্ষাই হইতে পারে, তুলাপরীক্ষা অপরাপর জাতির পক্ষেও ব্যবহার্য্য। বিষ ও জলপরীক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীলোকের পক্ষে ব্যবস্থাপক যেমন সদয়, শূদ্রের প্রতি তেমনি নির্দ্দয়।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ হিন্দু যেমন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থামতে চলেন, বেহার ও উত্তর পশ্চিমের অনেক স্থানের হিন্দুগণ সেইরূপ মিতাক্ষরার বিধি অনুসরণ করিয়া চলিয়া থাকেন। উপরে মিতাক্ষরার যে সকল বিধি উল্লিখিত হইল, তাহা কেবল কথার কথা বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থাতেও এই ব্যবস্থা অনুসারে বিচার করিতে হইত, অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত উভয়েই ইহার পক্ষপাতী ছিল এবং ইহাকে ধর্ম্মের সাক্ষাৎ বিচার বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত। সাক্ষী আনিয়া আদালত করিয়া বিচার মানুষের বিচার, তাহাতে তাহারা সম্মত হইত না। অনেক কষ্ট করিয়া ইংরাজ বাহাদুরদিগকে ধর্ম্মের বিচার তুলিয়া দিয়া মানুষের বিচার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে। পাঠিকাগণ! পরীক্ষা গুলির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন, কোনটাতে যদি কোনও যুক্তি থাকে। মনে ভয় হইলে দুই একটী পরীক্ষা কার্য্যকর হইতে পারে. যেমন চাউল চর্ব্বণ, মুখ শুকাইলে চাউলও শুষ্ক বাহির হইবে। কিন্তু দোষীও অনেক সময় নির্ভয় এবং নির্দ্দোষীও ভয়ার্ত্ত হয়। তুলা, জল, তণ্ডুল, কোষা ও বিগ্রহ পরীক্ষা তত কঠোর নহে, কিন্তু আর ৪টী পরীক্ষায় দেহ ও প্রাণ হানির সম্ভাবনা। দোষ সাব্যস্ত করিবার জন্য এই দণ্ড! ইহার পর আবার দোষের দণ্ড আছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ এইরূপ পরীক্ষায় সম্মত কেন, তাহারও গূঢ় রহস্য আছে। সহস্র ধারার ভাণ্ডে যাত্রাওয়ালার রাধার জল আনা ও সতীত্বের প্রমাণ দেওয়া অনেকেই দেখিয়াছেন। শুধু ভাণ্ডে জল পড়িয়া যায়, কিন্তু ছিদ্রগুলির উপরে

গোময় লেপন করিলে আর জল পড়ে না। উপরি-উক্ত পরীক্ষা সকলে উত্তরাইবার জন্য এইরূপ কৌশল ছিল। হাতে বা পায় কোন দ্রব্য মাখিয়া অথবা বিষঘ্ন ঔষধ খাইয়া দোষী ব্যক্তিও ভয়ানক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত, নির্দ্দোষী সে কৌশল না জানিলে মারা যাইত। কি অবিচার, বিচারের গুণে নির্দ্দোষী দোষী এবং দোষী নির্দ্দোষী হইয়া যায়! দোষীরা সাক্ষী প্রমাণে আদালতে ধরা পড়িবে বলিয়া ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া কৌশলে পার পাইত। ধর্ম্মের অন্ধবিশ্বাসীদিগের চক্ষে ইহা অলৌকিক ঐশ্বরিক ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইত। আজিও মানুষের কত বিষয়ে এইরূপ অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার আছে, কে গণনা করিবে?

রমণীর প্রেম।

১

ঊষা রাণী কোলে সুখের স্বপন,
পূর্ব্বাসার দ্বারে তরুণ তপন;
মুঞ্জ কুঞ্জ তলে, শিশিরের স্থলে,
কত ভালবাসি বিহগীর গান;
কত ভালবাসি কুসুমের হাসি,
আকাশ-তারকা,—কোচন র রাশি;
ঠেলিয়ে সে ভালবাসা, প্রকৃতি-প্রেমের
আশা,
কে আজি হৃদয়ে পাতিল আসন?
—বুঝিয়াছ—তুমি পরশ রতন।

২

প্রকৃতির ডোরে বাঁধা ছিল প্রাণ,
প্রকৃতির সাথে ধরিতাম তান;
কালিন্দীর কূলে, কদম্বের মূলে,
জাগায়ে যমুনা বহিত উজান।
তুলিতাম ফুল, গাঁথিতাম মালা,
ভাসাতেম জলে হইয়ে উতলা;
কভু বা লহর ধরি, একটী একটী করি
কোল দিয়ে তায় রেখেছি বাঁধিয়া;
দিয়েছি সোহাগে মালা পরাইয়া।

৩

ক্ষীণ ফুল প্রাণ—শিথিল গাঁথনি,
ছিঁড়িয়াছে তাও দুরন্ত এমনি।
পরের সে ধন, পরের যতন,—
চাংনি কথনি,—গিয়েছে ছুটিয়া।
থাকিতাম বসে একাকী বিরলে,
এক বিন্দু অশ্রু বারি ঝরিত যে জলে,
আবার আসিত ঢেউ, চলিয়া যাইত সেও,
বুঝিত না মম মরম বেদন;
কে ভাঙ্গিল আজি সে সুখ স্বপন?

৪

বোঝেনা প্রকৃতি ভালবাসা মোর,
কিন্তু প্রিয়া সদা প্রেমেতে বিভোর;

তুষিতে অপরে, সেই অকাতরে,
ভস্ম মাঝে যেই লুকান রতন।
চাইনা চাইনা ভালবাসা তোর,
তুইলো প্রকৃতি বড় প্রিয় মোর;
বসিয়ে তোমার কোলে, ভাসি নয়নের জলে,
জীবন সঙ্গীত গাইব যখন,
শুনাইব যবে মরম বেদন,

৫

একটী নিশ্বাস দিও উপহার,
ফেলিও দু বিন্দু নয়ন আসার!
জীবন শ্মশান,—হৃদয় পাষাণ—
এ হইতে আর চায় না অধিক।
চাইনা অমিয়া—স্বরগের সুখ,—
বুক পেতে ল'ব সংসারের দুখ,—
চাই শুধু ভক্তি ভরে,প্রকৃতির পূজা করে,
মরিবারে সুখে,—অহো—একি বিড়ম্বনা!
কে ভাঙ্গিল আজি সুখের স্বপন?

৬

বুঝিব কেমনে বিধির কি লীলা?
যেন শিশুটির শৈশবের খেলা!
যতনে গড়িয়া, ফেলিছে ভাঙ্গিয়া,
আবার গড়িছে—মনের মতন।
একটী প্রবাহে ছিলাম ডুবিয়া,
ছিল না কিছুই আমার বলিয়া;
পরের ছিলাম আমি,ছিল মম অন্তর্যামী,
কে আজি আমারে বলিছে আমার,—
পরের জীবনে কার অধিকার?

৭

কেউত কভু ও কথাটী কয় নি,
আমার বলিয়া ফিরেও চায়নি;
কে তুমি কামিনী, শান্তি স্বরূপিণী,
কি সাধে শ্মশানে রাজত্ব পাতিলে?
কাঙালের ভাগ্যে মাণিক জোটেনা,
মরুভূমে কভু কুসুম ফোটেনা;
বুঝি পথ হারাইয়ে,শান্তির বীণাটী লয়ে,
স্বরগ ত্যজিয়া—এসেছ ধরায়;
ছলিতে পাপীরে কপট মায়ায়!

৮

অমিয়ার ধারা, ছোটে পায় পায়,
প্রেম উন্মাদিনী কি সঙ্গীত গায়;
শূন্যে বীণা বাজে, হৃদয়ের মাঝে,
তন্ত্রীগুলি যেন উঠিছে নাচিয়া।
বুঝিয়াছি তুমি পরশ রতন;
পরশেই সোণা—শ্মশান জীবন।
জীবনের ধ্রুব তারা,অতুল অমিয়া ধারা,
এ রতন বিনে জীবন মরণ;
রমণীর প্রেম—মন্দার তুলন।

৯

তাই ভাঙ্গা তরী—প্রলয়ের জলে,
রাখিছ বাঁধিয়া আপনার ব'লে;
যতনে সাজায়ে, প্রেমেতে মাখায়ে,
ভাল বাস যদি আমিও বাসিব,
আবার জীবন সঙ্গীত গাইব;
সাধিব না প্রকৃতিরে, নাই বা চাইল ফিরে,
বীণাটী বাজায়ে করিও সঙ্গীত;
রমণীর প্রেম পরশ নিশ্চিত॥

কোলজাতি।

ছোট নাগপুরের অন্তর্গত রাঞ্চি ও সিংহভুম জেলাতে কোলজাতির বাস। কোলেরা প্রায় সাঁওতালজাতির সদৃশ। কিন্তু এই দুই জাতির মধ্যে অনেক বিভিন্নতাও আছে। সাঁওতালদিগের মধ্যে দুই একটী গৌরবর্ণ দেখা যায়। কোল জাতির মধ্যে গৌরবর্ণ অতি বিরল। সাঁওতালী স্ত্রীলোকেরা হাতে, পায় ও বুকে উল্কি পরে; কোলজাতীয় স্ত্রীলোকেরা কেবল কপালে একটী টিপ কাটে। সাঁওতালী স্ত্রীলোকেরা কাণের পাতায় বড় ছিদ্র করিয়া শোলা কিম্বা তাল পাতার কর্ণফুল ব্যবহার করে, এজন্য কাহারও কাহারও কাণের পাতা সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া যায়। কোলজাতীয় স্ত্রীলোকেরা তদ্রূপ করে না, কিম্বা সাঁওতালী স্ত্রীলোকদিগের মত পিতলের গহনা ও পুতির মালাও ব্যবহার করে না। কাণের পাতা দেখিলেই সাঁওতাল কি কোল জাতি সহজে জানা যায়।

কোলজাতির স্বাভাবিক বর্ণ কাল। কিন্তু বর্ণ কাল হইলেও ইহাদিগের মুখ-শ্রী ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব আছে। ইহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগকে হৃষ্টপুষ্ট দেখায়।

কোলজাতিরা পূর্ব্বে উলঙ্গ থাকিত। এক্ষণে স্ত্রী, পুরুষ সকলেই এক প্রকার কৌপীন ব্যবহার করে। এজন্য পশ্চাদ্দিক হইতে দৃষ্টি করিলে পুরুষ কি স্ত্রীলোক হঠাৎ ঠিক্ করা যায় না। যে সকল কোল পাহাড়ের উপর জঙ্গলে বাস করে, তাহারা এখনও উলঙ্গ থাকে শুনা যায়। কেহ কেহ বা গাছের বল্কল ও পাতা পরিধান করে। যাহাদিগের সহরের নিকট বাস, তাহারা কাপড় ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে এবং অনেক পরিমাণে সভ্যও হইয়াছে। ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা হাটে বাজারে যাতায়াত করিবার সময় কৌপীনের উপর এক প্রকার শাড়ী ব্যবহার করে, কিন্তু বাটীতে গিয়াই খুলিয়া রাখে। শাড়ীগুলি দীর্ঘ বটে, কিন্তু অল্প-পরিসর বলিয়া কেবল জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এজন্য স্ত্রীলোকেরা বসিবার সময় হাঁটু পাতিয়া বসে। শাড়ীগুলি এত পুরু যে এক বৎসর কাল ব্যবহৃত হইলেও সহজে ছিঁড়িয়া যায় না। এরূপ কৌপীন ও শাড়ী কোলেরা নিজে নিজেই প্রস্তুত করে, কখন বা হাট হইতেও কিনিয়া লয়।

কৃষিকার্য্য কোলদিগের প্রধান উপজীব্য। ইহারা শাক, সবজী, ধান্য, গম, সরিষা, বুট, সুর্গুজা (তিলের মত এক রূপ তৈলোৎপাদক শস্য), ও ইক্ষু চাষ করে। কৃষিকার্য্য না থাকিলে ইহারা মজুরীও করিয়া থাকে। ইহারা মাটী কাটে, মোট বয়, ঘর বান্ধে, বাগানের কার্য্যও করে।

কোলেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সমান পরিশ্রম করিতে পারে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিলেও ইহারা ক্লান্ত হয় না। গৃহস্থালয়ে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, ইহারা কখনও আলস্য করে না। একবার দেখাইয়া দিলে, সমস্ত দিন সেই কার্য্য করিয়া থাকে। গৃহস্থকে পুনরায় আর কিছুই বলিতে হয় না। সিংহভূম জেলায় ইহা-দিগের পুরুষের দৈনিক মজুরী /১৫ দেড় আনা, ও স্ত্রীলোকের /০ এক আনা মাত্র।

কোলজাতিরা এক প্রকার মদ্য পান করে, তাহাকে তাহারা "হাড়িয়া" (ধেনো মদ) বলে। এরূপ মদ্য ইহারা নিজে নিজেই প্রস্তুত করে। তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে কোন কর দিতে হয় না। পাহাড়ে এক প্রকার বাকস গাছ আছে। ঐ গাছের শিকড় চাউলের সহিত সিদ্ধ করিয়া তিন চারি দিন পর্য্যন্ত বড় বড় হাঁড়িতে ভরিয়া ঢাকিয়া রাখে। ঐ ভাত পচিলে, তাহা জলের সহিত চটকাইয়া এক প্রকার চালুনী দ্বারা ছাঁকিয়া লয়। ঐ ছাঁকা মণ্ডের নাম হাড়িয়া। ইহা বলকারক, মাদকও বটে। অধিক পান করিলে মত্ততা হয়। কোলজাতীয় স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলেই দিবাতে কেবল হাড়িয়া মদ্য পান করিয়া থাকে, এবং রাত্রে অন্ন ভোজন করে। দূরে কোন স্থানে কার্য্য করিতে হইলে, কোলেরা ভাঁড়ে করিয়া হাড়িয়া লইয়া গিয়া তথায় পান করে।

কোলজাতি সকল প্রকার মাংসই আহার করে। মাংস প্রায়ই ইহারা পোড়াইয়া খায়। উই পোকা ও লাল পিপীলিকার ডিম্ ইহারা অত্যন্ত ভাল বাসে।

কোল জাতি সাঁওতালদিগের মত আমোদপ্রিয়। ইহারা নাচে, গান করে, বাঁশিও বাজায়। সাঁওতালেরা কেবল মাদল (ছোট মৃদঙ্গ) বাজায়; নাগরা, করতাল, ও ভেরী কোল জাতির বাদ্য। পুরুষেরা বাদ্য বাজায়; স্ত্রীলোকেরা নৃত্য করে ও গীত গায়। কোল জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের নৃত্য, গীত ও কণ্ঠস্বরভঙ্গী অনেকটা ইংরাজ রমণীদিগের মত।

কোলরা ধনুর্দ্ধারী। তীর ধনুক ইহা-দিগের প্রধান অস্ত্র। ইহারা তীর দ্বারা ব্যাঘ্রকেও শিকার করে। কথিত আছে, কোন ব্যক্তিকে তীর দ্বারা মারিতে একবার সংকল্প করিলে, তাহাকে না মারিয়া ইহারা ক্ষান্ত হয় না। বিশেষ অনুরোধ কিম্বা ভয় প্রদর্শন করিলে, নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে একটা গাছের অন্তরালে রাখিয়া ঐ গাছে ইহারা তীর নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

কোল জাতির মধ্যে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও ব্যভিচার দোষ প্রায় নাই। ইহারা প্রাণান্তেও মিথ্যা বলে না, কাহাকেও বঞ্চনা করে না, ও পর-স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টিও করে না। স্ত্রীলোকেরাও সতীত্ব ধর্ম্ম পালন করে।

কোলেরা সূর্য্যকে ঈশ্বর বলিয়া মানে, ও সূর্য্যের পূজা করে। সূর্য্যকে ইহারা "সিঙ্গী বোঙ্গা" (সিঙ্গী—সূর্য্য, বোঙ্গা—দেবতা) বলে। পীড়া হইলে ইহারা ঔষধ সেবন করে না। ইহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে সূর্য্যের পূজা দিলেই পীড়া আরোগ্য হয়।

কোল জাতির মধ্যে অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। নির্দ্ধন লোকেরা ছোট ছোট ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস করে। ইহাদিগের ঘর, দ্বার বড় পরিষ্কার। ঐ সকল ঘরের মাটীর দেয়াল, কাঁচা মেজে, খড়ের কিম্বা খোলার চাল। স্ত্রীলোকেরা প্রত্যহ নিজ নিজ ঘরের মেজে ও দেয়াল লেপন করে। লেপন কার্য্যে এক প্রকার পাহাড়িয়া কাল মাটী ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বা কাল মাটীর পরিবর্ত্তে সাধারণ মাটীর সহিত খড় পোড়া ছাই ব্যবহার করে। ইহাতে মেজে ও দেয়াল পাথরের মত কাল দেখায়, এবং জল বৃষ্টিতেও সহজে নষ্ট হয় না।

কোল জাতি মহিষ, গরু, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, হাঁস, মুরগী ও পায়রা পোষে, ও হাটে বাজারে বিক্রয় করে। ইহারা ধান্য, চাউল ও অন্যান্য শস্যও বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে বিনিময় অধিক পরিমাণে প্রচলিত। ইহারা কেবল লবণ ক্রয় করে, তদ্ভিন্ন সমস্ত খাদ্য দ্রব্যই নিজ নিজ ঘরে প্রস্তুত করিয়া লয়। ইহারা জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ ও বাঁশ আনয়ন করিয়া বাজারে ও গৃহস্থালয়ে বিক্রয় করে। এই সকল দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার সময়, ইহারা একবারেই যথার্থ মূল্য বলিয়া দেয়, দ্বিতীয়বার আর কিছুই বলে না। প্রথম কথিত মূল্য না পাইলে কোন দ্রব্যই বিক্রয় করিতে সম্মত হয় না।

কোল জাতি ঘরের মেজেতে বিছানা করিয়া শয়ন করে না। ইহারা "খাটিয়া" (একরূপ দড়ির খাট) ব্যবহার করে। খাটিয়া গুলি এত ছোট যে তাহাতে পা বিস্তৃত করিয়া শয়ন করা যায় না।

সাঁওতালী স্ত্রীলোকদিগের মত, কোল-জাতীয় স্ত্রীলোকেরাও গাছে উঠিতে পারে। ইহারা গাছে চড়িয়া শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করে ও ফল খায়। বট ও অশ্বত্থ গাছের ফল ইহারা বড় ভালবাসে।

কোল জাতিরা মলত্যাগ করিয়া জল ব্যবহার করে না। মাটী কিম্বা গাছের পাতা দ্বারা শৌচকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

সন্তান প্রসবকালে, কোলজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের ধাত্রী কিম্বা অন্য কাহারও সাহায্য লইতে হয় না। ইহারা নিজে নিজেই সূতিকাগারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। পূর্ণগর্ভবতী স্ত্রীলোকেরাও মাঠে, ঘাটে, হাটে যাতায়াত করে, এবং জঙ্গলেও কাষ্ঠ আনয়ন করিতে যায়। দৈবাৎ কোন স্থানে কাহারও প্রসববেদনা হইলে, প্রসূতি, অন্যের বিনা সাহায্যে,

একাকিনী প্রসব কার্য্য সম্পন্ন করে, এবং সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া ও কাষ্ঠের বোঝা মাথায় করিয়া স্বচ্ছন্দে বাটীতে প্রত্যাগমন করে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

কোলেরা কখন কখন "কুলি" নিযুক্ত হইয়া আসাম, কাছাড় প্রভৃতি দেশের চা-বাগানে কার্য্য করিতে গিয়া থাকে। কোল জাতীয় কুলিরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী বলিয়া, অন্যান্য স্থানের কুলি অপেক্ষা আদৃত ও অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়।

(ক্রমশঃ)

নারীজাতি সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থা।

(২৫১ সংখ্যা ২৫৪ পৃষ্ঠার পর।)

তৎপরে মনু তৃতীয় অধ্যায়ে উদ্বাহ পদ্ধতিতে লিখিয়াছেন—

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং
নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং
ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্ ॥৩; ৮॥

যে স্ত্রীর মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার ছয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, যে চিররোগিণী, যাহার গাত্রে অল্পমাত্রও লোম নাই অথবা অতিশয় লোম, যে নিষ্ঠুরভাষিণী ও যাহার পিঙ্গল বর্ণ নয়ন, এই সকল স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক না।

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং
হংসবারণ গামিনীম্।
মৃদুলকেশদশনাং মৃদঙ্গীমুদ্বহেৎ
স্ত্রিয়ম্ ॥ ৩ ; ১০ ॥

কিন্তু যে স্ত্রী অঙ্গহীনা নহে, যাহার নাম অতি সুখে উচ্চারণ করা যায়, যাহার গতি মরাল ও মাতঙ্গের ন্যায় হৃদয়হারিণী, যাহার লোম ও কেশ মৃদুল এবং দন্ত ক্ষুদ্র, এইরূপ কোমলাঙ্গী ললনার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবেক।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ
ক্রমশোবরাঃ ॥ ৩ ; ১২ ॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ
স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্র-
জন্মনঃ। ৩ ; ১৩ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্ত ; কিন্তু নিকৃষ্ট উদ্দেশে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, শূদ্র কেবল শূদ্রাকে ; বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রাকে ; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাকে ; এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা চতুর্ব্বিধ পত্নীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন।

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্য-
স্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽ-
ধমঃ॥ ৩; ২১॥

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পৈশাচ; এই আট প্রকার বিবাহ বিধি প্রচলিত আছে।

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ
প্রকীর্ত্তিতঃ॥৩; ২৭॥

বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা কন্যাবরের শোভা সম্পাদন ও পূজন পুরঃসর, শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন সচ্চরিত্র পাত্রে কন্যাদান ব্রাহ্ম-বিবাহ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং
প্রচক্ষতে॥ ৩; ২৮॥

জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যদি কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিতকে সালঙ্কৃতা কন্যাদান করেন, তাহাকে দৈব বিবাহ বলে।

একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায়
ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স
উচ্যতে॥ ৩; ২৯॥

কোন ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠানার্থ বরপক্ষ হইতে এক বা দুই গোমিথুন লইয়া কন্যা-দানকে আর্ষ বিবাহ কহা যায়।

সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানু-
ভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ
স্মৃতঃ॥ ৩; ৩০॥

তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণ কর, বর ও কন্যাকে এই কথা বলিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক কন্যাদানকে প্রাজাপত্য বিবাহরূপে নির্দ্দেশ করা যায়।

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব
শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম
উচ্যতে॥ ৩; ৩১॥

কন্যার পিত্রাদি অভিভাবককে এবং কন্যাকে আপন শক্তি অনুসারে পণ দিয়া, বরের ইচ্ছাপূর্ব্বক দারপরিগ্রহকে আসুর বিবাহ বলা যায়।

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ
বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কাম-
সম্ভবঃ॥ ৩; ৩২॥

কন্যা এবং বর উভয়ের ইচ্ছাধীন যে বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। এইরূপ পরিণয় প্রণয়াধীন ঘটিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং
গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥
—৩; ৩৩।

বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করার নাম রাক্ষস বিবাহ; কন্যাহরণ কালে যদি কন্যাপক্ষীয়েরা বিপক্ষ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে আহত করা ও

প্রাচীরাদি ভঙ্গ করাও এইরূপ বিবাহে ঘটিয়া থাকে। কথিত আছে, যে এইরূপ বিবাহকালে কন্যা "হা তাত!" "হা ভ্রাতঃ!" ইত্যাকার শব্দে চীৎকার করিতে করিতে রোদন করিয়া থাকে।

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপ-
গচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোহ
ধমঃ ॥ ৩ ; ৩৪ ॥

নির্জ্জন প্রদেশে নিদ্রায় অভিভূতা, মদ্যপানে বিহ্বলা, অথবা অনবধানযুক্তা কুমারী সংস্রবকে পৈশাচ বিবাহ বলে। বিবাহের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও পাপজনক।

মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে ব্যবস্থাপক নিম্নলিখিত শ্লোকনিচয়দ্বারা নারীস্বাধীনতার মূলদেশে কুঠারাঘাত করিয়াছেন—

অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ
পুরুষৈঃ স্বৈর্দ্দিবানিশম্।
বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা
আত্মনো বশে।৯ ২।

স্বামী প্রভৃতি অভিভাবকগণ রমণীদিগকে কোন সময়েই স্বাধীনতা দিবেন না; এমন কি রমণীগণের বিষয়ভোগও অভিভাবকের তত্ত্বাবধানাধীন হইবে।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি
যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥
৯ ; ৩॥

ললনাগণ কুমারী অবস্থায় জনকের আজ্ঞাধীন থাকিবে; যৌবনকালে ভর্ত্তাই তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণকর্ত্তা; এবং বৃদ্ধাবস্থায় তাহাদিগকে তনয়ের বশবর্ত্তিনী হইতে হইবেক। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা কোন ক্রমেই ঘটিতে পারে না।

সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ
স্ত্রিয়ো রক্ষ্যা বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ
শোকমাবহেয়ুররক্ষিতাঃ॥৯,৫॥

যাহাতে চরিত্রে দোষ সমুদ্ভবের সম্ভাবনা, তাহাদিগকে এরূপ প্রসঙ্গে প্রশ্রয় দেওয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে। অরক্ষিত থাকিয়া তাহাদিগের চরিত্র দোষাক্রান্ত হইলে, তাহাতে পিতৃ ও ভর্ত্তৃ উভয় কুলই কলঙ্কস্পৃষ্ট হয়।

ইমং হি সর্ব্ববর্ণানাং পশ্যন্তো ধর্ম্মমুত্তমম্।
যতন্তে রক্ষিতুং ভার্য্যাং ভর্ত্তারো দুর্ব্বলা
অপি ॥ ৯ ; ৬ ॥

নারীচরিত্র রক্ষণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সর্ব্বজাতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক পরম ধর্ম্মরূপে বিবেচিত হইবে। স্বামী যতই দুর্ব্বল হউন না কেন, আপন স্ত্রীকে সৎপথে রাখিতে তাঁহার যেন যত্নের ত্রুটি না হয়।

স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেব চ।
স্বঞ্চ ধর্ম্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি
রক্ষতি ॥ ৯ ; ৭ ॥

যে ব্যক্তি স্বকীয় সহধর্ম্মিণীকে অস্খলিতচরিত্রা রাখিতে যত্নবান্ থাকেন, তৎকর্ত্তৃক আপন সন্তানসন্ততির বিশুদ্ধি, বংশের বিশুদ্ধি এবং স্বকীয় চরিত্রের বিশুদ্ধিও পরিরক্ষিত হয়।

পতির্ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য
গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং
যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥৯; ৮॥

পতি ভার্য্যাগর্ভে সংপ্রবিষ্ট হইয়া আত্মজরূপে জন্মগ্রহণ করেন; এইরূপে ভার্য্যাগর্ভে আপনার জন্ম হয় বলিয়া ভার্য্যা জায়া এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ন কশ্চিদ্ যোষিতঃ শক্তঃ
প্রসহ্য পরিরক্ষিতুম্।
এতৈরুপায়যোগৈস্তু
শক্যাস্তাঃ পরিরক্ষিতুম্॥৯;১০॥

রমণীগণকে তাড়নাদি দ্বারা বলপূর্ব্বক কেহ ধর্ম্ম পথে রাখিতে পারেন না; তবে নিম্নলিখিত উপায়গুলির প্রয়োগ দ্বারা তাহাদিগের পরিরক্ষণ সংসাধিত হইতে পারে।

অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং
ব্যয়েচৈব নিয়োজয়েৎ।
শৌচে ধর্ম্মেঽন্ন পক্ত্যাঞ্চ
পরিণাহস্য বেক্ষণে॥৯;১১॥

ধনের আয় ব্যয়াদির তত্ত্বাবধানে, গৃহ ও নিজ দেহের পরিশুদ্ধি বিষয়ে, ধর্ম্মকার্য্যে, অন্নরন্ধনে ও শয্যাকটাহ প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রীর পর্য্যবেক্ষণে, তাহাদিগকে সতত ব্যাপৃত রাখিবে।

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ
পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু
রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥৯;১২॥

স্ত্রীলোক আপন ধর্ম্ম আপনি রক্ষা না করিলে আত্মীয় পুরুষগণ তাহাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেও তাহার বিশুদ্ধি পরিরক্ষিত হয় না। যে স্ত্রীলোক আত্মবিশুদ্ধি রক্ষণে যত্নবতী, তিনিই অস্খলিতচরিত্রা থাকেন; সুতরাং নিরন্তর ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে রাখিতে যত্নবান্ হইবে। তাড়নাদ্বারা কোন ফলোপলব্ধি হয় না।

যদিও নবম অধ্যায়ে মহাত্মা মনুকে বামাদিগের প্রতি বাম বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি স্থানান্তরে তিনি অবলাকুলের প্রতি কৃপাকটাক্ষও নিক্ষেপ করিয়াছেন্—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে
সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥৩;৫৬॥

যে কুলে স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রালঙ্কারাদি লাভদ্বারা হৃষ্টমনে কালক্ষেপ করে, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন্। আর যে কুলে স্ত্রীদিগের অনাদর, সে বংশে সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায়।

জাময়ো যানি গেহানি
শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব
বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥৩;৫৮॥

ভগিনী, পত্নী, পুত্রবধূ প্রভৃতি রমণীগণ অসন্তুষ্ট হইয়া যে বংশের উপর অভিসম্পাত নিক্ষেপ করে, সেই বংশ মন্ত্রাহতের ন্যায় উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা
ভূষণাচ্ছদনাশনৈঃ।

ভূতিকাচৈর্ম্ন নৈর্নিত্যং
সংকারেষূৎসবেষু চ ॥৩,৫৯॥

অতএব যাঁহারা বংশের সমৃদ্ধিকামনা করেন, তাঁহারা উৎসবাদি উপলক্ষে অশন বসন ভূষণাদি প্রদান দ্বারা ললনাগণের প্রীতি উৎপাদনে যত্নবান্ থাকিবেন।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা
ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।৩;৬০।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং
কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥

যে কুলে স্বামী পত্নীতে ও পত্নী স্বামীতে ঐকান্তিক অনুরক্ত, সেই কুলে নিশ্চয়ই কল্যাণ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

বিধায় বৃত্তিং ভার্য্যায়াঃ
প্রবসেৎ কার্য্যবান্নরঃ।
অবৃত্তিকর্ষিতা হি স্ত্রী প্রদূষ্যেৎ
স্থিতিমত্যপি॥৯ অধ্যায়, ৭৪ শ্লোক॥

যদি কোন পুরুষের কার্য্যোপলক্ষে দেশান্তর গমন আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাঁহার নিজ পত্নীর ভরণ পোষণের নিমিত্ত সুব্যবস্থা করিয়া যাওয়া উচিত; কারণ এইরূপ দেখা গিয়াছে যে সুশীলা মহিলাও ভরণপোষণাভাবে পরপুরুষ ভজনা করিয়া কুল কলঙ্কিত করিয়াছে।

বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং
জীবেন্নিয়মমাস্থিতা।
প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব
জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ॥৯;৭৫॥

স্বামী পত্নীর গ্রাসাচ্ছাদনার্থ বৃত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রবাস গমন করিলে, পত্নীর সর্ব্বতোভাবে চরিত্রের বিশুদ্ধি-পরিরক্ষণে যত্নবতী হইয়া কালাতিপাত বিধেয়। আর যদি স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষণের কোন প্রকার ব্যবস্থা না করিয়াই বিদেশ-গমন করেন, তাহা হইলে স্ত্রী সূত্রকর্ত্তনাদি শিল্প কার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেক।

রাধাচরণ ও নন্দকুমার।

তৃতীয় প্রস্তাব।

এই বারে আমরা নন্দকুমারের অদ্ভুত মোকদ্দমার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে নন্দকুমারের "জাল করা অভিযোগের" বিচার আরম্ভ হয়। ঐ বৎসরের জুন মাসের ৮ই তারিখে নন্দকুমার বলেন, "আমি এই ষড়্‌যন্ত্রীভূত মোকদ্দমায় সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষী, এবং যদি এই অভিযোগের প্রকৃতরূপে বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে আমি আমার স্বদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের জুরীদ্বারা বিচারিত হইতে ইচ্ছা করি।" আদালত এই প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই, সুতরাং